অচিকিৎস্য অপসম্প্রদায়ের স্বরূপ

শ্রীরূপানুগ জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী ঠাকুরের কৃপাকণা-সঞ্জীবিত ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত, সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর তিরোভাব তিথি
২৯শে শ্রাবণ সন ১৩৯৬ সাল।
ইং ১৪ই আগষ্ট ১৯৮৯।

আনুকূল্য— ৮৲৮৵ মাত্র

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ-কর্ত্তৃক শ্রীরূপানুগ
ভজনাশ্রম, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া হইতে
প্রকাশিত এবং শেখরচন্দ্র সাহা কর্ত্তৃক মালঞ্চ প্রিন্টিং
ওয়ার্কস, মালঞ্চপাড়া, নবদ্বীপ, নদীয়া হইতে মুদ্রিত।

উদ্‌ঘাটন

এই গ্রন্থের দুশ্চিকিৎস্য মহাঅপরাধময়ী কপট ও আনুকরণিক প্রাকৃত সহজিয়াদির কবল হইতে অজ্ঞ, দুর্ব্বল বালিশগণকে উহাদের স্বরূপগুলি প্রকৃষ্টভাবে জানাইয়া শ্রীগৌরহরির অনর্পিতচর মহাসম্পত্তি-গ্রহণ করিয়া যদি অতি অল্পসংখ্যক লোকও উদ্ধার লাভ করিতে পারে তজ্জন্য শ্রীভাগবদাদেশে তাহাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া মঙ্গললাভের উপায়ের অনুসন্ধিৎসা যদি কাহারও জাগ্রত হইয়া উহাদের সঙ্গ প্রকৃষ্টভাবে ত্যাগ করিয়া মঙ্গলের পথে আসিতে পারে, তাহারই ক্ষীণা চেষ্টাই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য। হইাতে কাহারও প্রতি বিদ্বেষ বা কাহারও অপস্বার্থ-পরতার সিদ্ধির জন্য নিজ-স্বার্থার্থে প্ররোচিত বা মাৎসর্য্যের বশীভূত হইয়া এই গ্রন্থ লিখিত হয় নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজন আদেশ, নির্দ্দেশ ও বিধানের উপদেশাবলী সংগ্রহ করিয়া এই নিবেদন ও নির্দ্দেশে আকৃষ্ট হইবার সহায়করূপে প্রকাশিত হইলেন। ইহাতে আমার ব্যক্তিগত কোন, নির্দ্দেশ বিধান বা প্রমাণ বাক্য না থাকায় ইহার দ্বারা পাঠকের কোনপ্রকার ভ্রমপথে গতি বা মন্দ উদিত হইবার আশঙ্কা একেবারেই নাই। যথার্থ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, অননুকরণিকগণ এই গ্রন্থ পাঠে নিশ্চই মঙ্গল লাভ করিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। নিরপেক্ষভাবে মঙ্গলানুসন্ধিৎষু ব্যক্তি এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া নিশ্চই প্রভুত লাভবান হইবেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমার নিজকৃত কোন দোষ-ত্রুটি যদি কোন প্রকারে অজ্ঞাতভাবে ইহাতে প্রবেশ করে তজ্জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। নিবেদন ইতি। প্রকাশক।

বর্ণিত বিষয় (সূচীপত্র)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

তাচ্ছিক্যৎস্য প্রপসম্প্রদায়ের স্বরূপ

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং রূপং তস্যাগ্রজ-
মুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্। রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকা-
মাধবাশাং প্রাপ্তোযস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥
লব্ধা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ নিঃশ্রেয়সায়
বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥ ভাঃ ১১৷৯৷২৯॥
নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ
স আত্মহা॥ ভা ১১৷২০৷১৭॥

আমরা অনন্তকাল ধরে বহু কোটি কোটি জন্ম ৮৪ লক্ষ যোণিতে ভ্রমণ করে কতই না কষ্ট, যন্ত্রণা, দুঃখ, অভাব, ভয়, শোক, ত্রিতাপ, অসহ্য অপরিহার্য্য পীড়া ভোগ ক'রে শ্রীভগবানের অসীম করুণায় দেবতাগণেরও আকাঙ্ক্ষনীয় এই ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভের সৌভাগ্য লাভ করেছি। যে ভারতবর্ষে স্বয়ং ভগবান্ তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি, ভক্ত, অবতার ও প্রকাশ সহ শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে আবির্ভূত হ'য়ে জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন 'প্রেমরত্ন' প্রদান করতে সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য লীলা প্রকট করেছিলেন। যথায় সমস্ত শাস্ত্র মূর্ত্তিধারণ করে মুনিগণের শ্রীমুখে কীর্ত্তিত হয়েছিলেন। যথায় সম্বিচ্ছক্তির আবেশাবতার শ্রীব্যাসদেব সহজ সমাধিস্থ হ'য়ে সারজুট্ বৃত্তি অবলম্বন করে সর্ব্বপ্রকার শব্দব্রহ্মের বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তির প্রকাশক প্রমাণচক্রবর্ত্তীচূড়ামণি শ্রীভগবানের লীলা ও কৃপার পরিপূর্ণতম অভিব্যক্তি সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন

পরাকাষ্ঠা প্রদান করেছিলেন। কত যে করুণায় শ্রীভগবান্ আমাদের ন্যায় অযোগ্য, পতিত, অধম, অপরাধী, দুষ্ট, হতভাগা জীবের মঙ্গল বিধানে অহৈতুক কৃপাবিতরণ ক'রেছেন, তাহা অত্যন্ত সুদুর্ল্লভ হ'লেও, অনিত্য হ'লেও, পরমার্থপ্রদ। অতএব, ধীরব্যক্তি যতদিন মৃত্যু পুণরায় নিকটস্থ না হয়, তৎকাল মধ্যে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া (ঘরে আগুণ বা ততোঽধিক আকস্মিক অনিবার্য্য কর্ত্তব্য পর্য্যন্ত ছাড়িয়া) চরম-কল্যাণ লাভের জন্য চেষ্টা করিবেন। এই নৃদেহটী সকল ফলের মূল। অতএব আদ্য। সুদুর্ল্লভ হলেও বর্ত্তমানে সুলভ হয়েছে। ইহাই পটুতর নৌকা, ভবসিন্ধু পারের উপযুক্ত তরণী। ততোঽধিক সদ্‌গুরু পাদপদ্ম যদি কর্ণধার হয়েন ও কৃষ্ণকৃপারূপ (অন্তর্য্যামীরূপে কৃপা) অনুকূল বায়ুর দ্বারা প্রচালিত হয়েন; এইরূপ নৌকাখানি প্রাপ্ত হইয়াও যিনি এই সংসার সমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করেন তিনি অত্যন্ত আত্মঘাতী। তাহার আর কোনকালে কোন প্রকারে মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা নাই বা হইবেও না।

'শ্রেয়ঃ' ও 'প্রেয়ঃ'— দুইপ্রকার পথে আশ্রয়ের কথা শাস্ত্রে বলেছেন। যখন আমরা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণপর শব্দের অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি অবলম্বন ক'রে মঙ্গল লাভের বৃথা যত্ন করে অনন্তকাল ধ'রে অসীম অসংখ্য প্রকার চেষ্টা করি, তদ্দ্বারা প্রেয়ঃ-পন্থায় মঙ্গল লাভের পরিবর্ত্তে অমঙ্গলই আমাদিগকে বহুপ্রকার প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া সর্ব্বদা অকৃতকার্য্য করাইয়া মধু-পুষ্পিত বাক্য ও প্রাপ্তির লোভে মুগ্ধ করিয়া অনন্তকালের জন্য মহাঘোর রৌরবে পাতিত করিয়া দুষ্টাসরস্বতীর কবলে কবলিত করাইয়া দুঃখের পর দুঃখ ভোগ করাইতে করাইতে

নরকের পথে লইয়া শেষে অনন্ত কালের জন্য নরকে পতিত করে। কিন্তু যখন আমরা কোন ভাগ্যফলে সদ্‌গুরুর কৃপালাভ করিতে পারি, তখন আর ঐ প্রকার বঞ্চনা, কাপট্যময়ী মায়ার প্রলোভনে মুগ্ধ না হইয়া আপাততঃ কিছু সাধনকষ্ট স্বীকার করিয়া পরিণামে মহামঙ্গলময় পন্থার তীব্র অন্বেষণ, সাধন-স্বীকার, আলোচনা ও আচরণে প্রবৃত্ত হইলে শব্দব্রহ্মের উপদেশাদির বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া অবরোহ বিচারে শ্রেয়ঃ সাধনে তৎপর হই। তখন সকল প্রকার চেষ্টা কপটতা ছাড়িয়া নিজেন্দ্রিয়-তর্পণপর কর্ম্ম, জ্ঞান-কাণ্ড আমাদিগকে আর বিষের ভাণ্ডে লোভী করাইয়া নানা যোনি ভ্রমণ ও কদর্য্য ভক্ষনাদি করাইয়া জীবন ছারখার করাইতে পারে না।

"সত্যকথা বহুলোক নেয় না, কারণ সত্যকথা প্রেয়ঃ নহে, তাহা 'শ্রেয়ঃ'। শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ—এই দুইটীই মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু ধীর ব্যক্তিগণ ঐ দুইটীর তত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়া একটী মুক্তির কারণ, অপরটী—বন্ধনের কারণ —এইরূপ বিচার করেন। তাঁহারা প্রেয়ঃ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়কে বরণ করেন। আর অবিবেকী-মন্দবুদ্ধিব্যক্তিগণ 'যোগ' অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর লাভ ও 'ক্ষেম' অর্থাৎ লব্ধ বস্তুর সংরক্ষণ—এতদুভয়াত্মক প্রেয়ঃকে প্রার্থনা করেন। এই শ্রেয়ের কথা শুনিবার লোক বহু পাওয়া যায় না, দুই চার জন পাওয়া গেলেও তাহা শুনিয়াও অনেকে উপলব্ধি করিতে পারে না। আর শ্রেয়ো বিষয়ের তত্ত্ববিদ্ ও নিপুণ বক্তা অতীব সুদুর্ল্লভ, যদিও সুদুর্ল্লভ উপদেষ্টা কদাচিৎ অবতীর্ণ হন, কিন্তু আচার্য্যের

অনুগত শ্রোতা আরও সুদুর্ল্লভ।

জগতের লোকগুলি অবিদ্যার সাগরে হাবুডুবু খেয়ে আপনাদিগকে পণ্ডিত সব-বুঝ্‌দার মনে কর্‌ছে। কপটতায় আচ্ছন্ন হয়ে কেবল সংসারে ওঠানামা কর্‌ছে। এই সকল অন্ধের দ্বারা চালিত হয়ে জগতের সমস্ত অন্ধসমাজ খানায়-ডোবায় পড়ে মর্‌ছে। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর কথা লাখকরা একজনও বুঝ্‌তে পারে না। যেদিন বুঝ্‌বে—তারা এতকাল যাকে 'ধর্ম্ম' বলে মনে করেছে—যাকে ত্যাগ বলে, তপস্যা বলে, মনে করেছে—এতকাল যত চেষ্টা করেছে—দুনিয়ার কাছে যত বাহাদুরী দেখিয়েছে, সব ভুল করেছে—বৃথা সময় নষ্ট করেছে মাত্র। যে নিরপেক্ষ নয় সেরূপ অনন্ত কোটী বক্তা নরকে চ'লে যাবে, কিন্তু নির্ভীক হ'য়ে সত্যকথা বল্‌লে শতশত জন্ম পরেও কেউ না কেউ ইহার নিগূঢ় সত্য বুঝ্‌তে পার্‌বে। কষ্টার্জ্জিত শত শত গ্যালন রক্ত ব্যয়িত না হওয়া পর্য্যন্ত একটী লোককে সত্যকথা বোঝান যায় না—সাধুত্ব কাহাকে বলে, শিক্ষকগণ তা শেখাতে পারে না।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভক্তিতেই 'প্রেয়োবুদ্ধি'। ভক্তিটী 'শ্রেয়ঃ'—ইহা পূর্ব্বপূর্ব্ব আচার্য্যগণ বলেছেন। ভক্তিটীই 'প্রেয়ঃ'—এই কথাটী শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর বিশেষরূপে জানিয়েছেন। যা'দের প্রেয়ো-বিচারে—ভক্তি নাই, তা'রাই শ্রেয়োহীন হরিবিমুখ-অবৈষ্ণব। মানবজাতির অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম-জ্ঞানে প্রেয়োবুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়-তর্পণে বিনোদন। যা'দের স্বরূপে অবস্থিতি নাই, যাঁরা পারমহংসধর্ম্মে অবস্থিত হন্ নাই অর্থাৎ যারা বর্ণাশ্রম বিচারে, ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাদি পুরুষার্থ বিচারে

অবস্থিত আছেন, তারা বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা বঞ্চিত হইয়া পরম-মুক্ত-বিচারে অবস্থিত নহেন। "মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতি।" অন্যথা রূপে অবস্থিতি কালেই মনুষ্যের কৃষ্ণের রূপ-দর্শন-স্পৃহা উদিত হয়. প্রেয়ঃ-পথে চালিত হ'য়ে যে শ্রেয়োজ্ঞান বলে উদিত হয়, তা' 'শ্রেয়ঃ' নহে, উহা মোক্ষাদি নিজ-লাভেচ্ছার প্রকারভেদ প্রাকৃত প্রেয়েরই প্রকার বিশেষ। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অহৈতুকী ভক্তিকেই নিজ শ্রেয়ঃ জানিয়া একমাত্র শ্রেয়ঃ পথ-জ্ঞানে বিচরণ করবার উপদেশ জগৎকে দিয়েছেন।

শ্রেয়ঃ পন্থার মূল তাৎপর্য্য — 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-পর বাঞ্ছা। আর প্রেয়ঃপন্থা—আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিপর ভোগ বাঞ্ছারূপ কামুকতা। তাহা বেশ্যার বৃত্তি। তা হ'তে কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাশারূপা স্ত্রী ব্যাঘ্রীর কবলতাই সর্ব্বনাশ সাধিকা কার্য্য। বদ্ধ দুষ্ট জীব নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণপর মঙ্গললাভেচ্ছায় বহির্ম্মুখ হইয়া বাহিরের দিকে জড়বস্তুর দ্বারা মায়িক ত্রিগুণময়ী অশুদ্ধ সত্ত্ব, রজ ও তমো-গুণের দূষিত বৃত্তি ও বস্তুকে আশ্রয় করিয়া প্রবল বেগে ধাবিত হইতেছে। সেজন্য শাস্ত্র বলেন — যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ। হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্-গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥ (ভাঃ ৫।১৮ ১২) বদ্ধজীব যতদিন বিশুদ্ধ ভূমিকায় আরোহন না করেন, ততদিন পর্য্যন্ত মায়িক গুণের আশ্রয়ে মনোরথে বহির্ম্মুখতা প্রযুক্ত বাহিরের মায়ার কবলিত হইয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের দিকে পতিত হয়। সাত্ত্বিক গুণ শুদ্ধ হইলেও যদি শ্রীসন্ধিনি-শক্তির বা হ্লাদিনী-শক্তির আবেশ প্রাপ্ত না হয়

ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ-সত্ত্ব না হওয়াতে পতিত হয়। বিশুদ্ধ-সত্ত্বের আবেশ হইলে আর পতনের সম্ভাবনা থাকে না। তখনই মধ্যম-বৈষ্ণবাধিকার লাভ করিয়া ক্রমে উত্তম ভক্তি-লাভের যোগ্য হন ও কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন। আর সাধু-সঙ্গরূপ শুদ্ধশক্তির আবেশ না হওয়া পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গের বলা-ভাবে অনুচৈতন্য ক্ষুদ্রজীব ক্রমশঃ পতনের রাস্তায় ক্রমে সত্ত্বগুণে দেবতা, রজোগুণে অসুর ও তমোগুণের রাক্ষস-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বহির্জগতে ধাবিত হয়। যতই পতন হয় ততই নিজেন্দ্রিয়-তর্পণরত হইয়া বহির্জগতে মায়িক বস্তু সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া ক্রমে চিদ্বৃত্তির নিম্নপ্রকাশে সত্ত্বগুণাশ্রয় করে, ক্রমে সাধুসঙ্গাভাবে সূক্ষ্ম রজোগুণাশ্রিত মনোবিজ্ঞানের আশ্রয়ে পতিত হয়। তাহাতেও সাধুসঙ্গ বলাভাবে পতিত হইয়া তমোগুণাশ্রিত হইয়া স্থূল মায়িক বিদ্যায় বঞ্চিত হইয়া রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্থূলদেহেতে আমি বুদ্ধি করিয়া স্থূল দেহের সুখানু-সন্ধানে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টিত হইয়া স্থূল বিজ্ঞানাদিতে জীবন বৃথা নষ্ট করে জড় বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও অঙ্ক-শাস্ত্র আলোচনায় জীবন বৃথা নষ্ট করিয়া পরিশেষে ভীষণ নরক যন্ত্রনা ভোগ করিতে থাকে। জগতের বহুলোক কৃষ্ণকথা বা কৃষ্ণভজনের কথা বুঝিতে পারে না। অসৎসঙ্গ, তামসিক আহার-বিহার ও চেষ্টাতে প্রতিক্ষণই পতনের পথে প্রবল বেগে প্রধাবিত হয়। ক্রমে কপটতা আশ্রয় করিয়া নিজে সাধু সাজিয়া সাধুর বেষ ও কিছু বুলির অভ্যাস ক্রমে লোকবঞ্চনা ও আত্মবঞ্চনা কার্য্যে প্রবল উদ্দামে অধঃপতিত হয়। সাধু সজ্জায় সাধুর বাহ্য

অনুকরণকেই বৈষ্ণবতা মনে করিয়া নিজের ও পরের সর্ব্বনাশ সাধন করে।

কপটতা ও দুর্ব্বলতা—কপটতা একটা আলাদা জিনিষ, আর দুর্ব্বলতা স্বতন্ত্র জিনিষ। কপটতা রহিত ব্যক্তিরই মঙ্গল হয়। আচার্য্যকে ঠকাব—বৈদ্যের চোখে ধূলি দেবো-আমার অসৎপ্রবৃত্তি-কাল-সাপকে কপটতার কোটরে লুকিয়ে রেখে দুধকলা দিয়ে পুষ্‌ব—এসকল বুদ্ধি দুর্ব্বলতা মাত্র নহে ; কিন্তু ভীষণ কপটতা : এদের কোন কালেই মঙ্গল হয় না। মঙ্গলের পথটাকে যা'রা প্রথম মুখেই রুদ্ধ করেছে, তাদের মঙ্গল হ'বে না। সাধুদের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হ'তে—নিষ্কপট হওয়ার প্রবৃত্তি নিয়ে, বিনীতভাবে সাধুদের মুখ-বিগলিত কথা শুনতে শুনতে ক্রম পথে মঙ্গল হয়। যদি আমরা লোক-দেখান সাধুসঙ্গ করি, তা'হলে আমাদের নরক-প্রবৃত্তি দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'তে থাক্‌বে। শ্রীগৌর-সুন্দর যে আদর্শ দেখিয়েছেন, তা'তে কপটতার স্থান নাই। ছোট হরিদাসের আদর্শে কপটতা ছিল। সাধুর বেশ ধারণ করে অন্য কার্য্যে ব্যস্ত হলে—'ত্রিদণ্ড' নিয়ে রাবণের ন্যায় সীতা-হরণের দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ কর্‌লে সে নিজের গলায় নিজে ছুরি দিলো—হরিভজনের নামে আর কিছু কর্‌লো। লক্ষ লক্ষ জন্ম যদি দুর্ব্বলতা থাকে তা'তে বিশেষ ক্ষতি নেই, কিন্তু একবার যদি কপটতার আশ্রয় করি—সাধুর বেশ নিয়ে সীতা-হরণের প্রবৃত্তি বিশিষ্ট হই—তা'হলে অসুবিধা-সর্পীকে চিরতরে গলায় জড়িয়ে ফেল্‌লাম। পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি লক্ষ লক্ষ যোনিতে থাকা ভাল, তথাপি কপটতা আশ্রয় করা ভাল নহে। কপটের প্রতি কখনও গৌরসুন্দরের কৃপা হয় না—"যেষাং স-

এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যলীকম্। তে দুস্তরামতি তরন্তি চ দেবমায়াং নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগাল-ভক্ষ্যে ॥ (ভাঃ ২।৭।৪২) "ভগবান্ অনন্তদেব যাঁহাদের প্রতি কৃপা করেন, যদি তাঁহারা কপটতা রহিত হইয়া কায়মনো-বাক্যে তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হন, তাহা হইলে সেই দুস্তরা অলৌকিকী মায়াসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। ঐ সকল কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্যদেহে 'আমি' ও 'আমার' বলিয়া শরণাগত ভক্তের অভিমান থাকে না" 'আমি কে'--এই কথা আলোচনা না হ'লেই দুর্গতি ঘটে— সংসারের নানাপ্রকার প্রলোভনে ডুবিয়ে দেয়। যে মুহূর্ত্তে একটুকুও অসতর্ক হই, সেই মুহূর্ত্তেই মায়া রাক্ষসী গলাটিপে গ্রাস ক'রে ফেলে। পারমহংসী কথা, নিয়ত শ্রবণ না কর্লে এই মায়ার কবল হ'তে উদ্ধার পাবার আর কোন উপায় নেই—"তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দপাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্। নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈর্জুষ্টাদ্ গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্ ॥" ভাঃ ৬।৩।২৮।—"মুকুন্দপদারবিন্দের যে মকরন্দরস অসৎসঙ্গ-বর্জ্জিত নিষ্কিঞ্চন পরমহংসকুল নিরন্তর পান করিয়া থাকেন, তাহাতে বিমুখ হইয়া যে সকল অসদ্ ব্যক্তি নরকের দ্বারস্বরূপ গৃহেই একান্ত-আসক্ত, (হে দূতগণ।) তাহাদিগকেই তোমরা আমার সমীপে আনয়ন করিবে।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বৈষ্ণবগণ বলেছেন সরলতার অপর-নাম—বৈষ্ণবতা। পরমহংস-বৈষ্ণবের দাসগণ— সরল; তাই তাঁহারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। "আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রোঽনার্জ্জব-লক্ষণঃ।" (শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদ।)

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টাধম, চণ্ডালিনী হৃদে মম, যতকাল করিবে নর্ত্তন। কাপট্য তদুপপতি, না ছাড়িবে মম মতি, শ্বপচিনী যাহে হয় দূর। (মনঃশিক্ষা)। কপটতা প্রতিষ্ঠাশার সহিত-অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সেই কপটতা সর্ব্বপ্রকার সাধকের সর্ব্বনাশ করে। সাধক ত্রিবিধ—স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ।

স্বনিষ্ঠিতের কপটতা—ভগবত্তোষণের ছল করিয়া ইন্দ্রিয়-সুখ-সাধন করা, নিষ্কপট কৃষ্ণদাসদিগের সেবা না করিয়া প্রবল লোকের পরিচর্য্যা করা, প্রয়োজনীয় অর্থাপেক্ষা অধিক অর্থ সংগ্রহ করা ও ধার্ম্মিক, দাতা, নিষ্পাপ ইত্যাদি পরিচয়ে প্রতিষ্ঠার আশা করা।

পরিনিষ্ঠিতের কপটতা—বাহ্যে পরিনিষ্ঠতা, কিন্তু অন্তরে কৃষ্ণেতর বিষয়ে আগ্রহ, কৃষ্ণদাসের-সঙ্গাপেক্ষা অন্য সঙ্গে অধিক যত্ন ও 'আমি বিষ্ণুভক্ত, আমি সুষ্ঠু বুঝিয়াছি', আমি অনাসক্ত'—এরূপ যশোঘোষণার প্রত্যাশা।

নিরপেক্ষের কপটতা—আত্মম্ভরিতা, নিজধৃত-লিঙ্গের অহঙ্কারে অন্য সাধকগণে ক্ষুদ্রজ্ঞান, আহারাচ্ছাদনের অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ, সাধনচ্ছলে যোষিৎসঙ্গ, কৃষ্ণমন্দির ছাড়িয়া সংসারি লোকের নিকট অর্থাশায় উপবেশন, ভজনচ্ছলে অর্থাদি সংগ্রহের জন্য উদ্বেগলাভ, বৈরাগ্যলিঙ্গের সম্মাননায় ও বিধিপালনাশক্তিতে কৃষ্ণরতি ক্ষয় করা, ও 'আমি নির্ম্মল বৈরাগী' 'আমি শাস্ত্রার্থ উত্তম বুঝিয়াছি,' 'আমি ভক্তিতত্ত্বে সিদ্ধ হইয়াছি'—এরূপ প্রতিষ্ঠা অন্বেষণ করা। ইহা ব্রজভজন-বিরোধী কেশী দৈত্যের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। তৎসহ মাৎসর্য্য চণ্ডালিনী যুক্ত হইলে 'আমাব্যতীত আর কাহারও

নিকট হরিকথা শ্রবণে বাধা প্রদান ও সৎশাস্ত্র আলোচনায় তীব্র প্রতিবাদ, এজন্য বিপুল উদ্যমে অনুগত জনগণকে শাসনাদির তীব্র ব্যবস্থা ইত্যাদি মহাসর্ব্বনাশকারী ভক্তিবিরোধী অপরাধে মগ্ন হইয়া অনুগতগণ সহ অনন্তকালের জন্য ভীষণ নরক-যন্ত্রনা ভোগের স্থায়ী দৃঢ় ব্যবস্থা; ও সাধু সঙ্গের প্রতিকূল আচরণ ও বাধা প্রদান করা।

বৈষ্ণবগণ নিজেন্দ্রিয়-তর্পণপর সকল বিষয়ই ঘৃণা ও ক্ষুদ্রবোধ করেন, তাঁহারা কখনও তাহাতে বিন্দুমাত্রও আসক্ত হ'ন না, বা তাহাদের দ্বারা অভিভূত হন না। শুদ্ধ-ভক্তের সঙ্গ-প্রভাবে নিশ্চয়রূপে ক্ষুদ্র দুর্ব্বল জীব মহাবল লাভ করিয়া নির্ভয়ে কৃষ্ণভজন করিতে পারেন। কিন্তু কপটীগণ সেই মহামঙ্গলের রাস্তাটী চিরতরে রুদ্ধ করিয়া নিজ-অনর্থ ও পরের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া নরক-গুলজার করিয়া মায়ার প্রবল কার্য্য সাধন করেন। (মঃ শিঃ টীকা)

মহাজনগণ – প্রতিষ্ঠাশাকে— পিশাচী, শুকরী-বিষ্ঠা, ধৃষ্টা-শ্বপচরমণী, বাঘিনী, জড়-মায়া-মরুর সহিত উপমা দিয়া তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠাশা, কপটতা, মাৎসর্য্য, লাভ, পূজা, নিজেন্দ্রিয়-তর্পণপর সকল সাধন চেষ্টা, কুটীনাটী, জীবহিংসাদি তীব্রভাবে গর্হণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। নিজেন্দ্রিয়-তর্পণপর ভক্তিবাধক শুভকর্ম্ম পর্য্যন্ত অজ্ঞান তমোধর্ম্ম বলিয়া ত্যক্ত হইয়াছে। বিশ্বস্ততাই—ভক্তি। বহির্ম্মুখ ব্যক্তিমাত্রই বিশ্বাস-ঘাতক। তাহারা ভগবানের সমস্ত বস্তুই ভগবান্‌কেও ফাঁকি দিয়া নিজে ভোগ করিতে চায়। ভগবানের পূজার ছলনায় ভগবান্‌কে দিয়া নিজের অন্যেন্দ্রিয়-তর্পণপর চাকুরী করাইতে, ভোগের

বস্তু সরবরাহ করাইতে, ভৃত্যের কার্য্য করাইতে চায়। পূজার ছলনায় বিশ্বাস ঘাতকতা করে। ভক্তের সজ্জায়, পোষাকে, বাহিরে ভক্তের আচরণ দেখাইয়া মাঝপথে বাটপাড়ি করে। ইহা প্রকট বিরোধী বা শত্রু হইতেও অধিকতর অপরাধময়ী-ছলনা বা কপটতা। ভগবান্ খুব সেয়ানা, তিনি সব ধরিতে পারেন, তিনি কাহারও চাকুরি করেন না, তিনি কাহারও ভৃত্য নহেন। যিনি বিশ্বস্ত-ভক্তের মত বাহ্য আচরণ করিয়া অন্তরে কপটতা করিয়া ভগবানের নামের-সেবায় ছলনায় মাঝ পথে বাটপাড়ি করে, তাহাকে বহির্ম্মুখ-মায়া বিশ্বাস-ঘাতকজ্ঞানে খুব বেশী রকম শাস্তি প্রদান করেন। জগতে কি প্রকার দৌরাত্ম্যই না চলিতেছে! 'সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম'—এই ভগবদাশের ইচ্ছা পরিপূরণের ছলনায় ভগবানের নামের প্রচারের ছলনা করিয়া নিজের নাম প্রচার করিয়া বিপুলভাবে অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে কপটতা করিয়া বিপুলভাবে অর্থ উপার্জ্জনের কারখানা খুলিতেছে। পরোক্ষভাবে তাহাই প্রচার করিতে কাপট্যময়ী সকল চেষ্টাই চরম উদ্দমে করিতেছে। রাবনের লঙ্কার সর্ব্বত্র সীতার রূপের কথা প্রচার করিয়া সীতা-হরণের প্রবল উদ্দামে রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অভিযান করিতেছে। অশোক বনে সীতার পূজার-সম্ভার, অলঙ্কার, খাদ্যাদি ও মহাড়ম্বরে পূজার ছলনা করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের কি বিদ্বেষই না করিতেছে! ধামে লম্পট, ভোগীকুলকে তাহাদের ভোগের উপযুক্ত উপকরণ দিয়া লোভ দেখাইয়া আনিয়া সীতাহরণের ন্যায় অশোকবনের উৎসবাদির ন্যায় বিপুলভাবে ঘটা করিয়া তাহাদের ভোগে

নিযুক্ত করিতেছে। শ্রীধাম আমাদের মাতা, যুবতী ও সুন্দরী : তোমরা লম্পট, ভোগীকূল আসিয়া যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে-স্বচ্ছন্দে ভোগ করিতে পার, তাহার সুব্যবস্থা করিতেছি ' তাহার পরিবর্ত্তে বিপুল অর্থ সংগ্রহই মূল উদ্দেশ্য। ইহা দ্বারা কিপ্রকার অপরাধময়ী কার্য্যই না করিতেছে। শ্রীধামে পার্ক, ফুলের বাগান, চিড়িয়াখানা, সুস্বাদু প্রসাদের নামে জিহ্বার তর্পণ ইত্যাদি দ্বারা ; গেষ্ট হাউস, বিচিত্র সুসজ্জিত উত্তম ভোগের আগারে প্রলুব্ধ করিয়া তাহাদিগকে ধাম-ভোগরূপ অপরাধে মহারৌরব নরকে অভিজান করিতেছে ও তৎসঙ্গে নিজেরাও তাহার সহায়ক ও সাহায্যকারী সূত্রে অধিকতর অপরাধ করিয়া মহাবঞ্চনাময়ী কার্য্যে অধিকতর গুরুতর শাস্তিভোগের (Capital Punistment) এর ব্যবস্থা প্রবল উদ্দামে অর্থ-লালসায় সম্পাদন করিয়া ভীষণ যন্ত্রনাময়ী নরকে চিরবাসস্থানের জন্য তীব্রভাবে ব্যবস্থা করিতেছে।

যোষিৎসঙ্গ—ভগবদ্বস্তুকে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যবহার করাই যোষিৎসঙ্গ। নিজেন্দ্রিয়-তর্পণপর সুন্দর বিগ্রহ-দর্শন, সুকণ্ঠে সুন্দর স্বরে কীর্ত্তন-শ্রবণ, জিহ্বেন্দ্রিয়-তর্পণপর সুস্বাদু প্রসাদ সেবনের ছলনাও যোষিৎসঙ্গ। যোষিৎসঙ্গী ও তাহার সঙ্গীও অসৎ। ইহাদের সঙ্গ সাধকের সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনের ব্যবস্থা সকল শাস্ত্রেই এক বাক্যে ব্যবস্থা করিয়াছেন। তীর্থ-যাত্রা, ধামবাস, ধামসেবা, বিগ্রহসেবা, কীর্ত্তন প্রচার, ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, গ্রন্থ-বিক্রয় (অর্থ লোভে), শ্রীধামে বসিয়া বিষয় কার্য্য (ধামাপরাধ), গেষ্ট হাউসে ভোগীকুলের ইন্দ্রিয়-তর্পণপর মহাঅপরাধময়ী ভক্তিবিরোধী মহান অনর্থসাধক

কার্য্য। অর্থলোভে ভক্ত সজ্জায় সেবার নামে অবাধে প্রবল উৎসাহে বিহিত করিয়া মহাঅপরাধময়ী নরকযাত্রার জন্য ব্যবস্থা করিতে কাপট্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অজ্ঞ হতভাগ্য অপরাধীগণ সহ নরক-যাত্রার প্রকল্প অভিজান করিতেছে। আবার নিজ-কপটতা গোপন করিতে অনুগত অজ্ঞ হতভাগা-গণ যাহাতে তাহাদের কপটতা ধরিতে না পারে তাহার প্রতিবিধানার্থ হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদের প্রতি ব্যবস্থার ন্যায়— 'কেহ যেন কোন প্রকারে বৈষ্ণবের সঙ্গ বা সদ্‌গ্রন্থ, মহাজন-গ্রন্থ আলোচনা না করিতে পারে— তজ্জন্য কঠোর পাহারা ও আইনাদি করিয়া ভয় দেখাইয়া শাসন করিয়া নিবৃত্ত করিতে প্রবল ভাবে ব্যবস্থা ও ভক্তিবিরোধী কার্য্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করিতেছে। সর্ব্বক্ষণ তীব্র বিচক্ষণতার সহিত নানা প্রকার অপরাধময়ী উপায়-দ্বারা অর্থ উপার্জ্জনের কৌশল উদ্ভাবনের আবশ্যক হইতেছে সেবার ছলনায় অর্থলোভে নানাপ্রকার অপরাধময়ী উপায় উদ্ভাবনরূপ মহা অপরাধ-সাধনরূপে কপটতার আশ্রয় গ্রহণ হইতেছে।

তীর্থ-ভ্রমণ—জড় শুকরীবিষ্ঠা প্রতিষ্ঠাশায় ধন,-জনাদির সংগ্রহার্থে-পদযাত্রায় তীর্থ-ভ্রমনাদিও মহা অপরাধময়ী কার্য্য। শাস্ত্রে তীর্থভ্রমণের যে ব্যবস্থা,—তাহা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণপর হইলে জীবের মহা মঙ্গল সাধিত হইতে পারে· তীর্থযাত্রায় মহাভাগবতগণ পাপমলিন তীর্থকে গদাধরকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া তীর্থকে তীর্থীভূত করিতে গমন করেন। যে তীর্থে সাধুগণ থাকেন সেই সাধু-সঙ্গে নিজের মঙ্গলের কথা শ্রবণ ও আলোচনাই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ পর ভক্তি সাধক কার্য্য। যাহারা

পদযাত্রা বা তীর্থ-ভ্রমণ. ধাম-ভ্রমণ ভারত-ভ্রমণাদি নিজেন্দ্রিয়-তর্পণপর ধন. জন ও প্রতিষ্ঠাশায় করিতেছেন, তাহারা কি সাধু-সঙ্গ, সাধুর সন্ধান ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশে ? ভক্তি-সাধনের ছলে কপটতা করিয়া নিজে বহির্ম্মুখ নরকের যাত্রী হইয়া তজ্জন্য যাত্রী, অর্থ, জন এবং প্রতিষ্ঠাশাদি জঘন্যতম কার্য্যসাধনে ব্রতী হইয়াছেন ? কি তাহারা মহাভাগবত হইয়া তীর্থকেও পবিত্র করিতে সক্ষম হইয়াছেন ? তাহা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবেন ।

মঠ-মন্দিরাদি-স্থাপন, বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাদি— কি কৃষ্ণেন্দ্রিয়--তর্পণ উদ্দেশ্যে ও নিজেকে পবিত্র করিতে, বা ভক্তি-লাভের উদ্দেশ্যে হইতেছে ? না— ধন, জন ও প্রতিষ্ঠাদি শুকরী-বিষ্ঠা ভোজনোদ্দেশ্যে সাধিত হইতেছে ? কোন প্রকারে যেন, নাম, ধাম, ভাগবৎসেবা নিজেন্দ্রিয়-তর্পণপর ব্যতীত একটুকুও সাধিত না হয়, তজ্জন্য যেন ১ মিনিটও সময় ব্যয়িত না হয় । নিজেন্দ্রিয়-তর্পণপর ধন-জন-প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহে যেন সর্ব্ব-প্রকার চেষ্টা, যত্ন, সময়, উদ্দাম, ব্যবহার, আচরণ সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত থাকে। তজ্জন্য সকল প্রকার ভক্তিবিরোধী কার্য্য সযত্নে, সর্ব্বতোভাবে যেন পালিত হয়,—তাহার সুব্যবস্থা ! "ন ধনং ন জনং ন শুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনিজন্মনীশ্বরে ভবতাস্তক্তি রহৈতুকী ত্বয়ি ।" শ্রীমন্মহা-প্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষাষ্টকের আদেশের বিরুদ্ধে প্রবল অভিজান চলিতেছে। অশ্রদ্ধজনে নামোপদেশের অপরাধও প্রবল উৎসাহে ধন-জন-সংগ্রহার্থে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণপর দলবৃদ্ধি ও অপস্বার্থপর-কার্য্যে জগদ্বঞ্চনার কার্য্য প্রবলভাবে চলিতেছে ।

প্রসাদ-সেবায় অতিভক্তিরূপ ছলনা—কপটতা—

ভগবৎ-সেবার ছলনায়, ভগবৎ-প্রসাদ-সেবার-ছলনায় জিহ্বেন্দ্রিয়-তর্পণের প্রবল ব্যবস্থাও বিষয়ীর কপটতা :

"তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্ ।
ন জয়েদ্রসং যাবজ্জিতং সর্ব্বং জিতে রসে ॥ (ভাঃ ১১।৮।২১)

অর্থাৎ—যে-কাল পর্য্যন্ত "রসেন্দ্রিয়কে জয় না করিতে পারা যায়, সে-কাল পর্য্যন্ত সর্ব্বেন্দ্রিয় জয় করিয়াও পুরুষ জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন না। রসনা জয় করিতে পারিলেই সকল জয় হয়।"

শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু—"আজন্ম না দিলা জিহ্বায় রসের-স্পর্শন", "ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে, অমানি মানদ হইয়া কৃষ্ণনাম সদা লবে" ; প্রভৃতি উপদেশের ও ব্যবস্থার অবজ্ঞা করিয়া—"চতুর্ব্বিধ-শ্রীভগবৎপ্রসাদ স্বাদ্বন্নতৃপ্তান্ হরিভক্তসঙ্ঘান্। কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ (গুর্ব্বাষ্টক) ॥ —"যিনি শ্রীকৃষ্ণভক্ত-বৃন্দকে চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত সুস্বাদু প্রসাদান্নদ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া (অর্থাৎ প্রসাদ সেবন-জনিত প্রপঞ্চ-নাশ ও প্রেমানন্দের উদয় করাইয়া) স্বয়ং তৃপ্তি লাভ করেন, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম-আমি বন্দনা করি।" প্রকৃত শুদ্ধভক্তের দ্বারা পাচিত ও প্রদত্ত অপ্রাকৃত শক্তি-সমন্বিত ভগবানে শুদ্ধভাবে অর্পিত— যদ্দারা প্রপঞ্চনাশ ও প্রেমানন্দের উদয় করাইতে অপ্রাকৃত মহাশক্তির প্রকাশের যোগ্য—সেই প্রসাদ কোথায়? এবং সেই প্রেমানন্দের উদয় করার শক্তিই বা কাহার হইয়াছে? ভগবানের সেবার জন্য যাঁহার শতকরা শতভাগ চেষ্টা অর্থাৎ ভগবৎসেবা ব্যতীত যাঁহার আর কোন কৃত্যই নাই ; সেই

প্রকার মহাভাগবত সদ্‌গুরুর কৃপায় ভগবানের প্রকৃষ্ট আস্বাদান্তে যাহা অপ্রাকৃত মহাশক্তি-সমন্বিত প্রপঞ্চনাশ করিয়া প্রেমানন্দের উদয় করাইতে সমর্থ তাহা প্রদান করিয়া ভক্ত-গণের তোষণের কার্য্য কোথায় ?— আর কোথায় নিজ জিহ্বেন্দ্রিয়-তর্পণপর— ভোগীর প্রসাদের সেবার ছলনায় নানা প্রকার বহু-মূল্য খাদ্যদ্রব্য ভোগ করা ? বৈষ্ণবেরা কখনও নিজেন্দ্রিয়-তর্পণপর কোন আহার, বিহার, পোষাক, বিছানা, যান-বাহন-আসবাবাদি ভোগ করেন না। দীন-হীন-ভাবে ভগবৎ-কৃপা-লাভার্থে কোন প্রকারে জীবন ধারণোপযোগী-ভাবে গ্রহণ করেন। সুস্বাদু বা অস্বাদু বিচারে গ্রহণ বা গর্হণ বা প্রসাদে আসক্তি দেখাইতে যান না।

বৈরাগ্য— শ্রীলরূপ-সনাতনাদির বৈরাগ্য— শুষ্করুটি চেনা-চিরায় ভোগ পরিহরি। তাহাও কোন দিন সহজে না আসিলে উপবাস করেন। শ্রীল দাস-গোস্বামী প্রভু— সিংহ-দ্বারে মাধুকুরী, ছত্রে ভোজন, সড়া প্রসাদ-গ্রহণরূপ আচরণ-শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহাদের আনুগত্যের অভিমান করিয়া, মহাপ্রসাদে ভক্তির ছলনায় নিরামিষ দ্রব্য বহুপ্রকার সুস্বাদু, বহুমূল্য খাদ্য পর্য্যন্ত নিজে ভোজন, ও অন্যকে অযোগ্য বলিয়া যত কমে সম্ভব হয়, তাহার প্রদানের ব্যবস্থায়— তাহাদের বৈরাগ্য শিক্ষা দেওয়া, 'তেজিয়ানের দোষ নাই' বিষয় দেখাইয়া নিজে অনাসক্ত মহাভাগবতে উন্নত অধিকার লাভ করিয়াছি' ইত্যাদি লোক-বঞ্চনাময়ী মহাঅপরাধীর আচরণ— যে কতটা কপটতা ও নরকগমনের প্রবল উদ্দাম ; তাহা বিচার্য্য। আবার গুরু সাজিয়া— 'আমি গুরু,— আমাকে

নমস্কুরু'— প্রচার করিয়া সকল দ্রব্যের অগ্রভাগ গ্রহণ করিয়া "আমি ত' বৈষ্ণব এবুদ্ধি হইলে অমানি না হ'ব আমি। জড় প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে হইব নিরয়গামী ॥" 'নিজে শ্রেষ্ঠ জানি' উচ্ছিষ্টাদি দানে হবে অভিমান ভার। তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্ব্বদা না লইব পূজা কার ॥' এই আদেশের বিরুদ্ধে প্রবল অভিজান—আচার্য্যের আচরণে প্রকাশ করিতেছেন।

শয্যা - শ্রীমন্মহাপ্রভু কলার পাতা চিরিয়া—বহির্ব্বাসের মধ্যে ভরিয়া ভক্তগণ-কর্তৃক প্রদত্ত অনেক অনুরোধে গ্রহণ, ভূমি-শয্যাদি গ্রহণ ও তদ্দাসাভিমানে বহুমূল্য বিছানা, বস্ত্র, চাদর, পোষাক, শয়নগৃহ সুসজ্জাদির ব্যবস্থা কি হরিভক্তের লক্ষণ ? এ সকল ছলনা — কপটতার পরিপূর্ণ সর্ব্বোচ্চ আদর্শ ও আচরণ ? ইহা – ভক্তি ও ভগবৎ বিদ্বেষের ও বিশ্বাস-ঘাতকতার চরম। কেহবা শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির আদর্শের,— কৃষ্ণ-সুখানুসন্ধান-স্পৃহার আবেশে ; শুদ্ধিকৃষ্ণসুখানুসন্ধানপর ব্রজগোপীগণের বেশভূষা ও বহুমূল্য রত্নাদিধারণ এবং মহাতেজিয়ান শ্রীমন্নিত্যা-নন্দ প্রভুর কৃষ্ণসুখানুসন্ধানপর পরিপূর্ণ অভিব্যক্তির সহিত ক্ষুদ্র জীবকীটের আত্মসম্ভোগময়ী বিচার কি এক ? যাহারা একচড়ে মরে যায়, সর্ব্বক্ষণ, মায়ার প্রবল প্রতাপে শাসিত, বদ্ধ ও অনুচৈতন্য জীবের সহিত এক ? যাহারা এখনও বহির্ম্মুখ মায়ার দত্ত – ধন, জন ও প্রতিষ্ঠার লোভে ক্ষুদ্র অভাব-পূরণে বিশ্বাসঘাতক হইয়া তৎসংগ্রহে ব্যস্ত ; তাহারা নিজেকে মহাভাগবত, ওঁ বিষ্ণুপাদ, পরমহংস, অষ্টোত্তরশত-শ্রী, নিত্যলীলা-প্রবেশাদির ব্যবহার – কিপ্রকার দুর্দৈব, অহংগ্রহোপাসনা, মায়াবাদ, ভগবৎ-বিদ্বেষ এবং বিশ্বাস-ঘাতকতা · তাহা দ্বারা জগতের অজ্ঞ অপরাধী ক্ষুদ্র অন্যাভিলাষীগণকে বঞ্চনা ও

কপটতার সর্ব্বোচ্চ ব্যবহার! আবার ত্যাগীর সজ্জায়—আমি শুদ্ধ-ভগবদ্ভক্ত, বিষয়ে-বিরক্ত, সদা নামভজন-পরায়ণ, অসৎসঙ্গ-ত্যাগী, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা-শুকরীবিষ্ঠা-ভোজনে জগতের দুঃখ হইতে দূরে নির্জ্জনে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণপর বাহ্য ব্যবহার দেখাইয়া অন্তরে নানা প্রকার অসৎসঙ্গ, অন্যাভিলাষ-পোষণার্থে সাধুসঙ্গ হইতে দূরে থাকিয়া—জড়-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহে উন্মত্ততাও ভক্তের নামে চালাইতেছে। এবং মহাভাগবতকুলচূড়ামণিগণেরও সুদুর্জ্ঞেয়, ব্রহ্মা-শিবাদি ও অনন্তদেবেরও সুদুর্ব্বিজ্ঞেয়—অষ্ট-কালাদি - কৃষ্ণের মধুর-লীলা স্মরণে উপযুক্ত অভিমানে সৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সহজিয়াদের কপট বঞ্চনাময়ী উপদেশ-শ্রবণে ও তাহা পালনে নিজে যে কি সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, তাহা বলিয়া ও বুঝাইতে গেলে তাহাকে শত্রু এবং অসৎ ও নিন্দুক-জ্ঞানে বৈষ্ণবাপরাধের প্রবলভাবে আচরণ করিয়া অনন্তকালের জন্য অসহ্য-কষ্ট-ভোগোপযোগী নরকে বাসের পাকাপাকি ব্যবস্থা করিতেছে। "মায়াবাদ দোষ যা'র হৃদয়ে পশিল। কুতর্কে হৃদয় তা'র বজ্রসম ভেল॥ বিষয়ী, মায়াবাদি মধ্যে, বিষয়ী তবু ভাল। সাধুসঙ্গ হইলে মঙ্গল হইবে কোন কাল॥" সেই মায়াবাদীরও যদি কোন প্রবল সাধুর কৃপায়—প্রকাশানন্দ ও তদনুগগণের ন্যায় মঙ্গল হইতে পারে, কিন্তু প্রাকৃত-সহজিয়ার কোন কালে কখনও মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই বা হয় নাই। "নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্"। (ভাঃ ১০ ৩৩।৩০)। অনধিকারী সামর্থ্যহীন মূঢ় ব্যক্তি মনে মনেও যদি কদাচ সেরূপ আচরণ করে, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আবার প্রাকৃত সহজিয়াগণ নিজে ক্ষুদ্র মায়াবদ্ধ জীব হইয়াও

ব্রহ্মা শিব ও শ্রীঅনন্তদেবেরও সুদুর্ব্বিজ্ঞেয় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিগূঢ় পারকীয়-রস নিজে উপযুক্ত-জ্ঞানে আস্বাদন করিতে গিয়া অনন্তকালের জন্য কষ্টকর মহারৌরবে পতিত হয়। "ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া, ইন্দ্রিয় চরাইয়া বুলে প্রকৃতি সম্ভাসিয়া॥ দেখিতে না পারো আমি তাদের বদন॥" (প্রেমবিবর্ত্ত)। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি তাহারা বুঝিতেও পারে না। আবার শ্রীগুরুপ্রণালী যে অপ্রাকৃত চেতনের ধারায়-চেতনের খাতে, হ্লাদিনীর আবেশে, দেশ, কাল ও পাত্রের অতীত অপ্রাকৃত ও ভাবরূপে মহাভাগ্যবানের মধ্যে প্রবাহিত হয়, তাহা যে প্রাকৃত বুদ্ধির অগোচর, তাহার পরিমাপ জড়ীয় স্থূল দেহ-মনের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া বিচার করিতে গিয়া অনধিকার-চর্চ্চায় নরকের পথ উন্মুক্ত করিতে বৈষ্ণবাপরাধ করিয়া মরে। আবার জড়-স্ত্রীসঙ্গ-লালসায় কপটতা করিয়া স্ত্রীসঙ্গে পতিত হতভাগ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস জড়দেহে অস্বাদন করিতে গিয়া নিজ-পর সর্ব্বনাশ সাধন করে। বহু বহু অপরাধ পুঞ্জীকৃত হইয়া বহু শাস্ত্রালোচনা ও সাধনাগ্রহের ছলনা করিয়াও অপরাধ ফলে উক্ত বঞ্চকের কবলিত হইয়া সদলে নরকগমনের পথ সুলভ করে। আবার মহাভাগবতা-ধিকারের ছলনায় ক্ষুদ্র পতিত হতভাগা জীব নিজেকে তেজিয়ান্ ও সামর্থ্যবান্ বলিয়া প্রচার করিয়া অবাধে স্ত্রীসঙ্গ ও যুবতী স্ত্রীর সেবা গ্রহণ করিতে গিয়া সদলে নরক গুল্‌জার করে। "নির্ব্বিণ্নানাং বিপুলপতনং স্ত্রীষু সম্ভাষণং যৎ তত্তদ্দোষাৎ স্বমতচরকারক্ষণার্থং য ঈশঃ। দোষাৎ ক্ষুদ্রাদপি লঘুহরিং বর্জ্জয়িত্বা মুমোদ তং গৌরাঙ্গং বিমলচরিতং সাধুমূর্ত্তিং স্মরামি॥" (গৌঃ স্মঃ মঃ স্তোত্রঃ)। ও "নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য

পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য। সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত-হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥" (চৈঃ চন্দ্রোদয় নাঃ) ; এ সকল মহাজনের সাবধান-বাক্য অমান্য করিয়া সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। "স্ত্রীসঙ্গ বা যুবতীস্ত্রী-সম্ভোগেও হরিভক্তি হইতে পারে"—ইহার সমর্থনে স্ত্রী-লোভ দেখাইয়া, অজ্ঞ দুর্ব্বল হতভাগা জীবগণকে ভুলাইয়া নিজকার্য্য সাধনোদ্দেশ্যে অবৈধ প্রণয়ের প্রশ্রয় ও বৈধের ছলনায় কপটতা করিয়া বৈষ্ণব গৃহস্থের আদর্শের ছলনাময়ী ব্যবস্থা করিয়া জগতের মহা অমঙ্গল সাধন করিতেছে।

"সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমাপরাধং বিতনুতে। যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুসহতে তদ্বিগর্হান্ ॥" সাধুকে অসাধু বলা ও অসাধুকে সাধু বলিয়া জানাও সাধু নিন্দা।

সাধুর লক্ষণ - কৃষ্ণৈকশরণই সাধুর স্বরূপ-লক্ষণ এবং অন্যগুণগ্রাম তটস্থ লক্ষণ। কোন ভাগ্যে সাধুসঙ্গে যাঁর নামে রুচি হয়, এবং কৃষ্ণ-পদাশ্রয় করিয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ করেন, সেই হইতে তাঁহার স্বরূপের লক্ষণের উদয় হয়। নাম গ্রহণ করিতে করিতে অন্য তটস্থ লক্ষণ সকল সংঘটিত হইয়া থাকে। বর্ণাশ্রম চিহ্ন ও বেষ দ্বারা বা জড়জগতের বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্যদ্বারা সাধুর লক্ষণ জানিতে হইবে না। শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতিই সাধুর লক্ষণ এবং তাঁহার মুখেই কৃষ্ণনাম কীর্ত্তিত হন। অনন্য কৃষ্ণৈক-শরণই ভক্তের স্বরূপ লক্ষণ। যিনি 'আমি সধু বলিয়া দম্ভ করেন, তিনি দম্ভ-অবতার,ধর্ম্মধ্বজী, দাম্ভিক, কেবল বেষোপজীবি।' দুর্ভাগ্যক্রমে অপরাধী জীব প্রকৃত সাধুর সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইয়া কপট বেষধারীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নরকগমনের পথ সুলভ

করে। অসৎসঙ্গ-ত্যাগই বৈষ্ণবের প্রধান আচার। অসৎ দুই প্রকার—যোষিৎসঙ্গী ও অভক্ত। যাহারা যোষিৎসঙ্গী তাহাদের সঙ্গও নিতান্ত ভক্তিবাধক। আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশ্যে স্ত্রী-মূর্ত্তি দর্শন, শৃঙ্গারাদি, সুমধুর সুরের-দ্বারা ইন্দ্রিয়-তর্পণ, তথা বারবণিতা, ব্যবসায়ী, ঢপওয়ালীর, ও ব্যবসায়ীর মুখে কীর্ত্তন-শ্রবণ, মহাপ্রসাদের ছলনায় জিহ্বার-তর্পণপর সুস্বাদু-রসময় দ্রব্য ভোজনাদি—সবই যোষিৎসঙ্গ। যাহারা যোষিৎসঙ্গী তাহাদের সঙ্গ যাহারা করেন তাহারা যোষিৎ সঙ্গীর সঙ্গী: তাহাদের সঙ্গও পরিত্যজ্য। দ্বিতীয় অসৎ—কৃষ্ণের অভক্ত। তাহারা তিন প্রকার— (১) মায়াবাদী, (২) ধর্ম্মধ্বজী ও (৩) নিরীশ্বর। (১) যাহারা ভগবানের নিত্যস্বরূপ, মানে না, তাঁহার নাম, রূপ,গুণ ও পরিকরাদিও মায়ানির্ম্মিত মনে করে এবং জীবকে মায়া-নির্ম্মিত তত্ত্ব বলিয়া জানে, তাহারা মায়াবাদী। (২) ধর্ম্মধ্বজী—অন্তরে ভক্তি বা বৈরাগ্য নাই, কেবল কার্য্যোদ্ধারের জন্য শঠতার সহিত বেশ রচনা করেন। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহের বৃত্তি প্রবল রাখিয়া বাহিরে নাম-কীর্ত্তন, প্রচার, বিগ্রহ-সেবার সুষ্ঠুতা, সৎগ্রন্থ প্রণয়ণ-প্রচারাদি, গৃহাদি-মন্দির-নির্ম্মাণ করিয়া, অতিথিশালা, প্রসাদ-বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন, ধাম-সেবার ছলনা করিয়া ব্যবসায়ের বিপুল কারখানা খোলা, সোসাল-ওয়ার্কসএর ছলনায় প্রতিষ্ঠা ও অর্থোপার্জ্জনের ব্যবসা, প্রতিষ্ঠাশায় লোক-সংগ্রহার্থে নামহট্ট, পদযাত্রাদির অভিনয়, শ্রীধাম-সেবার ছলনায় সুসজ্জিত গৃহ, সুন্দর মন্দির, ভক্ত্যাবাস, সুস্বাদু-খাদ্যদ্বারা লোকরঞ্জন করিয়া অর্থ ও প্রতিষ্ঠাদি-সংগ্রহে বিপুল উৎসাহ ইত্যাদি বহু

প্রকারে ছলনাময়ী কাপট্য দ্বারা কেবল কার্যোদ্ধারের জন্য শঠতার সহিত বহু আড়ম্বর করিয়া বিপুলভাবে বেশাদি-রচনা করে। (৩) **নিরীশ্বর-নাস্তিক**—সৎগ্রন্থ আলোচনা নিজেও করে না, অন্যে করিলেও নিজের কপটতার প্রকাশ হইবে জানিয়া তীব্রভাবে প্রতিরোধ করে। **ইহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিলে বা ইহাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিলে, জীবের ও নিজ-মঙ্গলের জন্য প্রকাশ করিলে বা বর্জ্জন করিলে সাধুনিন্দা হয় না।** ইহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া অনন্য-শরণ হইয়া কৃষ্ণনাম করিলে প্রেমধন লাভ হয়। "বর্জ্জিলে এসব সঙ্গ সাধুনিন্দা নয়। ইহাকে যে নিন্দা বলে, সেই বর্জ্জ্য হয়॥ এই সব সঙ্গ ছাড়ি অনন্যশরণ। কৃষ্ণনাম করি পায় কৃষ্ণপ্রেম-ধন॥" (হঃ চিঃ)। সাধকের মঙ্গলের জন্য কপটতার স্বরূপ জানাইলে, "যাহারা আমার গুরু বা সাধুনিন্দা হয়, অতএব শুদ্ধ-বৈষ্ণবের মঙ্গলময়ী উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া যিনি সাধুনিন্দা বলিয়া ত্যাগ করিয়া ও নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণপর আহার বিহারাদির ব্যাঘাত মনে করিয়া সাধুর সঙ্গ বা হরিকথা শ্রবণ হইতে বিরত হ'ন, তাহাদের মঙ্গল আর কোন কালেই সম্ভব নহে, তাহারা অচিকিৎস্য বলিয়া সাধুগণ উপেক্ষা করেন।" **তাহার অব্যাহতি**—"প্রমাদে যদ্যাপি ঘটে সাধুবিগর্হণ। তবে অনুতাপে ধরি সে সাধুচরণ॥ কাঁদিয়া বলিব—প্রভো! ক্ষমি' অপরাধ। এ দুষ্ট নিন্দুকে কর বৈষ্ণব প্রসাদ॥ সাধু বড় দয়াময় তবে আর্দ্র মনে। ক্ষমিবেন অপরাধ কৃপা আলিঙ্গনে॥" (হঃ চিঃ)

কপটী, অন্যাভিলাষী, নিজ-অপস্বার্থ-সিদ্ধির জন্য কর্ম্মী-

জ্ঞানী, যোগীগণ ভগবন্নাম গ্রহণ করিলেও ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে না করিয়া ভগবান্‌কে দিয়া ভগবদ্বস্তুদ্বারা নিজের কার্য্য করাইতে, ভগবান্‌কে চাকর খাটাইতে,— যে নামগ্রহণের ছলনা, তাহা শুদ্ধ নাম নহে। "পিতামহ নাতিকে যদি শ্যালক বলিয়া কান মুলিয়া দেন, তাহাতেও নাতি আনন্দিত হয়; দুঃখিত বা ক্রোধান্বিত হয় না।" সেই প্রকারে 'প্রেমযোগে ভক্তিতে ভগবন্নাম উচ্চারণও নামভজন'। এবং বিশ্বাস-ঘাতক—নিজেন্দ্রিয়-তর্পণপর ব্যক্তির বহুবিধ সুললিত কণ্ঠে, সুরতালাদি-সংযোগে, আখর দিয়া, লোক-রঞ্জনার্থে অর্থ, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাদির লাভার্থে, অলঙ্কারাদি-দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া, যন্ত্রাদি সংযোগে সর্ব্বক্ষণ নাম করিলে; বা দুঃখে করুণস্বরে কান্দিয়া-কান্দিয়া নানা প্রকার ভাবের ছলনায় নামেতে— ভগবৎসুখানুসন্ধান-স্পৃহা না থাকায় তাহা কোটি-জন্মেও ফললাভ হয় না। বরং নামাপরাধে নরক যন্ত্রনাই লাভ হয়। মায়াবাদী, বিষয়ী, ধর্ম্মধ্বজী, কপট ব্যক্তির স্তবস্তুতি ও নাম—"কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্রহনন করে।' "অতএব সাধুসঙ্গে শুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণসুখানুসন্ধান-স্পৃহা-সংযুক্ত হইলেই নামের ফলে প্রেমলাভ হয়। নচেৎ কোটি-জন্মেও যিনি বাজাইয়া, খোল ভাঙ্গিয়া, নানা ভাব দেখাইয়া অলঙ্কার সংযুক্ত করিয়া সুস্বরে নানাপ্রকারে স্বার্থসিদ্ধির জন্য কপটীর নামাভিনয় কেবল নরকগমনের পথই সুগম হইবে।" যেন প্রকারে ভক্ত-সঙ্গে কৃষ্ণ-সুখানুসন্ধান-স্পৃহার সহিত নামগ্রহণ করিলেই—শুদ্ধ নাম হয়। 'তেন-প্রকারে' ফল হয়। সেই তেন প্রকারে নাম গ্রহণ-বিধি। যেন-তেন অর্থে বিধিহীন নহে। মহাপ্রসাদে, গোবিন্দে, অর্চ্চা-শ্রীমূর্ত্তিতে

শুদ্ধনাম-ব্রহ্মে ও বৈষ্ণবে স্বল্পপুণ্যবানের বিশ্বাস হয় না। এই সকল প্রাকৃতবৎ হইলেও তাহা যে সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত শক্তিধর-বস্তু, বহুজন্মের সঞ্চিত সুকৃতি ব্যতীত অপরাধী জীবের তাহাতে প্রকৃত বিশ্বাস বা দৃঢ়শ্রদ্ধা হয় না। অতএব মহাশক্তিশালী সাধুর অসমোর্দ্ধ কৃপাশক্তি সঞ্চারিত ও তৎভক্তের তৎসহতীব্র অনুশোচনাময়ী আর্ত্তিমূলা সঙ্গ-স্পৃহা যথাযোগ্য সংযুক্ত **Proper adjustment** হইলেই তবে এই সকল অপ্রাকৃত মহাশক্তি-সমন্বিত বস্তুতে বিশ্বাস হয় ও কৃপালাভে কৃত-কৃতার্থ হইতে পারেন। নচেৎ কোটীজন্মেও সেই মহাশক্তির প্রভাব অনুভব হয় না।

নামহট্ট নাম হট্টের মূল মহাজন— শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়-গুরুবর্গ, স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, গোস্বামী-ষটক ও তদনুগগণ মধুররসের নামহট্টের মহাজন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিজেকে সেই নাম হট্টের ঝাড়ুদার বলিয়া অভিমান ও বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু সেই নামহট্টের মহামূল্য রত্নরাজি সর্ব্বাপেক্ষা সুদুর্ল্লভত্ব-হেতু সকলের নিকট অপ্রকাশ্য হওয়ায় পরমদয়াল শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু অহৈতুকী কৃপাপরবশ হইয়া মহাভাগ্যবান্-জনকে, শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয় করাইয়া প্রদান করিতে শ্রীগৌরলীলায় মহাজনের কার্য্য করিতে মহামুক্তকুল-পরমহংসগণ-দ্বারা সেই অমূল্য মহারত্নরাজি প্রদানে ও আচরণে তৎপর। মহাভাগবতগণের শ্রীমুখে সঙ্কীর্ত্তন করাইয়া, বহুভক্তের বিভিন্ন রসে প্রকাশ করাইয়া, তাহার প্রদানের অপূর্ব্ব সুযোগ করিয়াছেন। তাহা শ্রীধাম নবদ্বীপে গোদ্রুমদ্বীপে ও শ্রীবাস-অঙ্গনে রাস-স্থলীতেই মূল কেন্দ্ররূপে স্থাপন করেন। শ্রীধাম

মায়াপুরে শ্রীবাসঅঙ্গনে অন্তরঙ্গ ভক্ত সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে নায়ক হইয়া নিত্যসিদ্ধ নিজগণ সহ মহাসঙ্কীর্ত্তন করিয়া আস্বাদন ভক্ত সঙ্গে নিত্য করিতেছেন। সেখানে অভক্তের প্রবেশাধিকার ছিল না বা নাই। তাহাতে অযোগ্যতার বিষয়-পয়ঃপানকারী শ্রীবাস পণ্ডিতের কৃপা ও অনুমোদন সত্বেও অযোগ্যতার নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন। পরে শ্রীবাস পণ্ডিতের সম্পর্কে শোধন ও কৃপা করেন। আবার শ্রীবাসের শ্বাশুড়ীর মধ্যে শক্তি নির্ব্বিশেষবাদের গন্ধ থাকাতে 'নির্ব্বিশেষবাদীর কপটতা ধরা পড়্‌লো রাসস্থলীতে এসে'—এই বিচারের প্রকটতা প্রকাশ করে তথা হইতে তাহাকে বাহির করিয়া দিলেন—কৃপা করিলেন না। সার্ব্ব-ভৌমের সম্পর্কে তাঁহার জামাতা অমোঘকে কৃপা করিলেন, কিন্তু তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের শ্বাশুড়ীকে নির্ব্বিশেষবাদের দুরারোগ্যতা জ্ঞাপনার্থে কৃপা করিলেন না।

পরমকরুণাময় এবার শ্রীগোদ্রুমে হাটডাঙ্গায় নাম-হট্ট খুলিয়া পরমমুক্ত মহাভাগবত দেবতাগণের দ্বারা সর্বক্ষণ সঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত করাইয়া 'পিয়াইয়া প্রেম মত্ত করি মোরে শুন নিজগুণ গান'। ইহার স্বার্থকতা সম্পাদন করাইয়া তাঁহাদের দ্বারা নামহট্ট পত্তন করিয়া তাহার প্রচার ও নাম প্রেম প্রদানের মহানর্ঘ পসরা স্থাপন করিলেন। গোদ্রুমেই সেই মহানামের বিপুল হট্টে মহামূল্য নাম প্রেম প্রচার ও বিক্রয় কেন্দ্র করিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু নিজে মহাজন হইয়া সেই অমূল্যরত্নের সরবরাহ ও বিতরণের ভার গ্রহণ

করিলেন। গো ও দ্রুমের দ্বারা সেই মহারত্ন সরবরাহ ভার প্রদান করিলেন। এখানে আচ্ছাদিত চেতন (গাছ) দ্রুম নহে। কিন্তু নাম চিন্তামণি-ফলপ্রসূ নিগম কল্পদ্রুম। ইহারই গলিত সুপক্ক ফল সর্বশুদ্ধ নামাশ্রয়ী জীবের জীবনী শক্তি ও রক্ষার একমাত্র উপায় উদ্ভাবন করিয়া আমঘাটাতে তাহা প্রকাশ দ্বারা শ্রীনাম ভজন পিপাসুর একমাত্র ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারক গলিত ফল প্রদানে মহাশক্তি প্রকাশিকা শক্তিধর বলিয়া প্রকাশ করিয়া তাহার ফল রসিক ও ভাবুক-গণকে পান করাইয়াছিলেন।

'গো'-শব্দে—গো-জাতি, তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ অধি-নায়িকা সুরভী। সর্ব্বজীবের সকলপ্রকার জড়ীয় স্থূল, সূক্ষ্ম দেহের পালনী আদর্শ খাদ্য-রূপ দুগ্ধের উপাদান সঞ্চারিত করিয়া শক্তি প্রদানে সক্ষম। তাহার মূল প্রশ্রবণ সুরভী হইতে। আবার গো-শব্দে—বাণীরূপে, শব্দ-ব্রহ্মরূপে মনোবিজ্ঞানে চিদাভায স্থূল, সূক্ষ্মরূপে মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী ও সর্ব্ব-প্রকার জ্ঞান, বিজ্ঞানাদি-দ্বারা চালিত ও শোধিত করিতে সক্ষম।

আবার 'গো'-শব্দে—ইন্দ্রিয়, তাহার অধিষ্ঠাত্রীরূপে সর্ব্বজীবের চিন্ময়, লিঙ্গ বা মনোময় সূক্ষ্ম চিদাভায ইন্দ্রিয় এবং জড়ীয় চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের শোধন, পোষণ, পালন ও শক্তি সঞ্চারণ-কার্য্যে সক্ষম। ভগবানের অপ্রাকৃত সর্ব্বদা পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয়কেও ভক্তদ্রব্য, সেবা-গ্রহণোপযোগী করিয়া উভয়ের সেব্য-সেবকভাবের ভক্তি প্রকাশে মহাশক্তি

প্রকাশক সকল ব্যাপারেই স্থূল-সূক্ষ্ম চিদিন্দ্রিয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব ও পালন কর্ত্তৃত্ব সংরক্ষণ কার্য্যে মূল আকর স্থান অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠস্থ গৌরধামের গোদ্রুমের মূল কেন্দ্র হইতে সর্ব্বত্র শক্তি সঞ্চার করিয়া জীবের সর্ব্বপ্রকারে লালন-পালন করিতেছেন। তদ্দ্বারা স্থূল, সূক্ষ্ম ও চিদিন্দ্রিয়ে শক্তি সঞ্চার ও শোধন করিতে মহাশক্তি প্রকাশে কৃষ্ণভক্তি, মন্ত্র ও ত্রিবিধ দেহের সুমঙ্গল বিধান করিয়া সর্ব্বতত্ত্ব অবগত করাইয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম কৃপা, শক্তি ও বিজ্ঞান প্রদানের চরম পরাকাষ্ঠারূপে শিক্ষা-ষ্টকের চেতোদর্পণ-মার্জ্জনকারীরূপে নাম-ভজনে সাহায্য ও স্বরূপ সম্পাদনার্থে পরমবাস্তবরূপে জীবের বস্তুতত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া প্রকৃত তৃণাদপিসুনিচেতা শিক্ষক। ইহার সহিত তরোরপি সহিষ্ণু ও অমানিমানদত্ব বিচারেরও পরি-পোষক। ক্ষুদ্র অভিমানে বিরাট ব্রহ্ম বস্তুর দর্শনোপযোগী বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুধারণোপযোগী শক্তি সঞ্চারে শক্তিমানের মহত্ত্ব, গুরুত্ব, সর্ব্বপ্রকার শুভ ও মঙ্গল প্রদাতৃত্ব ও সর্ব্বমহা-গুণাগণ বারিধি প্রদর্শনে নিজের ক্ষুদ্রত্ব ও অনুপাদেয়ত্ব প্রতিপাদনে সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধি করাইয়া নিষ্কপট বাস্তব দৈন্যরূপ প্রকৃত তৃণাদপি সুনীচতা শিক্ষক। তজ্জন্য অপ্রাকৃত গৌরপ্রকোষ্ঠে নিত্যসুরভী গোরূপে জীবের সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বপ্রকারে এবং নামভজনে অধিকাররূপ মহাকল্যাণ সাধিকা।

'দ্রুম'-শব্দে—বৃক্ষরূপে অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠের গৌর-প্রকোষ্ঠে নিত্যবিরাজিত থাকিয়া সকল জীবের গো'-সহ

দ্রুম রূপ কল্পবৃক্ষরূপে সর্ব্ববস্তু তথা ফল, মূল, পত্র, পুষ্প ও রত্নরাজি সরবরাহ কার্য্যে তৎপরা মহাশক্তি প্রকাশে গৌর-কৃষ্ণের সেবায় তৎপরা। হরিভজনে যতপ্রকার অপ্রাকৃত সেবোকরণ, বিদ্যা, বুদ্ধি ও বস্তুর আবশ্যক তাহা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে অপ্রাকৃত মহাশক্তি ধারণ ও পালনে রত। "তরোরপি সহিষ্ণুতারূপ নাম ভজনে অধিকারীর যোগ্যতা সঞ্চারে ক্রমরূপে বাস্তব অপ্রাকৃত শক্তি প্রকাশে মহাকল্যাণ সাধনে মহা-কৃপাময়। নিগমকল্পতরুরূপে গলিত ফল উৎপাদন ও প্রদানে শ্রীমদ্ভাগবতরূপ ফল প্রদাতা। অমল-পুরাণের অপ্রাকৃত সুপক্ক ফল দানে রসিক ও ভাবুকগণের প্রেমরস প্রদর্শনে মহামত্ততা প্রদানে সর্ব্ব প্রকারে ভক্ত ভগবানের অপ্রাকৃত শুদ্ধ সেবারত। শ্লোকাষ্টকে প্রকাশিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট ভজন প্রণালীর বাস্তবাকারে পুষ্ট, সমৃদ্ধ সম্প্রকাশিত করিয়া জীবের শ্রীনামভজনের প্রকৃত ও সুষ্ঠুতাপ্রদানে এবং প্রকাশে ভৌম গৌরধামে শ্রীগোদ্রুমে নিত্য কৃপাশক্তি সঞ্চারে গৌর ও গৌর ভক্তের সেবা বিধানে পরমবান্ধবরূপে সর্ব্বক্ষণ তৎপর।

তাই শ্রীগৌরকৃষ্ণ পার্ষদ প্রবর এই ভৌম লীলাস্থান শ্রীগোদ্রুমেই নামহট্টের বিষয় জ্ঞাপন ও প্রচার কেন্দ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া তথা হইতে গৌর ধাম, গৌর নাম ও **শ্রীগৌর সুন্দরের** প্রবর্ত্তিত শ্রীনাম হট্টের সুগূঢ় তাৎপর্য্যও প্রচার করিয়া জীবের মহান কল্যাণ বিধান করিয়া গিয়াছেন।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদ জানাইয়াছেন,—"ধাম" শব্দের অর্থ আশ্রয়, আলোক, কিরণ প্রভৃতি। শ্রীগৌর-সুন্দরের পাদপদ্ম ও তাঁহার পদরেণুবর্গের, দাসবর্গের সেবাই ধাম সেবা। যখন মহানুভবগণের দ্বারা শব্দ উদ্‌গীত হন, তখন কর্ণ সেবোন্মুখতা প্রাপ্ত হইলে কর্ণদ্বারা সেই শব্দ প্রবিষ্ট হইয়া চেতনময় রাজ্যে স্থায়ী ভাবের উদ্দীপনা করায়। বাহ্য বিষয় ও ইন্দ্রিয়সমূহ যে-সকল বাধা উপস্থিত করে, বৈকুণ্ঠ-শব্দ সেই সকল বাধাকে অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠ-গোলোকের চিন্ময় ভাব-স্রোত প্রবল বেগে উচ্ছলিত করিয়া দেয়। ব্রহ্মা যে-গানের দ্বারা জড় জগতের আধ্যক্ষিকতা হইতে উৎক্রান্ত হইবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য ভূমিকায় যে বুদ্ধির কথা পাওয়া যায়, তাহা স্থির-বুদ্ধি, অচঞ্চলা-মতি, ভগবানের সেবাময়ী বৃত্তি, সেটী ব্রহ্মবৃত্তি,—ক্ষুদ্র বৃত্তি নহে, সকল শক্তি সমন্বিতা পালনী শক্তির প্রচারিকা বৃত্তি বিশেষ। জীব হৃদয়ের মলিনতা বিদূরিত হইলে সেই বৃত্তি জানিতে পারা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে অবিমিশ্র চেতনাবস্থায় নীত হইলে সেরূপ বৃত্তি আমাদের চেতনে উদ্ভাবিত হয়। কেবলমাত্র স্থূলবুদ্ধি-জনগণের ধামের যেরূপ নির্দ্দেশ বা বিচার—সেরূপ ভোগ-ময়ী ভূমিকা শ্রীধাম নহেন। শ্রীধাম বাস বা পরিক্রমার ছলনা করিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণ 'ধাম-সেবা নহে।

শ্রীনাম হট্টে শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীচরণাশ্রয়, শ্রীচৈতন্য-ভক্তগণের কৃপা লাভের জন্য প্রবল উৎকণ্ঠা সমন্বিত হইলে

তবেই শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা লাভের যোগ্যতা লাভ হইতে পারে। অন্য কোন প্রকারেই তাহা সম্ভব নহে। শ্রীগৌরভক্তগণের প্রবল কৃপায় উদ্ভাবিত হইতে পারিলে এই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নামহট্টের ঝাড়ুর দ্বারা অসংখ্য অনর্থরাশি অপসারিত হইলে তবেই তৎকৃপায় শ্রীনামহট্টের প্রবেশপত্র 'অপ্রাকৃত শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারিলে তবে শ্রীনামহট্টে প্রবেশাধিকার সম্ভব হইবে।' বহু-ভাগ্যক্রমে যদি কাহারও এই মহা-সংযোগ সঙ্ঘটিত হয়; তবেই তিনি শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর প্রকটিত নামহট্টের মহা-ঔদার্য্যময়ী কারুণ্য কটাক্ষ লাভে কৃতার্থ হইয়া অপ্রাকৃত মহা-অমূল্য রত্নরাজি প্রাপক নামহট্টের শোভা ও প্রেম মহারত্নের পসরা-দর্শন-সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে। সেই অপ্রাকৃত শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধায় যাহার নামহট্টে প্রবেশাধিকার হইয়াছে; তিনিই তথায় সেই মহারত্নরাজি পাইবার কেবলমাত্র মূল্য 'লৌল্য' রত্ন লাভ করিতে পারিবেন। যাহা—কোটীজন্মের সুকৃতি-দ্বারাও লভ্য নহে। শাস্ত্রীয় দৃঢ় শ্রদ্ধা ব্যতীত নামহট্টে প্রবেশ-অধিকারই হইবে না বা কোন সন্ধানই পাওয়া যাইবে না। নাম শ্রবণ—কীর্ত্তনের ত' কথাই নাই। অনুকরণ করিয়া নামহট্টের সেবক বা সন্ধান করিতে গেলে তাহা আত্ম-পর-বঞ্চনাময়ী মায়ার কুনাট্য ও মহা-অপরাধময়ী কার্য্য। কোথায় শ্রীনামহট্ট, কোথায় শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, কোথায় সেই মহা-মহামূল্যবান শ্রীনামের-পসরা, কোথায় ক্রেতা, বিক্রেতা ও ঝাড়ুদার ?

যে নামহট্ট—ব্রহ্মা, শিব ও শ্রীঅনন্তদেবেরও দুরধিগম্য সুদুর্গম্য স্থান, তথায় ক্ষুদ্র, অপরাধী, দুষ্ট, কপট, শুকরী-বিষ্ঠা-ভোজী ক্রীমিকীটগণ প্রচারক, মেম্বর ও সেবক হইবার মহা দুর্দ্দান্ত দুঃসাহসময়ী নরকে নিত্যকাল বাসোপযোগী ব্যবস্থা।

'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম' এই ভগবদুপদেশ পালনকারী সেবকের অভিনয়ে উক্ত নরকযাত্রীর কি দুঃসাহস ও দুঃচেষ্টা! ইহার দোহাই দিয়া শ্রীগৌর-কৃষ্ণের নামকে নিজনাম প্রচারের ও ব্যবসায়ের উপযুক্ত সেবকরূপে আবরণ দিয়া মহাকাপট্যময়ী ধূর্ত্তের বঞ্চনার চরম কার্য্য। উক্ত কার্য্য মায়ার জঘন্যতম ঘৃণিত পাপিগণের দ্বারা নিজ স্বার্থ সাধনের সহায়ক জ্ঞানে সর্ব্বপ্রকার ধন, জন, প্রতিষ্ঠাদি সরবরাহ করিয়া, পুষ্ট ও উৎসাহিত করিতেছে। উক্ত অজ্ঞ, অপরাধী, কপট, দুষ্ট, পাপী, যোগমায়া-কৃত ভক্তি-লভ্য বিচারে মায়ার বিশ্বস্ত ও কৃতীকার্য্যকে শুদ্ধভক্তি জ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া প্রবল উদ্যমে প্রবলভাবে উন্মত্ত হইয়া পরমোৎসাহে নরকগমনের দ্রুত ব্যবস্থা করিতেছে। ইহার বিষম পরিণাম কোন বন্ধু জানাইলে সদলবলে সেই বিশ্বাসঘাতক দুষ্টগণ শত্রুতা সাধন করিতে প্রবলভাবে উদ্যত ও উৎসাহী।

"যা'রে দেখ তা'রে কহ কৃষ্ণ উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তা'র এই দেশ॥" এই বাক্য তাহাদের দুষ্প্রবৃত্তি-সিদ্ধির সহায়করূপে ব্যবহার করিতে যাইয়া আরও অধিক-

তর রূপে অপরাধে অগ্রসর হইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অসংখ্য চৈতন্যগণ থাকা সত্ত্বেও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও ঠাকুর হরিদাসের উপর উক্ত গুরুতম ভার অর্পণ করিলেন। আবার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, যিনি মহাবিষ্ণুর অবতার তাহার ও শ্রীমন্-নিত্যানন্দপ্রভুর উপর গৌড়দেশ উদ্ধারের ভার অর্পণ করিলেন। এবং নিত্য গৌরকৃষ্ণ-পার্ষদ-প্রবর শ্রীরূপসনাতনের উপর পশ্চিম দেশ উদ্ধারের ভার অর্পণ করিলেন এবং দক্ষিণ দেশ উদ্ধারের ভার কাহারও উপর না দিয়া স্বয়ংই করিলেন। উক্ত কার্য্যে পার্ষদ কালাকৃষ্ণ দাসেরও অযোগ্যতা প্রদর্শনার্থে ভট্টথারি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার কথা প্রকাশ করিলেন। দক্ষিণ-দেশে নিজ শক্তি সাক্ষাৎভাবে সঞ্চারিত করিয়া তবে সেই মহাশক্তিবলে ও প্রকাশে সেই শক্তির দ্বারা দক্ষিণ দেশ উদ্ধার করিলেন। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জগৎ উদ্ধারের প্রকৃষ্ট সুন্দর ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার গূঢ় রহস্য অবগত না হইয়া মূঢ় অজ্ঞ বদ্ধজীব যদি জীব উদ্ধারের জন্য কীর্ত্তনের বা প্রচারের ছলনা করে তদ্দ্বারা মহান অনর্থ ও সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরূপানুগবর, শ্রীগৌরকৃষ্ণ পার্ষদ প্রবর,—ব্রহ্মাণ্ডতারিতে শক্তিধর হইয়াও মহাসামর্থ্যবান্ আচার্য্য প্রবর নিজে মূল অক্ষয় সরোবর হইয়া শক্তি নিজেই যোগ্যব্যক্তির দ্বারা সংবাদ প্রচাররূপ কার্য্যও নিজেই প্রচারক হইয়া শক্তি, সিদ্ধান্ত, শাস্ত্র, প্রণালী ও উপায়, ব্যবস্থা নিজহস্তে রাখিয়া পিয়নের দ্বারা প্রচারের ব্যবস্থা

করিয়াছিলেন। যাহাতে তাঁহারা কেহই নিজে প্রচারক বা জগদুদ্ধারক অভিমানে পতিত না হন, সেজন্য তীব্র শাসন-বাক্য, পত্র, গ্রন্থ, পত্রিকাদির দ্বারা সর্ব্বক্ষণ রজ্জুবদ্ধভাবে নিজহস্তে সংরক্ষণ ও সঞ্চারণে আদৌ ত্রুটী করেন নাই বা কাহারও উপর এই গুরুতর ভার অর্পণ করেন নাই।

এত দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ, শাসন, শোষণ, সংক্ষরণ ও সঞ্চারণ মহাসুকৌশলে দক্ষতার সহিত করিয়াও তাঁহার অপ্রকটের পর অন্যাভিলাষী, গুর্ব্বাভিমানী গুর্ব্ববজ্ঞা ও অপরাধফলে বহু অপসম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণ সেবার ছলনায় জগতের মহাসর্ব্বনাশ ও বঞ্চনার প্রবলভাবে মায়ার কার্য্য সাধনোপযোগী দুষ্ট পতিত কপটীর দল উৎপন্ন ও পুষ্ট হইতেছে।

বিজ্ঞাপন ছড়ান, ঢাক-ঢোল দেওয়া, বিজ্ঞাপন মারা বেতনভোগী যে কোন অনুপযুক্ত লোকের কার্য্য। যদি সেই বিজ্ঞাপন ছড়ান লোক নিজে মালিক, প্রচারক, চিকিৎসকের আসন গ্রহণ করে, তাহা দ্বারা জগতের সেই অনুপযুক্ত লোকের অনুগামীগণ যে কি প্রকার বঞ্চিত হয় তাহা বিচার্য্য। বহু অনুপযুক্ত অন্যাভিলাষী নিজ ধন, জন, প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের সহায়ক অনুকূল আদেশের ছলনায় উক্ত আদেশের দোহাই ও সমর্থনযোগ্য বিবেচনায় মহান জগন্নাশ কর, অনর্থ সাধন ও অপরাধ করিয়া বহু অযোগ্য অপরাধী, পাপী, দুষ্ট, মূর্খ, অন্যাভিলাষীর সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। ইহাতে প্রকৃত করুণ হৃদয় পর দুঃখে দুঃখী

শাস্ত্রজ্ঞ সাধুগণের চিত্তে শেলবিদ্ধবাৎ যন্ত্রণাভোগ করিতে হইতেছে।

শুদ্ধ গৌর-নিত্যানন্দের প্রচারের ফল ও লক্ষণ—"কৃষ্ণ নাম করে অপরাধের বিচার। কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥ নিতাই-চৈতন্য নামে নাহি এসব বিচার। নাম লৈলে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার॥ অদ্যাপিহ নিতাই চৈতন্যের নাম যে লয়। আউলায় সকল অঙ্গ অশ্রু গঙ্গা বয়॥ কৃষ্ণ-প্রেমে পুলকাশ্রু বিহ্বল সে হয়। নিত্যানন্দ বলিতে হয়, কৃষ্ণ প্রেমোদয়॥" যদি শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম প্রচারে ও গ্রহণে অশ্রুকম্পাদি সাত্ত্বিক বিকারাদি পরিলক্ষিত না হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে শুদ্ধ নামের অনুকরণের ছলনায় ভীষণ অপরাধ প্রচারকারীর মধ্যে কার্য্য করিতেছে। তদ্দ্বারা পরমবদান্য শিরোমণি শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ঈশ্বর-শক্তিরও গ্রহণে বাধা প্রদান করিতেছে। যদি কপটতা করিয়া কেহ কপট অশ্রুপুলকাদি প্রকাশ করে, তবে তাহা আরও অপরাধময়ী। শুদ্ধ হরিনামে যে প্রেমের বিকার লক্ষিত হয় তাঁহার পূর্ব্বে শুদ্ধভাবের প্রকাশ হইবেই। তাহার লক্ষণ—"ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদারুচি, আসক্তি-তৎগুণাখ্যানেও প্রীতিতৎবসতিস্থলে।" ইহাই ভাবাঙ্কুরের লক্ষণ। যাহাদের সেই ভাবাঙ্কুর হইয়াছে তাহাদেরই অষ্টসাত্ত্বিক বিকার প্রকাশিত হইবে। তাহা না হইলে কপটতা করিয়া ভান করিলে মহান অনর্থ-ই সাধিত

হইবে। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাবান্ যদি শরণাগত হইয়া শুদ্ধ সাধু-সঙ্গ প্রভাবে নিষ্কপটে ভজন করেন, তবে ক্রমশঃ অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা শুদ্ধ রুচি হইলে তবে ভাবের প্রাকট্য হয়। এই ক্রম পন্থা উলঙ্ঘন করিয়া ভাব দেখাইতে গেলে মহা-সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়া নরক গমন হইবেই।

কণক-কামিনী-প্রতিষ্ঠারূপ বেতন পাইবার জন্য যাহারা প্রচারকের বেশ লইয়া ছলনা করে তাহারা নিজপর অমঙ্গল বিধান ও সর্ব্বনাশ করে। নিজে আচরণ না করিয়া, শ্রবণ না করিয়া, বা সামান্য লৌকিকশ্রদ্ধার ভান করিয়া প্রচা-রকের আসন গ্রহণ করিতে যায় (নিজ ও পরের) তাহাদের সর্ব্বনাশ হইবেই। সেই অন্যাভিলাষীর বিজ্ঞাপন বিলি ও ঢোল পিটানর জন্য যে সকল লোক আকৃষ্ট হইয়া আসে তন্মধ্যে প্রায় শতকরা শতজনই অশ্রদ্ধালু লোক। কিন্তু সেই সেই নাম প্রচারের পাত্র বিচারে শ্রদ্ধাবান্ জন ব্যতীত অশ্রদ্ধালুকে কখনই নামোপদেশ করিবে না ; তাহা নাম-অপরাধ ও তৎফলে পতনই অবশ্যম্ভবী। সেই শ্রীনাম গ্রহণাধিকারীর শ্রদ্ধা লৌকিক শ্রদ্ধা নহে। কারণ লৌকিক শ্রদ্ধা কোমল, তাহা দৃঢ় নহে—সামান্য কারণে ভগ্ন হয়, তাহার অনিত্যত্ব প্রযুক্ত নাম গ্রহণের উপযোগী নহে। সেই কোমল শ্রদ্ধাগণ নিজের অপস্বার্থ সিদ্ধির জন্য ক্ষণিক শ্রদ্ধার ভান দেখাইলেও নিজস্বার্থে ব্যাঘাত বা অপূরণ হইলে, কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাশা পরিপূরণ না হইলে বা অপস্বার্থ সিদ্ধির ব্যাঘাত হইলে যে লোক দেখান শ্রদ্ধার

ভাব নষ্ট হইয়া বিপরীত ভাব লইয়া বিরুদ্ধাচরণ করে। তাহারা সাধু, শাস্ত্র, নাম, বিগ্রহ, ধাম ও ভাগবতের বিরুদ্ধাচরণ করিবেই। কিন্তু যদি শুদ্ধ সাধু প্রকৃতপ্রণালী ও শুদ্ধভাবে নিজে আচার করিয়া প্রচার করেন তদ্দ্বারা শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধালুই আকৃষ্ট হইয়া সাধু-শাস্ত্র কৃপা লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া চেষ্টা করেন এবং ক্রমশঃ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধায় দৃঢ় হইয়া নাম-ভজনে কৃতকৃতার্থ হন। ইহাতে বহু লোক আকৃষ্ট হয় না। কারণ এ মায়ার কারাগারে অধিকাংশই অপরাধী, পাপী, দুষ্ট, অন্যাভিলাষী, তন্মধ্যে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধালু অতি বিরল। সে কারণ তাঁহাদের প্রচারে অধিক লোক আকৃষ্ট হন না। অনুপযুক্ত প্রচারকের বিজ্ঞাপন ফলে বহু-লোক আসিয়া সেই মায়ার অনুচরের অনুগমন ও অনুকরণ করিয়া প্রবল দুষ্ট-দল পুষ্ট করিয়া দল বাধিয়া ভক্তি-সাধন, সাধু-সেবা, শাস্ত্র শ্রবণাদি মঙ্গলময় কার্য্যে আদৌ রুচি না থাকায়, কনক, কামিনীও প্রতিষ্ঠা লাভাশায় বিপুল উদ্যমে সাধিত করিয়া নরক যাত্রারই প্রবলভাবে ব্যবস্থায় ব্রতী হইয়া অপরাধে মগ্ন হয়। এবং সাধু-সঙ্গ ও শাস্ত্রালোচনার বিরুদ্ধাচরণ করে। মায়ার কার্য্যে মায়াকৃত বিপুল অর্থ, জন ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় লাভ করিয়া উক্ত অসদুদ্দেশ্যে মঠ, মন্দির, সম্পত্তি, শিষ্য ও প্রবল ধন পিপাসায় তথা কমিনী সংগ্রহ প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহে সর্ব্বপ্রকার অপরাধময়ী ভক্তি বিরুদ্ধ কার্য্য প্রবল উদ্যমে সাধিত করিয়া নরকগমন অতি সুলভ করে। অজ্ঞ, অন্যাভিলাষীর নিকট কপট গুরুত্ব

করিয়া বৈষ্ণব, ধাম, সেবা, নাম ও ভগবদ্বিদ্বেষ করিয়া নিজপর অমঙ্গল সাধন ও সর্ব্বনাশ করে। ইহারা দুশ্চিকিৎস্য। বিজ্ঞাপন প্রচারকারী ও প্রকৃত আচরণ করিয়া শিক্ষাদানে সুযোগ্য শুদ্ধ-মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণব-প্রচারক এক নহে। বিজ্ঞাপন প্রচারকারীর কর্ত্তব্য এই যে—জগতের লোকের নিকট সন্ধান দেওয়া এবং যাঁহারা আকৃষ্ট হইবেন তাঁহাদিগকে সদগুরু মধ্যমাধিকারী, আচরণশীল প্রচারকের সন্ধান ও যোগাযোগ করিয়া দেওয়া। ইহাতে উক্ত মহৎকার্য্য সাধনে যদি কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা, অন্যাভিলাষ, কর্ম্মজ্ঞানাদির ফল লাভের আকাঙ্ক্ষারূপ পারিতোষিক বা পারিশ্রমিক লইবার বাসনা না থাকে, তবে সুষ্ঠুভাবে বিজ্ঞাপন প্রচারের শুদ্ধ ও সুষ্ঠুতা সম্পাদনের জন্য ভগবৎ কৃপাই লভ্য হয়। তাহার ফলে শুদ্ধ সাধু ও বৈষ্ণবের অমায়া কৃপা লাভে বহির্ম্মুখতা কাটিয়া সাধু-গুরুর প্রবল কৃপাশক্তির প্রভাবে "বর্ত্ম প্রদর্শক" সেবার ফল লাভে বৈষ্ণবতা তথা গুরুর কৃপাশক্তি প্রাপ্তে মহাসৌভাগ্য লাভে মহাকৃতার্থ হইতে ক্রমে শুদ্ধ বর্ত্ম প্রদর্শক গুরুত্ব লাভে গৌর-কৃষ্ণ সেবক হইতে পারেন এবং মধ্যমাধিকার লাভ করিয়া নিষ্কপট হইতে পারেন। আর যদি বহু লোক আকৃষ্ট হইতেছে, বহু মায়া প্রদত্ত ধন, জন, প্রতিষ্ঠা, দ্রব্য, মঠ, মন্দির, সম্পত্তি লাভে শুদ্ধ ভক্তিতে আসিতেছে এবং নিজে গুরু হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছি বুঝিয়া সেই আকৃষ্ট অজ্ঞ-মূর্খ অন্যাভিলাষী অশ্রদ্ধ লোকের তোষামোদে উন্মত্ত

হইয়া গুরু, বৈষ্ণব, জগদুদ্ধারক হইয়াছি মনে করিয়া মায়ার কপট প্রদত্ত ধন, জন, প্রতিষ্ঠা, লোক, মঠ, মন্দিরাদিতে লোভ ও ভোগবুদ্ধি করিয়া 'গুরুগিরি' করিতে উদ্যত হয়, তখন তাহার বিশ্বাস-ঘাতকতা, বেইমানী, মহা-অপরাধের ফলস্বরূপ নিজে গুরু ও বৈষ্ণব বুদ্ধি প্রবল হইয়া অধঃপতিত হইয়া অপরাধে, মহারৌরবে পতিত হইবেনই। "আমি ত' বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে অমানি না হব আমি। জড় প্রতিষ্ঠাশা আসিয়া হৃদয় দূষিবে হইব নিরয়গামী।" মহাজনের এই সতর্কবাণী উন্মত্ত হইয়া অবহেলা করিয়া গুরুগিরি করিতে প্রমত্ত হয়। তখন তৃণাদপি সুনীচতার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া মহাদম্ভে প্রমত্ত হইয়া ধন, জন, প্রতিষ্ঠাশায় অশ্রদ্ধালু, অনুপযুক্ত, অপরাধী, অন্যাভিলাষী ও অজ্ঞ মহাপাপীকেও শিষ্য করিতে এবং প্রতিষ্ঠাশায় উন্মত্ত হইয়া মঠ, মন্দির, সভা, সমিতি, নগরকীর্ত্তন, গেষ্ট-হাউস, ধর্ম্মশালা, প্রচার, পাঠ, বক্তৃতা, শিষ্য, অর্থ-লাভাশায়, প্রসাদ বিক্রয়, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, সুরম্য মন্দির, সুরম্য গেট, সমাধি মন্দির, মহাপ্রসাদের পরিবর্ত্তে জিহ্বাবেগের দাসত্ব করিতে সুস্বাদু মহাপ্রসাদের ছলনায় খাদ্যদ্রব্য, উৎসব, খাদ্য বিতরণ, সোস্যাল-ওয়ার্ক, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, অন্নছত্র, জলছত্র ইত্যাদি নানাপ্রকার অভক্তিময় কার্য্য ভক্তির দোহাই দিয়া করিতে উন্মত্ত হয়। শুদ্ধ বৈষ্ণবের উক্ত কার্য্যের মধ্যে যে মহান্ কৃষ্ণ সুখানুসন্ধান মূলে সাধিত,—তাহা অপরাধ ফলে বুঝিতে না পারিয়া অনুকরণ করিতে গিয়া তাহার মূলে

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা-মূলা কামুকতার সাধনে অপরাধ ফলে মহাপাপীও যাহা করিতে অসমর্থ তাহা অবলীলাক্রমে মহোৎসাহে বিপুলভাবে প্রবল উদ্যমে করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কাপট্যাশ্রয়ী অপরাধী হইয়া নিত্যকালের জন্য মহারৌরবে পতিত হয়। আবার মহাদম্ভে স্ফীত হইয়া নিজেকে মহা-অধিকারী জ্ঞানে অহংগ্রহোপাসক হইয়া গুরুকেও আবৃত করিতে গুরুর নাম, উপাধি, পরমহংস, অষ্টোত্তর শতশ্রী, ওঁ বিষ্ণুপাদ ইত্যাদি নিজ নামে প্রযুক্ত করিতে এবং বিপুলভাবে প্রকট, অপ্রকটোৎসব সম্পাদন, সমাধি মন্দির বিপুলভাবে প্রকাশ করিয়া তাহাতে ট্যাবলেট লাগাইয়া অর্থোপার্জ্জন-দ্বারা নিজের প্রতিষ্ঠা শুকরী-বিষ্ঠার কীট হইয়া সেই বিষ্ঠা সংগ্রহে মহারম্ভের দ্বারা সম্পাদনে ভক্তি বিরুদ্ধ বিদ্বেষী, বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া নিজেকে কৃতার্থবোধ করিতেছে। ধন্য কলি, ধন্য অঘটন-ঘটন পটিয়সী মায়া।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিজেকে শ্রীনামহট্টের ঝাড়ুদারের অভিমান করেন। সেই ঝাড়ুদারী যে কতবড় কত বড় দায়িত্ব, যোগ্যতা, কৃত্য; আবর্জ্জনাই বা কি কোন শতমুখী-দ্বারা সেই আবর্জ্জনা কি প্রকারে দূরীভূত করিয়া সুনির্ম্মল ও উজ্জ্বল হয়, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীক্ষেত্রে গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলায় সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির আত্মবৃন্দৈঃ—অর্থাৎ নিজ পার্ষদ ভক্ত আত্মবৃন্দে ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা সম্ভব নহে। কিন্তু বর্ত্তমানে

যে সকল প্রচারকগণ উক্ত কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাহারা শ্রীগৌর-কৃষ্ণের পার্ষদ? সপার্ষদ মহাপ্রভু, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, অন্যাভিলাষ, জীব-হিংসা, কুটীনাটী ইত্যাদিকে যাহাতে কোনপ্রকারে সাধকের চিত্তে আসিয়া ভজনের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে না পারে তজ্জন্য মন্দিরের বাহিরে ফেলিবার ব্যবস্থা করিলেন। ঠাকুর মহাশয়ও—প্রতীপজনেরে আসিতে না দিব রাখিব গড়ের পারে" এবং নামহট্টের সকল আবর্জ্জনা, নাম ভজনের বিরোধী, তাহার স্বরূপ, তাঁহার লেখনীর মধ্যে জানাইয়াছেন। কোন কোন বঞ্চক কপটতা করিয়া বলিতেছেন,—প্রচারের জন্য কীর্ত্তন দ্বারা প্রচার ও চিত্তশুদ্ধ হইবে'।—ইহা যে কত বড় মূর্খতা, অজ্ঞতা, বিশ্বাসঘাতকা ও সর্ব্বনাশকারী নরকপ্রাপক যুক্তি তাহা সামান্য যাহার একটু সুকৃতিলব্ধ জ্ঞান লাভ হইয়াছে তিনি তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে অতি সহজেই পারিবেন। নামভজন যাঁহারা আরম্ভ মাত্র করিয়াছেন তাহারা জানেন যে **শ্রবণ ব্যতীত কীর্ত্তন কখনও সম্ভব নহে। সেই শ্রবণ প্রকৃত শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট শরণাগত হইয়া অন্যাভিলাষ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদির বাসনা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ প্রভাবে নিষ্কপট ভাবে করিতে হইবে।** অতঃ শ্রীকৃষ্ণ নামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥ এবং তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" ইত্যাদি নাম

ভজনের উপদেশ, বিধান ও পালন না করিয়া কপটী, বঞ্চক, ধূর্ত্ত, বিশ্বাস-ঘাতকগণের লোক বঞ্চনা দ্বারা নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য উপদেশ'—"নাম করলেই সব হইবে, আর কিছু করিতে, জানিতে বা শুনিতে হইবে না"—এই মহাসর্ব্বনাশ-কারী ও উপদেশকারীর জগতের প্রবল শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইলে তবে মঙ্গলের ও শ্রীনাম-ভজনের সন্ধান পাইবেন। ইহা বদ্ধ জীবের সমস্ত চেষ্টা সাধন, ভজন, উদ্যম, অনুশীলন, কার্য্য সকলই আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশ্যে পুরাপুরি করিবে, আর নাম ভজনের জন্য সর্ব্বপ্রকার ফাঁকি, আলস্য, অচেষ্টা, ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিতে উপদেশ—ইহা দ্বারা জগন্মঙ্গল একমাত্র জীবের সর্ব্বসিদ্ধি ও সর্ব্বভীষ্টপ্রদাতা নামকে কি প্রকার অবজ্ঞা, ঘৃণা ও অনাবশ্যকতা প্রতিপাদন করা হইতেছে তাহা অতি সহজেই জ্ঞাতব্য। শুদ্ধ নামের প্রকাশে নামাপরাধ ক্ষয় হয়, কিন্তু নামাপরাধে অপরাধ ক্ষয়ের কথা কোন শাস্ত্র বা সাধু বলেন নাই। সেই নামা-শ্রয়া ভক্তি অত্যন্ত সুদুর্লভা। সেই নাম ভজনে এত ঘৃণা ও অবজ্ঞা উৎপাদনকারী মহাশত্রুর কবল হইতে যদি কোন ভাগ্যে উদ্ধারের সুযোগ ও আকাঙ্ক্ষা হয় তিনিই মঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন।

শ্রদ্ধাহীনজনে নামোপদেশ—(সপ্তম নামাপরাধ) আচারবান শুদ্ধ সাধু-মুখে নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া নাম-মাহাত্ম্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসে নাম প্রাপ্তির জন্য প্রবল উৎকণ্ঠাই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাহীনকে সাধুগণ কখনও হরিনাম প্রদান

করিবেন না। শ্রদ্ধাহীন জন যদি হরিনাম পায়, সে অবজ্ঞা করিবেই, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের মত। এবং নামদাতা গুরুকে শীঘ্রই অভক্ত করিবেই। যিনি অর্থ ও প্রতিষ্ঠা লোভে এবং নিজ কার্য্য সাধনে সহায়ক জ্ঞানে বা দল বৃদ্ধির জন্য শঠ, শ্রদ্ধাহীন অনুপযুক্ত অপাত্রে হরিনাম অর্পণ করেন, তিনি নামাপরাধী। "শঠতা না জানিয়া শ্রদ্ধাবান মনে করিয়া নামার্পণ করিয়া যখন তাহার কপটতা বুঝিতে পারিলেন তখন গুরু সকলকে তাহার শঠতা জানাইয়া পরিত্যাগ ও অনুশোচনা করিবেন। এবং আর কখনও ঐ প্রকার শঠকে হরিনাম দিবেন না।" প্রতিজ্ঞা ও তাহা পালন করিবেন। তাহা না করিলে গুরু অপরাধক্রমে ভক্তিহীন দুরাচারী হইয়া মায়া-ভ্রমে পড়েন। এ বিষয়ে মহাপ্রভুর আজ্ঞা—"শ্রদ্ধাবান্ জনে কর নাম উপদেশ। নাম মহিমায় পূর্ণ কর সর্ব্বদেশ॥ উচ্চ সংকীর্ত্তনে কর শ্রদ্ধার প্রচার। শ্রদ্ধা লভি জীব করে সদ্‌গুরু বিচার॥ সদগুরু নিকটে করে শ্রীনাম গ্রহণ। অনায়াসে পায় তবে কৃষ্ণ প্রেমধন॥ চোর, বেশ্যা, শঠ আদি পাপাসক্তজনে। ছাড়াইয়া পাপ মতি দিবে শ্রদ্ধা ধনে॥ সুশ্রদ্ধ হইলে দিবে নাম উপদেশ। এইরূপে নাম দিয়া তা'র সর্ব্বদেশ॥ ইহা না করিয়া যিনি দেন নামধন। সেই অপরাধে তার নরক পতন॥ নাম পেয়ে শিষ্য করে নাম-অপরাধ। তাহাতে গুরুর হয় ভক্তি-রসবাধ॥ এই নাম অপরাধ দুঁহে শিষ্য গুরু। নরকেতে যায় এই অপরাধ উরু॥ (হরিনাম চিন্তামনি)। পাপীর

অনুতাপ দ্বারা ও আর যদি পাপ না করে তদ্দ্বারাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। কিন্তু নাম-বল-ভরসায় সাধু সাজিয়া যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপ আচরণ পুনঃ পুনঃ করিতে থাকে, তাহার উদ্ধার বা প্রায়শ্চিত্ত নাই। পাপে মতি হইলেই অশেষ যম-যাতনা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু নাম বলে পাপাচরণ করিলে তাহার বহু যম-যাতনাদি পাইয়াও উদ্ধার নাই। "এক নামাভাসে যত পাপ নষ্ট করিতে পারে, কোটী জন্মে মহাপাপীও তাহা করিতে পারে না।" —এই ভরসায় সাধু সাজিয়া নাম বলে পাপ-বুদ্ধিকারীর উদ্ধার নাই। তাহার গুরুত্ব থাকিতেই পারে না। সে অবৈষ্ণব, বৈষ্ণব অপরাধী, তাহার নিস্তারের পথ নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে এই দুরারোগ্য ব্যাধি সাধু নাম-ধারী শুদ্ধ-বৈষ্ণবাভিমানীর মধ্যে প্রবল বন্যায় ভারতে ও ভারতেতর দেশে মহাসর্ব্বনাশ সাধন করিবেই।

ভাগবত ব্যবসায়—সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশ বা বিক্রয় যদি শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য কৃত হয়, তবে তাহা সাক্ষাৎ ভক্তি। যদি তাহা-দ্বারা অর্থ ও প্রতিষ্ঠা লাভেচ্ছায় অজ্ঞ, মূর্খ, ভোগীকুলের ইন্দ্রিয়-তর্পণ উপযোগী মনোমুগ্ধকর সুন্দর ছবি, ভাল কাগজে ভাল ছাপাইয়া শ্রীভাগবতের বা শুদ্ধ বৈষ্ণব-দর্শনের অপ্রাকৃত ভাব ও ভাষাকে গোপন রাখিয়া জন-রঞ্জনার্থে-সরল সহজ ভাষায় নানা প্রকার ইন্দ্রিয়-তর্পণোপযোগী গল্প ও উপমাদি সংযুক্ত করিয়া প্রকৃত ভাব ও সিদ্ধান্তগুলি উড়াইয়া দিয়া রাবণের সীতা হরণকালে

অপ্রাকৃত শক্তি সীতাদেবী চলিয়া গিয়া ছায়ারূপী মায়ামূর্ত্তি রাবণকে দিয়া 'সীতা হরণ করিয়াছি বলিয়া বঞ্চনা করেন'; সেইরূপ যাহারা শ্রীভগবানের সুখোৎপাদনের সম্পূর্ণ বিপরীত নিজের ব্যবসায়ের পুষ্টিরও উপযোগী করিয়া প্রকাশ ও প্রচার—মায়ার প্রচার কার্য্যই হইয়া যায়।

জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়াছেন যে, "History and Aligori-র হাত হ'তে নিস্তার পাওয়াটাই হরিভজন। শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক নহেন, কিন্তু ইতিহাস শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে পারিলে কৃতার্থ হন।" অপ্রাকৃত শাস্ত্রকে সরল করিতে গিয়া নিজের ও সাধারণের বুঝিবার উপযোগী করিয়া বেশী বিক্রয়ের দ্বারা অর্থ-উপার্জ্জনের পিপাসায় অজ্ঞ, মূর্খ, ভোগীলোকের ইন্দ্রিয়-তোষণোপযোগী করিতে গেলে অপ্রাকৃত শব্দাবতার কখনও ভোগী-লোকের ইন্দ্রিয়-তর্পণোপযোগীরূপে তাহাদের চাকুরী করিতে বা তাহাদের অর্থোপার্জ্জনের পণ্যদ্রব্য প্রকাশিত কখনই হয়েন না। তাহা করিতে গেলে ভীষণ অপরাধময়ী কৃষ্ণদ্রোহিতার শাস্তি-স্বরূপ অনন্তকালের জন্য নরকবাসরূপ ফলই লভ্য হয়। অর্থোপার্জ্জনের পণ্যদ্রব্য বা লোকরঞ্জনের ছাঁচে শাস্ত্রকে গড়িতে গেলে মায়া আবৃত করিয়া প্রকৃত তথ্য সংগোপিত করিয়া ছায়া বা মায়া সীতাহরণের ফল স্বরূপ সবংশে ধ্বংসেরই ব্যবস্থা শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে।

প্রাকৃত যুক্তি ও তর্কাদি অপ্রাকৃত তত্ত্ব নিরূপণে শক্তি-রাহিত্যপ্রযুক্ত আম্নায় পন্থাই একমাত্র শক্তিধর। "অপ্রাকৃত

বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর"। অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ"। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্‌॥ (মুণ্ডক ও কঠ)। প্রভৃতি শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অবগত না হইয়া জড় সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকগণ বিকৃতভাবে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণোপযোগী ছাঁচে কৃষ্ণ, ভক্ত ও ভক্তিকে বর্ণন ও আলোচনা করিতে গিয়া নিজেদের ও জগতের যে কি সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে তাহা আলোচনা করিতে গেলে সাধুগণের হৃদয়ে বজ্রাঘাতের অপেক্ষাও অধিকতর ক্লেশ অনুভূত হয়।

গ্রন্থ প্রচারের ছলনায় অর্থোপার্জ্জনের জন্য ব্যবসায় —অপরাধময়ী ব্যাপার। শুদ্ধ মহদাবির্ভাবিত গ্রন্থের ভাষা অপ্রাকৃত। তাহা মায়াকৃত কোনও ভাষায় প্রকাশিত হইতে পারে না। অপ্রাকৃত মহৎ ভগবৎ পার্ষদগণ তাঁহাদের সারজুট বৃত্তি ও সহজ সমাধিযোগে সুনির্ম্মল চিত্তে প্রতীত ভাবময় অপ্রাকৃত ভাষায় যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা কখনই প্রাকৃত ভাষা নহে, তাহা ভগবৎ কৃপাশক্তি সঞ্চারিত বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তিতে প্রকাশিত। অর্থ ও প্রতিষ্ঠা লোভে লোকরঞ্জনোপযোগী করিয়া তাহাকে বিকৃত করিয়া ভোগী-গণের ইন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত করিতে গেলে তাহা ভগবদ্‌-বিদ্বেষেই পর্য্যবসিত হয়। "আমি শাস্ত্র বা ভগবানকে দেখিয়া বা বুঝিয়া লইব, ইহা সম্পূর্ণ সম্ভোগবাদ।" "আমার সকাতর প্রার্থনায় শ্রীভগবান্‌ বা ভাগবত কৃপা

করিয়া তাঁহার তত্ত্ব আমাতে প্রকাশিত করিলে আমি কৃতার্থ হইতে পারিব", এই দৈন্য ও আর্ত্তিমূলা নিষ্কপট প্রার্থনায় শ্রীভগবান্ ও ভাগবত শরণাগত-চিত্তে প্রকাশিত হয়েন। "ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে। সেই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে।" ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া—"আমি ভাল বুঝি, সরল সহজ ভাবে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বুঝাইতে পারদর্শী, মহাজনগণ আমাদের উপযোগী করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন নাই বা সাধারণের উপযোগী করিয়া লিখিত বা বলিতে পারেন নাই," আমি তাহা সাধারণের উপযোগী করিয়া সরলভাবে ও ভাষায় বুঝিবার উপযোগী করিয়া বুঝাইতে পারি" ইত্যাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনকে নিন্দা করিয়া আত্মম্ভরী ক্ষুদ্র দাম্ভিক জীবাধমের শাস্ত্রাদি সহজ ভাষায় প্রণয়ণ ও প্রকাশ করিতে যাওয়া মহাধৃষ্টতা মাত্র। শাস্ত্রে মহদাবির্ভাবিত ও মহন্মুখরিত শ্রবণাদির অদ্ভুদ্বীর্য্য-শালিত্বের মহত্ব বর্ণন করিয়াছেন। উক্ত বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া অজ্ঞ, ক্ষুদ্র, বদ্ধ, এচড়ে-পাকা, দাম্ভিক নরকের কীটের প্রকাশিত ও কথিত অন্তঃসার-শূন্য ভগবদ্বিদ্বেষীগণের প্রীতি-বিধানার্থে, অর্থ-লাভাশায় নানাপ্রকার সুদৃশ্য ছবি, ভাল কাগজে ভাল ছাপা, সুন্দর গল্পাদি পরিপূর্ণ মায়ার প্রলোভনে লুব্ধ করিয়া বঞ্চনার্থে ভাগবত বা সৎ শাস্ত্রাদির প্রকাশ ও ব্যবসায় ভীষণতম ভক্তি-বিরুদ্ধ অপরাধময়ী কার্য্য। নারিকেলের শস্য শূন্য করিয়া উপরে ছোবড়ায় নানাপ্রকার সুরম্য-রঞ্জিত ও মিষ্ট-দ্রব্যের আবরণের লোভে

লুব্ধ করিয়া অজ্ঞ, অপরাধী লোককে বঞ্চনা করিয়া নিজ স্বার্থ-সিদ্ধি করিতে শাস্ত্র বা মহাজন গ্রন্থের নাম দিয়া শাস্ত্র প্রচার মহা অপরাধময়ী ভগবদ্বিদ্বেষীর কঠোর শাস্তি-স্বরূপ Capital Punishment পাইতেই হইবেই।

অজ্ঞ ব্যক্তিকে সহজ-সরল ভাষায় চন্দ্রের কথা বুঝাইতে —"চাঁদ থালার মত" বুঝাইলে যেমন তাহার চন্দ্র সম্বন্ধে সুষ্ঠু আলোচনা ও গবেষণা বৃত্তিকে স্তব্ধ করবে, তাহার মহা-সর্ব্বনাশ ও শত্রুতা করা হইল। নিজের অজ্ঞতা, কপটতা বঞ্চনার-দ্বারা অন্যের সর্ব্বনাশ সাধন সহজ ভাষায় ও ভাবের সহজতা-দ্বারা "শুধু নাম করিলেই সব হইবে, অত শুদ্ধ সিদ্ধান্তের প্রয়োজন কি ?" ইত্যাদি সর্ব্বনাশকর প্রবল শত্রুতা করা কপটী, দাম্ভিকগণের মহানিষ্ঠুরতা।

প্রচার—শ্রীমন্মহাপ্রভু বহিরঙ্গ লইয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন ও অন্তরঙ্গ ভক্ত সঙ্গে শ্রীনাম রসাস্বাদনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্নিহিত 'উদ্দেশ্য প্রেম-প্রদান করা'। সেই প্রেম-প্রদানের অধিকারী করিয়া তাহা প্রদান করিতে শ্রীনামহট্টের পত্তন। তাহাতে সকলের প্রবেশাধিকার না থাকায় শ্রীবাসঅঙ্গনে দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহা আস্বাদন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সর্ব্ব-সাধারণের জন্য নহে। তজ্জন্য প্রথমে সাধারণ লৌকিক-শ্রদ্ধাযুক্ত পূর্ব্বাঙ্গরূপা শরণা-গতকে কিছু শক্তি সঞ্চার করিয়া শ্রদ্ধালু জনগণকে আকর্ষণ করিতে বিজ্ঞাপন প্রচার কার্য্যে প্রেরণ করেন। তাহাতে যাহারা আকৃষ্ট হইয়া আসিলেন তন্মধ্যে কয়েক শ্রেণীর লোক

আকৃষ্ট হইয়া আসিলেন। শ্রীমন্মাপ্রভুর কৃপাকর্ষণে যে সকল সাধারণ লৌকিক শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি বিজ্ঞাপন প্রচারকারীর বাহ্য আকর্ষণে অন্যাভিলাষী ব্যক্তি আসিলেন, তাহারা বাহ্য ঐশ্বর্য্য ও সুবিধার সুযোগ লইয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-পর কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া সুকৃতির অভাবে বেশী লাভবান হইতে পারিলেন না। তাহারা বাহ্য ঐশ্বর্য্যে নিজ-কার্য্যে স্বার্থ-সিদ্ধি করিতে গিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণব সঙ্গ না করিয়া ঐশ্বর্য্য লোভে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণপর হইয়া বঞ্চিত হইল। ভক্তির সুদুর্ল্লভত্ব-হেতু মায়ার সুদৃঢ় আবরণ ভেদ করিতে না পারিয়া বহিরঙ্গে লুব্ধ মায়া কবলে পড়িয়া বৈষ্ণবাপরাধ ফলে বঞ্চিত হইল। তাহারা অন্যাভিলাসের প্রবল্যে বিজ্ঞাপন প্রচারকারীকেই গুরু জ্ঞান করিয়া বঞ্চিত হইয়া বাহিরের ঐশ্বর্য্য-লাভে লুব্ধ হইল ও বিষয়ীকে কৃপা করিতে শক্তিশালী মনে করিয়া বিষয়ীর সঙ্গে পতিত ও মহাবিষয়ী হইল ও আত্মম্ভরিতা ও শুদ্ধ বৈষ্ণবের সেবা-বঞ্চিত হইয়া পতিত হইল। তাহাদের জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইঙ্গিত— "আনিলু পিপ্পল-খণ্ড কফ নিবারিতে উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে।" লৌকিক শ্রদ্ধালু বিজ্ঞাপন প্রচারকারী মহাপ্রভুর অন্তর-আকর্ষণে লক্ষ্য না করিয়া নিজের কৃতিত্বে লোক সংগ্রহ ও আকর্ষণের শক্তি বুঝিয়া বঞ্চিত হইয়া সেই হতভাগ্য পতিত ও সামান্য লৌকিক শ্রদ্ধার অভিনয়কারী-গণকে শিষ্য করিয়া উভয়ে পতিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত মহা-কৃপা হইতে চিরবঞ্চিত হইয়া কনক-কামিনী

প্রতিষ্ঠাদি শুকরী বিষ্ঠা-ভোজী কৃমি-কীট হইয়া সদলবলে নরকগমনে বেশ বড় দল সৃষ্টি কার্য্যে মায়াকৃত ধন, জন, ঐশ্বর্য্য, শিষ্য, মঠ, মন্দির, বিপুল লাভে কৃতার্থ হইয়া অন্তরে বৈষ্ণববিদ্বেষ প্রবল হইয়া বাহিরে কপটতা, ছলনা, মৎসরতা ও মহা-অপরাধময়ী অনুকরণ করিয়া নিজ-পর সর্ব্বনাশ-সাধনে বিপুল উৎসাহে মায়ার কার্য্যে বিপুল উৎসাহী হইয়া বিশ্বস্ত মায়াভৃত্য হইয়া নরকযাত্রীর দল পুষ্ট করিয়া ভগবৎ, ভক্ত, ধাম, ভক্তি বিদ্বেষের চরম গতি লাভ করেন।

যাহারা বহুভাগ্য বশে তাহাদের সেই দৌরাত্ম্যময়ী আনুকরণিক কপটতা ধরিতে পারিল, হতভাগার দল তাহাদের সহিতও নানাপ্রকারে বিরোধ করিয়া নরকের পথ সুগম করিতে সচেষ্ট। ধন্য কলিযুগ, ধন্য কপটীর শুদ্ধ ভক্তের অনুকরণ চেষ্টায় ভগবদ্বিদ্বেষের ছলনা। অনুকরণটী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সর্ব্বনাশ সাধক মায়িক চেষ্টা। মায়ার যতপ্রকার ছলনা ও পিশাচী বৃত্তি আছে, সমস্ত একত্রিত হইয়া অনুকরণ কার্য্যটি সর্ব্বনাশ সাধকের শিরোরত্ন হইয়াছে। প্রতিষ্ঠাশা, কপটতা, বঞ্চনা, মাৎসর্য্য, হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা, মায়াবাদাদি সর্ব্বপ্রকার দোষ একত্রিত হইয়া মায়ার প্রবল পরাক্রম সাধনে পরম শক্তিশালী ব্যাপার। ইহারা কপটতা ও শত্রুতাকে বন্ধু জ্ঞান করিয়া মহামহা শক্তিশালী ও উন্নত সাধকগণকেও মুগ্ধ করে। পুতনার কপটতা, বাৎসল্য-রসের মূল আশ্রয়-বিগ্রহ, শ্রীমা-যশোদাকেও পর্য্যন্ত মুগ্ধ করিবার প্রচেষ্টা করে। তৎসহচর

ভ্রাতা বকাসুর বংশের নির্ব্বিশেষবাদ-পোষক সাধু সজ্জায় সাধককে মহাসর্ব্বনাশ সাধন করে। অন্যের কি কথা শুদ্ধ ব্রজবাসীগণকেও তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিতে সর্ব্বতো-ভাবে নিযুক্ত। যাহাদের ভাগ্যের খুব বেশী জোর তাঁহারাই মাত্র অনুকরণকারীর প্রবল প্রতাপ ও আক্রমণের-দৌরাত্ম্যের হস্ত হইতে রেহাই পায়। সেই মহাশক্তিশালী অনুকরণ-বৃত্তি হতভাগা জীবের উপর এত প্রভাব বিস্তার করিতেছে যে, তাহার আক্রমণ ও দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা পাইবার মহা মহা সাধককেও হতাশ করিতেছে। এই অনুকরণের প্রধান পরাক্রম বৃত্তি গুরুগিরি, নাম প্রচার, ভাগবত-ব্যবসায় সহজিয়ার অষ্টকালীয় লীলাস্মরণ, গুরুপ্রণালী, নগরকীর্ত্তন, রসকীর্ত্তন, ধাম সেবার ছলনায় বিষয় কার্য্য, ব্যবসায়, গেষ্ট হাউস, যাত্রীনিবাস, প্রসাদ বিক্রয়-ব্যবসা, পরিক্রমা, তীর্থযাত্রা ও তীর্থ ভ্রমণের অনুকরণে অর্থপার্জ্জনের বিপুল কারখানা, পদযাত্রা, বড় বড় মঠ, মন্দির, শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা, সঙ্ঘ-বৃদ্ধি, লোক-সংগ্রহ, মন্ত্র ব্যবসায়, বিগ্রহ-ব্যবসায়, গ্রন্থ-ব্যবসায়, ভোগী, কামুক-ধনীর সেবা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন চেষ্টা, সেবার ছলনা, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের নামে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণপর সকল চেষ্টা, কৃষ্ণের সংসারের নামে ছলনাময় পতিত গৃহমেধিত্ব, রথ-যাত্রা, ঝুলন, দোল-যাত্রায় বিগ্রহকে সাজাইয়া তদ্দ্বারা অর্থোপার্জ্জন প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার ভগবদ্বিদ্বেষময়ী অপরাধময়ী কার্য্যে অনুকরণ মায়া-বাদী, অচিকিৎস্য, অপসম্প্রদায় মায়ার ভগবদ্বৈমুখ্য ও

আবরণী কার্য্যের বিপুল সহায়তা করিতেছে। ইহার প্রবল বেগ, মহামারী, বন্যার প্লাবন, ব্যাপকতা প্রবলভাবে প্রতি-দিন বর্দ্ধিত হইয়া হতভাগা কৃষ্ণ-বিমুখ অপরাধীগণের স্বজনাখ্য দস্যুর ন্যায় পরমপ্রবলভাবে শত্রুতা করিতেছে। ইহার প্রবল প্রতাপের বন্যা মহাশক্তিকেও পরাজিত করিয়া ভাসাইয়া নরক সমুদ্রের প্রগতিশীল নদী প্রবাহের ন্যায় প্রধাবিত হইতেছে।

অনুকরণ ও অনুসরণ :—অনুকরণ কার্য্যটী বহির্ম্মুখ মায়ামুগ্ধ জীবের দণ্ডনীয় ব্যবস্থার নিকৃষ্টতম ঘৃণিত আত্ম-পর-বঞ্চনাময়ী জগন্নাশকর মহান অনর্থময়ী ব্যাপার। যতক্ষণ কোন পরম স্বতন্ত্র মহাভাগবতের মহৎকৃপা ও সঙ্গ-লাভে কৃতার্থ হইতে না পারে, ততক্ষণ তাহার সর্ব্বপ্রকার লৌকিক ও শাস্ত্রীয় বিধানময়ী সাধন ও ক্রিয়াদি সকলই মহান অনর্থ উৎপাদন করিবেই। তাহার বিমুখ গতি ভগবানের বিরুদ্ধ আচরণ করিবেই। পূর্ব্বদিগগত ব্যক্তি যেমন বিপরীত পশ্চিমমুখী হইয়া যতই অগ্রসর হয়, ততই গন্তব্য-স্থানের বিপরীত দিকে যাওয়ার জন্য দূরেই যাইতে হয়। অতএব যাহারা দুর্ভাগ্যক্রমে বহির্ম্মুখ গতিতে চলিতেছে ততই নরকগমনের ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও সুগম করিয়া তীব্র গতিতে নরকের বিপুলযাত্রীর সুব্যবস্থা হইতেছে। হতভাগা বিমুখ জীবের আনুকরণিক চেষ্টাগুলি মহান অনর্থ ও অপরাধের চরম গতি প্রদান করিতেছে। শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদের ৬৪ চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের পালনের অনুকরণে

অপরাধের চরম পরাকাষ্ঠা সাধন করিতেছে। অদ্ভুদ বীর্য্যশালী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন পঞ্চক তাহাদিগকে মহান অপরাধ পঙ্কে নিমজ্জিত করিতেছে। **সাধুসঙ্গের** নামে বিমুখতা প্রযুক্ত অসৎকেই সাধু জ্ঞান করিয়া অসদ্‌গুরুকে সদ্‌গুরু মনে করিয়া তাহাদের প্রতি অতি ভক্তি দেখাইতে গিয়া, অসতের কাপট্যময়ী ব্যবহারের বঞ্চনা বুঝিতে না পারিয়া, অসৎসঙ্গের প্রবল পরাক্রমে আবিষ্ট হইয়া প্রকৃত সাধুর চরণে অপরাধ করিয়া, মহান অনর্থ-দায়িনী সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া নিত্যকালের জন্য নরকবাসের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিতে ধাবিত হইতে হইতেছে।

নামসঙ্কীর্ত্তনের ছলনা-করিয়া বহির্ম্মুখ জীবের নাম-অপরাধের চরম ব্যবস্থা করিতেছে। প্রতিবিম্ব নামাভাস—যাহা নামাপরাধের নিকৃষ্টতম গতি অপেক্ষাও অধিক সর্ব্বনাশ সাধন করে তাহা করিয়া শ্রীনাম প্রভুর সেবার ছলনায় অনুকরণ করিয়া নাম কীর্ত্তনের পরিবর্ত্তে শ্রীনাম প্রভুকে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণের; চাকুরীতে, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের গোলামীতে নিযুক্ত করিয়া কীর্ত্তন-ব্যবসায়, অষ্ট-প্রহর, ২৪ প্রহর, অখণ্ড-নাম-কীর্ত্তন, ঢপ-কীর্ত্তন, কীর্ত্তন-ব্যবসায় দ্বারা অর্থোপার্জ্জন, রসকীর্ত্তন-দ্বারা ভোগী-লোকের ইন্দ্রিয়-তর্পণ রূপে ব্যবহার দ্বারা অর্থোপার্জ্জন; পরম পূজ্যতম নাম প্রভুকে নিজের ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্যরূপে ব্যবহার করিয়া উপেয়বস্তুকে নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি-প্রদানের চাকুরীতে নিযুক্ত করিয়া যে কি প্রকার দৌরাত্ম্য, অপরাধ ও ভগবদ্‌-

বিদ্বেষ করিতেছে, তাহার বর্ণনা করিতে গেলে সাধুগণের হৃদয়ে মহান পীড়া-ভোগ করিতে হয়।

ভাগবত-শ্রবণের নামে বহির্ম্মুখ আনুকরণিকগণের যে কি প্রকার দৌরাত্ম্য, তাহা বর্ণনাতীত। পরম অভীষ্ট কৃষ্ণাভিন্ন বিগ্রহ শ্রীভাগবতকে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণপর ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্যরূপে ব্যবহার করিতেছে। কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাশা শুকরী-বিষ্ঠা-ভোজী ক্রিমিকীট সর্ব্বারাধ্য শ্রীভাগবতকে লোকরঞ্জনের উপযোগী নানাপ্রকার বিকৃত ও রঞ্জিত করিয়া সহজবোধ্য করিতে গিয়া অজ্ঞরূঢ়ি বৃত্তি-দ্বারা কুব্যাখ্য করিয়া নরকগমনের পথ সুগম ও সুষ্ঠু দ্রুত গতিতে পর্য্যবসিত করিতেছে। আবার গ্রন্থাকারে প্রচারের ছলনায় গূঢ় মঙ্গলময়ী রহস্য গোপন করিয়া নানাপ্রকারে রঙ্গিন ছবি ভোগীর ইন্দ্রিয়-তর্পণোপযোগী ঐতিহাসিক খোস-গল্প ও অশ্লীল উপাখ্যানাদির-দ্বারা ব্যবসায়ের উপযোগী করিয়া কি অপরাধই না করিতেছে। আবার অর্থোপার্জ্জনের জন্য ভোগী বিষয়ীর ইন্দ্রিয়-তর্পণোপযোগী রসতত্ত্ব রাসলীলাদির অপ্রাকৃতত্ব বর্ণণে অক্ষম হইয়া প্রাকৃত জড়রসের উপযোগী করিয়া, লোকরঞ্জন করিয়া মহা অপারাধ করিয়া মরিতেছে।

শ্রীধাম বাসের ছলনায় বহির্ম্মুখ আনুকরণিকগণ শ্রীধামকে নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণকার্য্যে ভোগ করিতেছে। অপ্রাকৃত স্বরূপ বৈভব শ্রীধামকে ব্যবসায়ের কারখানায় পরিণত করিয়া বহির্ম্মুখ ভোগীগণের ভোগাগার প্রমোদ-ভবনে পরিণত করিতেছে। পিকনিক ফিল্ডের সুযোগ, জীব-

হত্যার প্রবল কসাইখানা, নেশাখোরের তাণ্ডব নৃত্য, সুমতি-সর্ব্বস্বহারিনী অসদ্‌বার্ত্তার প্রবল উদ্দাম, কৃষ্ণবার্ত্তার বিরুদ্ধ, সৎকথার বিলোপকারী, মাইকের উচ্চ শব্দের প্রশ্রয় ও আবাহন-দ্বারা অবাধগতিতে ভয়ঙ্করী বেশ্যার তাণ্ডব-নৃত্যের সর্ব্বতোভাবে আমন্ত্রণ ও অবাধ সুযোগ শ্রীধামের, শ্রীগৌরহরির ও ভক্তগণের যে কি ভীষণ দুঃখ প্রদানে সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা করিয়া শ্রীধামের অপবিত্রতা সাধনে প্রবল উৎসাহে ব্রতী হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। শ্রীধামকে বিষয় কার্য্যের কারখানা করিয়া ধামাপরাধের চরম কার্য্য শ্রীধাম-সেবার নামে প্রবলভাবে ব্যবস্থা করিতেছে।

শ্রীমূর্ত্তি সেবার ছলনায় উক্ত বহির্ম্মুখ আনুকরণিক-গণ ইষ্টদেবকে বহির্ম্মুখ ভোগীকুলের ইন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়া অপরাধের চরম ব্যবস্থা করিতেছে। সর্ব্বা-ভীষ্ঠ পূজা শ্রীমূর্ত্তির সেবার পরিবর্ত্তে তাহা ভোগীর ইন্দ্রিয়-তর্পণোপযোগী করিয়া সাজাইয়া নিজেদের অর্থোপার্জ্জন ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের পণ্যদ্রব্যরূপে ব্যবহার করিতেছে। ঝুলন, দোল, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি উৎসাদিতে বিদ্যুৎযোগে বাহ্যড়ম্বরে ভোগীকুলের ইন্দ্রিয়-তর্পণ কার্য্যে স্বকার্য্য সাধন-উপযোগী ব্যবহার করিয়া ইষ্টকে লম্পটের হস্তে দিয়া অবাধে ভোগের সাহায্যে নিযুক্ত করিয়া কি অপরাধই না করিতেছে।

আবার **প্রসাদের ছলনায়** প্রবল উদ্যমে অপ্রাকৃত প্রসাদকে অত্যধিক লাভের ব্যবসায় করিতে উদ্যত হইয়াছে।

মহাপাপীগণও যে সকল অন্যায় করিতে ভীত ও শঙ্কিত হয়। ধার্ম্মিকের ছলনায় তদপেক্ষাও অধিক অপরাধময়ী কার্য্য নিঃসঙ্কোচে করিতে একটুও ভীত ও সঙ্কুচিত হইতেছে না। শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির সেবার পরিবর্ত্তে অশ্রদ্ধার চরম কার্য্য ও অপরাধ পরম উল্লাসে ও উদ্যমে ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্যরূপে ব্যবহার করিতেছে। এই প্রকার সকল ভক্ত্যঙ্গের অসদ্-ব্যবহার করিয়া অপরাধের চরম সীমাও অতিক্রম করিয়া সদলে নরক গমনের ব্যবস্থা করিতেছে। ইহার শাস্ত্র, যুক্তি, সিদ্ধান্ত, ব্যবস্থা, মহাজন পথ আচরণ ও বিধানের অনুকরণ করিতে গিয়া বাহিরে পুতনার ন্যায় সেবার ছলনা করিয়া অন্তরে হলাহল আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-বাঞ্ছার সিদ্ধিকার্য্যে উন্মাদ হইয়া সাধুর সজ্জায় আনুকরণিকগণ স্ব-পর-সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে।

অর্থের দাস হইয়া বিষয়ীগণের সঙ্গ ও তাহাদের-দ্বারা নিজের অর্থাভাব পূরণার্থে যে যে কার্য্য, ব্যবসায় বা কোন প্রকার কপটতাময় ধর্ম্মের ছলনা করা যায় তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা নিজের ও অপরের অমঙ্গল বিধান করিবেই। গুরুর বা সাধুর আসনে বসিয়া যদি অর্থ-লাভাশায় ভক্তি সাধনের ছলনা করা যায়, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা পতনের সুগম পন্থা। গুরুর অর্থলালসাই অবলিপ্ত হইয়া পতনের প্রধান লক্ষণ। যে গুরু অর্থ-লাভাশায় শিষ্য, মন্ত্র, ভাগবত, কীর্ত্তন, পাঠ, বক্তৃতা, সভা-সমিতি, বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, সেবাদি করেন তিনি নিশ্চই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পতিত। মহাজনের অন্যতম

শ্রীভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্যাদিও অর্থের বশীভূত হইয়া ভগবদ্‌বিরোধী ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনাদির পক্ষ সমর্থ করিবার বাধ্যতা শিক্ষা দিয়াছেন। সেজন্য তাহাদের বিরুদ্ধে শ্রীঅর্জ্জুনের অস্ত্রধারণ অনিবার্য্য হইয়াছিল ও তাহাদের বধও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা শ্রীগৌর-পার্ষদগণ মধ্যে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সুন্দর সুযুক্তি ও সিদ্ধান্ত-দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন, যথা—"অনেক দুঃখের পরে, লয়েছিলে ব্রজপুরে, কৃপাডোর গলায় বাঁধিয়া। দৈবীমায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে, ভবকূপে দিলেক ডারিয়া। **অর্থলাভ এই আশে,** কপট-বৈষ্ণব-বেশে, ভ্রমিয়া বুলিয়ে ঘরে ঘরে।" ইত্যাদি। অতএব এই অর্থ লাভাশাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পতন-লক্ষণ। অর্থ-লাভাশায় বিষয়ীর-সঙ্গ, সেবা, অর্থ-সংগ্রহের যত্ন, তোষামোদ, বিষয়ীর অন্নে জীবন-যাপন সকলই ভক্তি সাধনের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিরুদ্ধ ব্যাপার। বিষয়ীর বিষ্ঠার কৃমি-কীটগণ সর্ব্বতোভাবে মনুষ্যত্ব অপেক্ষা ঘৃণিত, পশুত্ব লাভেরও অযোগ্য। তাহারা যদি ধর্ম্মের বা গুরুর মঙ্গলময় কার্য্যের অনুকরণ করিতে যায়, তবে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বাধিক অমঙ্গল ও সর্ব্বনাশ সাধক হইয়া নিজের, পরের ও জগতের সকলেরই পরমশত্রুর কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়া করিতেই হইবে।

অনুসরণ বৃত্তিটী—শুদ্ধ, সুনির্ম্মল, নির্দ্দোষ, অনুপাদেয়তা ও হেয়তাদি-শূন্য, পরম উপাদেয় স্বরূপ শক্তি প্রকটিত

চিন্ময় কৃষ্ণ-সুখানুসন্ধান-স্পৃহার আবেশে প্রকটিত শুদ্ধ-ভক্তের শুদ্ধ-বৃত্তি। ইহাতে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছার গন্ধের লেশমাত্রও না থাকায় পরমোপাদেয়। উক্ত বৃত্তি যাঁহার উপরে আবিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হন্, সেই মহাভাগ্যবান্ শুদ্ধ-ভক্ত লৌকিক, বৈদিক যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন, তাহা আপত-দৃষ্টিতে দুর্নৈতিক, সুদুরাচার প্রভীম ও পাপ-কার্য্য বলিয়া অজ্ঞ লোকচোক্ষে ও বিচারে প্রতিভাত হইলেও ("অপি চেৎসুদুরাচার শ্লোক আলোচ্য"।) তাহাতো অনন্য-ভাবকে কৃষ্ণ সুখানু-সন্ধান-স্পৃহা-রূপ মহান সংশোধক ও সুষ্ঠুতা অলঙ্কৃত থাকায় শ্রীকৃষ্ণের বশীভূত করিতে মহা-শক্তিধর ও পারগ হইয়া জগতে প্রকাশিত সর্ব্বপ্রকার প্রসিদ্ধ সাধন—সত্য, ধর্ম্ম ও সমাধিও যেস্থানে ক্ষীণপ্রভ হয়, সেই ভগবদ্-বশীকরণী হ্লাদিনীর বৃত্তির আবেশময়ী অনুসরণ বৃত্তিই সর্ব্বশেষ্ঠ সাধন। তাহাতে হ্লাদিনীর বৃত্তির আবেশ থাকায় তাঁহারা মহাসমুদ্রকে গণ্ডুষের ন্যায়, সূর্য্যকে খদ্যোতের ন্যায়, সুমেরুকে লোষ্ট্রের ন্যায়, ধরণীনাথ নর-পালকে ভৃত্যের ন্যায়, চিন্তামণিসমূহকে শিলাখণ্ডের ন্যায়, কল্পতরুকে কাষ্ঠের ন্যায়, সংসারকে তৃণরাশির ন্যায়, অন্য আর কি বলিব নিজ-দেহকেও ভারের ন্যায় অবলোকন করেন। অতএব তাহাদিগকে ঘৃণিত কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি শূকরীবিষ্ঠা তাহাদিগকে কোন প্রকারে আকর্ষণ করিতে পারে না। অতএব অনুশরণ বৃত্তিটী অনুকরণ বৃত্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহা বুঝিতে না পারিয়া যাহারা অনুকরণ

সহ-অনুশরণ সমজ্ঞান করেন তাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ, মূর্খ, পতিত, অধম, অপরাধী ও জগতের সকলেরই ও নিজেদেরও ও পরম শত্রু।

আর অনুকরণ কার্য্যটি হরি, গুরু, বৈষ্ণব, সেবা, সাধন, সিদ্ধি, সিদ্ধ প্রভৃতি অপ্রাকৃত বস্তুকে 'ভ্যাংচান'। তাহা—বান্দরামী। বানরগণ খুব অনুকরণ প্রিয়। একপত্নীধর পুরুষাভিমানী—শ্রীরামচন্দ্রকে ভ্যাংচায়। লম্পট-বহুস্ত্রীগামী কামুকগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভ্যাংচায়। অসৎ, কপটী, প্রতিষ্ঠা শুকরী-বিষ্ঠা-ভোজী গুরু-ব্রুবগণ নিজেকে গুরু, সাধু, উপদেষ্টা, প্রচারক, জগৎ-উদ্ধারক ও বৈষ্ণবাভিমান করিয়া প্রকৃত জগৎগুরুর অনুকরণ করিয়া মায়াবাদী ও অহংগ্রহোপাসক হইয়া নিজেকে ওঁ বিষ্ণুপাদ, অষ্টোত্তর-শতশ্রী, পরমহংস, প্রভুপাদ, আচার্য্যপাদ, নিত্যলীলা-প্রবেশাধিকারী প্রভৃতি ভক্ত ও ভগবানের অবতার বলিয়া ঘোষণা করে। মহা-পুরুষের অনুকরণ করিয়া মঠ, মন্দির, আশ্রম, শিষ্য-ব্যবসায়, গুরুগিরি, প্রচার, নামহট্ট, ধাম-সেবা, নাম-সেবা, বিগ্রহ-সেবার ছলনা ইত্যাদির অনুকরণ করিয়া বহু অপরাধী হত-ভাগা সহ নিজে নরকযাত্রার বিপুল আয়োজন ও সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া বহু লোকের চক্ষে ধূলা দিয়া নরকযাত্রী সংগ্রহ করিয়া মায়ার শ্রেষ্ঠ সেবক হইতেছে।

ভিক্ষা ও ধর্ম্মের নামে ব্যবসায়—যাহা একমাত্র স্বরাটের ও তৎপ্রকাশ বিগ্রহ সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রের মনোঽভীষ্ট-পূর্ত্তির উদ্দেশ্যে ভারবাহি সম্প্রদায়কে ভারবহণ কার্য্য হইতে

মুক্তি প্রদানের জন্য তাঁহাদের প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, ও বাক্য 'মধুকর-ভৈক্ষ্য'-রূপে আহরণ করেন। উহার ভোক্তা—স্বয়ং কৃষ্ণ, আর তাঁহার উচ্ছিষ্ট ব্রহ্মা, সূর্য্য ও সমস্ত ভূত এবং সমস্ত জগতের জীব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাহার সংগ্রহ-কর্ত্তা নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতগণ। কর্ম্মফলবাধ্য, ক্ষুধাতাড়িত ভিক্ষুককে কর্ম্মিসম্প্রদায় যে দান করেন, তাহা ভারবাহিতা মাত্র। ব্যক্তিগত বা বহু ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-তর্পণার্থ ভিক্ষা গ্রহণ—ঋণগ্রহণ মাত্র, ঐ ঋণ কোনও না কোন প্রকারে এই জন্মে বা পরজন্মে ঐ কর্ম্মফলবাধ্য ভিক্ষুককে শোধ করিতেই হইবে। কোনও অভাবগ্রস্ত ভিক্ষুকবিশেষ বা তজ্জাতীয় বহু কর্ম্মফলবাধ্য ভিক্ষুক যে দান গ্রহণ করে ও দাতা দান করে, তদ্দ্বারা ভিক্ষুক বা দাতার কোন-প্রকার, নিত্যমঙ্গল বা উপকার হয় না। একজনকে উপকার করিতে অন্যকে বঞ্চিত নিরাশ বা প্রাণী-হত্যা করার জন্য পাপ-সংগ্রহই লাভ হয় মাত্র। ভেট, দক্ষিণা, ব্যবসায়ীর-দর্শনী, ঈশ্বর-বৃত্তি, গোশালার জন্য চাঁদা. বস্তুর বিনিময়ে দেয়, শুদ্ধ ভিক্ষা নহে। চাঁদা আদায় করিয়া বারোয়ারী সার্ব্বজনীন পূজার ও জোর করিয়া অর্থ দ্রব্যাদি আদায় করিয়া দরিদ্র-নারায়ণের সেবার ছলনাদি অপস্বার্থপরগণের ইন্দ্রিয়-তর্পণকারী কার্য্যসমূহ দেশের, সমাজের বক্ষে শেল বিদ্ধ করিয়া ধর্ম্মের ছলনায় ঘৃণিত জঘন্যতম সমাজ ও দেশের বিরোধী-কার্য্য মধ্যে গণ্য।

কিন্তু তাহা নিষ্কিঞ্চণ ভাগবত ব্যতীত অন্যে যদি নিজের

বা সমাজের, বা দেশের জন্য তাহার অনুকরণ করেন, তাহা--ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার ও অপরাধ মধ্যে পরিগণিত হইয়া বহু জন্ম ধরিয়া সেই ঋণ শোধ করিতে তাহাদের বহু নিকৃষ্ট যোনি ভ্রমণ বা যে কোন প্রকারে শোধ করিতে হইবেই। ইহার নিস্তার কোনমতেই হইতেই পারে না। আবার ভগবৎ সেবার ছলনায় অন্যাভিলাষী, নিজের বা মঠের বা বিগ্রহের সেবায় নাম করিয়া হরিভজন হীন দগ্ধোদর পূরণ জন্য বা গৃহস্থ হইয়া স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালনের জন্য যদি ভিক্ষা করেন ; সেই ঋণ তাহাকে পরিশোধ তাহাদিগকে ত' করিতেই হইবে পরন্তু মহা-অপরাধ-ফলে সাধু-সজ্জায় কাপট্যের শাস্তি স্বরূপ অত্যাধিকভাবে যন্ত্রণাময় নরকগমন করিতে হইবেই।

ভোগ ও ত্যাগ—জগতের বদ্ধজীব এই দুইটি নিয়েই সর্ব্বদা ব্যস্ত। অজ্ঞ-ভোগীকুল ভোগটাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্য বলে' সর্ব্বক্ষণ ভোগ-চেষ্টায় জীবন নষ্ট কর্‌ছে। জগতের সর্ব্ববস্তু আমার ভোগের জন্য হয়েছে। নদীর জল, গাছের ফল, আকাশ, বাতাস—যা কিছু সৃষ্টি হ'য়েছে—সকলই আমার ভোগের জন্য হ'য়েছে। দেবতা হোক বা ভগবান্‌ই হউক না কেন, যিনি আমার ভোগের ইন্ধন সরবরাহ কর্‌বেন বা যোগান্‌দার হ'বেন তাকে আমি আমার সেবক বলে লোক দেখান অপস্বার্থপর হয়ে' পূজার ছলনা দেখাই। কিছু সহানুভূতি ও স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য কাজ আদায় করার জন্য পূজ্য, আরাধ্য, পাণ্ডিত্ব ও গুরুত্বে বহাল ক'রে তার দ্বারা কিছু চাকুরী করাইবার জন্য কপটতা ক'রে পূজারও

সেবার ছলনা করি। তাহাতে বাধা প্রাপ্ত হ'লে, কিছু না পাইলে, শত্রুতা বা বর্জ্জন করি। আবার ধার্ম্মিকের সজ্জায় 'মানুষকে ভালবাস্তে শিখতে হয়, না হলে মনুষ্যত্ব থাকেনা।' মানুষকে ভালবাসার মধ্যে 'আমি মানুষ' আমাকে ভালবাস বা যা কিছু আমার জন্য কর্লে তুমি ধার্ম্মিক, মানুষ, সাধু, ভক্ত, পূজ্য, নায়ক, মান্য ও সব কিছু বলে স্বীকার কর্ব। আমি কিন্তু সেটা পালন কর্ব না। তাতে আমার স্বার্থ ষোল-আনা না থাক্লে সেটা করতে প্রস্তুত নই। বাহিরে কিছু লোক-সেবক, দাতা, ধার্ম্মিক, উদার, বুদ্ধিমান, দেশ-দশ-সেবক, দেব-পূজক, সমাজ-নায়ক, সোসাল-ওয়ার্কার, বহু মায়িক-গুণে-গুণবান্ বলে জাহির করে ফল্‌টা ষোল-আনাই আত্মসাথ কর্‌বার মতলবে কতই না কপটতা করে। কেহ বা ত্যাগী লোককে কিছু উৎসাহিত করে' তাহার দ্বারা আমার কিছু কার্য্য উদ্ধার যদি কর্তে পারা যায় তবে তাহাকেও সাধু সাজিয়ে এবং কিছু লোক যদি ত্যাগ করে, তবে আমার ভোগে কিছু বেশী ভাগ আস্‌বে বা তার সাধন, ত্যাগ ও তপস্যার ফলে যদি অলৌকিক শক্তিতে দ্রব্য, রোগারোগ্যাদি বা বিভুতি লাভ হয়, তাহার দ্বারাও আমি অনেক লাভবান্ হ'তে পার্ব ইত্যাদি অন্তর্নিহিত অপস্বার্থপরতার অগ্নি হৃদয়ে লুক্কায়িত রেখে বাহিতে তাহাদের সুখ্যাতি, সাহায্য, মান্য, পূজা, সেবা ইত্যাদির ছলনা করি। কেউবা 'নিজে ত্যাগ কর্‌তে পারছে না—ত্যাগীগণ কিছু ত্যাগ কর্‌তে পার্‌ছে না অতএব বাহিরে

ত্যাগের শ্রেষ্ঠত্ব দেখায়ে ত্যাগের ফলটা আত্মসাথ কর্‌বার কৌশলে নানা প্রকার কপটতা করে শ্রদ্ধাদি দেখাই। সভা করে প্রশংসা বাক্য বক্তৃতা দ্বারা জ্ঞাপন করি।' কেহ বা ভোগের অনিত্যত্ব ও অবরতা, হেয়ত্ব একটু বিচক্ষণ হয়ে ত্যাগের পথ অবলম্বন করে' তপস্বী, ত্যাগী ও যোগাদির পন্থাকেই ধর্ম্ম বলে মনে কর্‌ছে। কিন্তু ত্যাগী যদি ত্যাগ করে, তাহলে আমার ভোগের দ্রব্য সরবরাহ কেমন করে কর্‌বে, সে চিন্তায় বিহ্বল হয়ে সেটা অন্তরের সঙ্গে অনুমোদন কর্‌ছে না। তথাপি তারফলে যদি বিভূতি বা ভাল ভোগ যা আমার দ্বারা হচ্ছে না—তার প্রাপ্তির লোভে অন্তরে স্বার্থপরতা লুকিয়ে রেখে বাহিরের দিকে তাকে শ্রদ্ধা, ভক্তি, পূজা, সম্মানাদি প্রদানে কপটতা আশ্রয় করি। কিন্তু আবার দাতা ও পরোপকারের ছলনা কর্‌তে গিয়ে একজনের উপকার বা সাহায্য কর্‌তে গিয়ে আর একজনের সর্ব্বনাশ কর্‌তে উৎসাহের সহিত অগ্রসর হই ও তজ্জন্য গৌরবান্বিত হই। যা'র কাছ থেকে আমার প্রাপ্য আধিক, তা'রই পক্ষের সমর্থন করিয়া মন্দ উদয়ী-দয়ার আচরণকারী একের সাহায্য ও অন্যের সর্ব্বনাশ-সাধনরূপ শুকরী-বিষ্ঠা ভোজনে প্রমত্ত হই। আবার ত্যাগীর পোষাকে ও আচণে আপাততঃ দুঃখ কিছু পাইলেও অন্তরের কামুকতা-রূপ আত্ম-ভোগের বিষ গোপন করে ত্যাগীর ছলনা করি। এ সকলই ভোগের ও ত্যাগের ছলনাটা কখনও নিত্য শান্তির পথের বিরুদ্ধ ছাড়া একটুকুও সাহায্য করে না। ভোগ ও বৈরাগ্য

বা ত্যাগ জীবের নিত্য-মঙ্গল-লাভের পথে সহায়ক না হয়ে বিরুদ্ধতাই করে।

শ্রীল রূপ গোস্বামি প্রভু ভোগ ও ত্যাগ-ধর্ম্মের সুষ্ঠু আলোচনা ও শিক্ষা দিয়েছেন—"প্রাপঞ্চিকতয়া-বুদ্ধ্যা হরি-সমন্ধিবস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।" "অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।" এর অর্থ কোটী কোটী লোকের মধ্যেও একজনও বুঝতে পারছে না। ভোগের ও ত্যাগের দৌরাত্ম্য, কুফলত্ব, অনুপাদেয়ত্ব ও হেয়ত্ব একমাত্র কৃষ্ণ সম্বন্ধে নিযুক্ত না হলে রক্ষা নাই। ত্যাগী যদি কোন নিত্য সত্য পরমোপাদের বস্তু দেয় সুখময়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন পরকাষ্ঠা শিরোমণি প্রেম মহাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করে, তবে অন্য অনুপাদেয়, অনিত্য, দুঃখদ, অবর বস্তুর একে একে অনন্ত-কাল ধরে অসংখ্যবার আশ্রয় করে অন্যকে ত্যাগ করে, তবে তাহার আর অনন্তকালেও অসংখ্য অনন্ত ত্যাগ ও গ্রহণের অবসান হবেই না বরং দুঃখের পর মহা দুঃখ ভোগ করতে করতে জীবন নষ্ট ও দুঃখের পর দুঃখ ভোগই লাভ হবে।

আবার ভোগীগণ ভগবানের বস্তু ভোগ করবার জন্য সর্ব্বতোভাবে অনন্তকাল ধরে ভোগে প্রমত্ত হয়, তাহার ভোগের বিষোদ্গারী জ্বালাতে জ্বলতে জ্বলতে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখের অসংখ্য জন্মদাতা কামের দ্বারা পীড়িত হয়ে প্রতিপদে কষ্টই লভ্য হবে। সে কষ্টের অবসান মায়িক কোনপ্রকার

উপায়েই নিবৃত্তি হইতেই পারে না। তজ্জন্য যজ্ঞাদি নানা প্রকার সাধন করেও সহজলভ্য বলে মনে করে জীবন নষ্ট ব্যতীত ইহকালে দুঃখ ও পরকালে নরকযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেই না। যতদিন পর্যন্ত পরম কারুণিক জীবের একমাত্র প্রকৃত সদ্বন্ধু, মঙ্গলোপদেষ্টা শ্রীচৈতন্য মনোঽভীষ্ট প্রপূরক শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের এই উপদেশের আদর্শ (সারবান্) শ্লোকদ্বয় শুদ্ধ শ্রীচৈতন্য ভক্তগণের সঙ্গ ও কৃপা লাভে শ্রীচরণাশ্রয় করে 'শ্রবণাদি না কর্‌বেন ও তাঁহাদের একমাত্র অহৈতুক কৃপা ব্যতীত অন্যত্র প্রাপ্য নহে জানিয়া সুদৃঢ় ভক্তি-যোগে সেবা করিবেন ততদিন অন্য উপায়ে কখনও অব্যাহতি পাইতে পারিবেন না।

শ্রীহরি সেবার জন্যই এই জগতে সর্ব্বপ্রকার বস্তুর আবশ্যকতা। তাহা অনিত্য মায়িক অনুপাদেয়, হেয়তার আরোপ করিয়া ভক্তিপথে শ্রীভগবৎ সেবোপকরণ বস্তু, স্থান, কাল, পাত্র ও গুণাদি প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে ত্যাগ করিলে ফল ও বৈরাগ্য আশ্রয়ে সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে। সেইগুলি নিজে ফল ভোগ-স্পৃহা-শূন্য হইয়া নিযুক্ত করিবার সুকৌশল যাহা শ্রীরূপানুগ গুরু ও সাধুগণ প্রদান ও শিক্ষা দিয়াছেন, সেই প্রণালীতে সাধুসঙ্গে নিরন্তর নিষ্কপটে পূজ্য, সেব্য, ভগবৎ সেবোপকরণ-জ্ঞানে শুদ্ধ সেবক হইয়া নিযুক্ত করিবার কৌশল শিক্ষা ও আচরণ করিলে তবেই রক্ষা। ইহার মধ্যে যদি কোন-প্রকারে কপটতা প্রবেশ করিয়া বাহিরে ভগবৎ সেবার ছলনা করিয়া অন্তরে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম,

জ্ঞান, যোগাদির ফল-লাভাশা গোপনে রাখিলে নিজ ও পর বঞ্চনাময়ী সর্ব্বনাশই সাধিত হইবে।

"শুদ্ধ গৌরভক্ত শ্রীরূপানুগগণ যে ধর্ম্মের প্রচার করেছিলেন, প্রেয়-পন্থী সমাজ তা'কে বিকৃত করে, বিরূপ ক'রেফেলেছে। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা, গোস্বামিগণের শিক্ষা, আজ অতল জলধিগর্ভে নিমজ্জিত হয়েছে। আচার্য্যের কাজটা এখন ব্যবসাদারীতে পরিণত হয়েছে,—গুরুর নাম নিয়ে অর্থ, জন ও প্রতিষ্ঠালাভাশায়—অশ্রদ্ধালু অপরাধী ও ভগবদ্বিদ্বেষীগণকে মন্ত্র দিচ্ছে। ব্যবসায়ী গুরুব্রুবগণের ব্যবসায় ক্ষতি হ'বে জেনে এহেন অবৈধ অধর্ম্ম আপত্তি করবার উপায় নেই—ধনীর হুকুম তামিল না করলে তা'রা গুরুকে নাকচ্ ক'রে দেবে। কতকগুলি লোক নির্জ্জনে বসে' বসে' মালা টান্‌ছে, কীর্ত্তনের অভিনয় ও নির্জ্জন-ভজনে অষ্টকালীয় লীলাস্মরণ করবার দুর্ব্বুদ্ধি-পোষণ করে নিজেকে পরম মুক্ত-শিরোমণি নির্জ্জন-ভজনানন্দীর প্রতিষ্ঠা শুকরী-বিষ্ঠা-ভোজী কৃমি হয়ে সর্ব্বনাশ সাধন কর্‌ছে—কেউবা উচ্চ-কীর্ত্তন করে পিত্ত বৃদ্ধি কর্‌ছে। ওরূপ মুষার পলায়নে বা ছুচোর কীর্ত্তনে কোন মঙ্গল হবে না। ওসব চেষ্টা—ধর্ম্ম নয়, দালালী বা বদ্‌মায়েশীর প্রলোভন। 'দয়ার' নাম ক'রে অপস্বার্থপর মানুষ যে কাজ কর্‌ছে, তাহা ইহা ছাড়া আর কিছুই নয়। মাছ যেমন রড়শীর খাদ্যের লোভে, পশু যেমন ব্যাধের বাঁশী শুনে, নিহত হয়, আপাত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির আশায় মনুষ্য জাতিও সেরূপ নরকের পথে

যাচ্ছে। তাদের অপকার্য্যে ঐ প্রকার চেষ্টায় বাধা দেওয়াই সাধুর একটা কার্য্য।

এই প্রকারে বহু হতভাগা অজ্ঞ, অপরাধী, জীব—ধূর্ত্ত, শঠ, ধর্ম্মধ্বজী ভটুথারির দলে পড়িয়া বঞ্চিত হইতেছে। তন্মধ্যে যদি কাহারও একটু স্নুকৃতি ও সরলতা থাকে তা'কে উক্ত দল হইতে উদ্ধার করিবে। একজনের জন্য দু'শ গ্যালন রক্ত ব্যয় কর্‌লে শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা লাভ হবে। কিন্তু লাখ লাখ বদ্‌মায়েশ লোক সরল প্রকৃতির হিতাহিত-বোধ-হীন ধনীর নিকট গিয়ে ধনীদের নরক পথে পতিত কর্‌ছে। কখনও সেরূপ হিংসার কার্য্য করিতে হইবে না বা প্রশ্রয়ও দিতে হইবে না। তীব্রভাবে তাহার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করিয়া প্রকৃষ্ট জীবের মঙ্গলের পথ দেখিয়ে জানায়ে, বুঝিয়ে দিয়ে তাদের মঙ্গল কর্‌তে যত্ন কর্‌তে হ'বে। নিজের ভজন-সাধন কমিয়ে দিয়েও একার্য্য কর্‌তে হবে। কিন্তু উক্ত কপটী, ধর্ম্মধ্বজী, বঞ্চক, অপরাধী গুরুব্রুবগণকে অচিকিৎস্য অপসম্প্রদায়ী জ্ঞানে বর্জ্জন করাই কর্ত্তব্য। তাহাদের মঙ্গল চিন্তা করাও মহাঅপরাধ। তাহারা নিজে ক্ষুদ্র জীব হইয়া মহতের অনুকরণকারী মহা-অপরাধী। তাহারা ধন, জন ও প্রতিষ্ঠাদির লাভাশায় অশ্রদ্ধ, অনুপযুক্ত অপরাধীগণকে নাম-মন্ত্রাদি প্রদানে দল বৃদ্ধি করিয়া তাহাদের অপরাধ লইয়া পুঞ্জীভূত অপরাধ ও অপরাধীগণের বৃহৎ সমৃদ্ধ করিয়া মহারম্ভে নরকে গমন করিবেই। তাহারা অচিকিৎস্য, তাহাদের কাপট্যময়ী মহা-অপরাধ দুশ্চিকিৎস্য-

জ্ঞানে বর্জ্জন করাই বিধি। সাধুগণ পরম দয়ালু হইলেও এবং গৌরনিত্যানন্দপ্রভু মহাঔদার্য্য-শিরোমণি ও পরম ক্ষমা-শীল হইলেও পাষণ্ডদলন বানা শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পাষণ্ডের দলন ও সংহার করা এবং শ্রীচৈতন্যের মুখাগ্নিতে পুড়াইয়া মারাই তাহাদের উপযুক্ত শাস্তি। বহুলোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে কপটতার আশ্রয়ে ক্ষুদ্র জীবাধম নিজেকে তেজিয়ান ও শক্তিশালী মনে করিয়া অপরাধী শ্রদ্ধাহীন জনগণকে হরিনাম, দীক্ষা, সন্ন্যাস, বাবাজীর বেষ প্রদান কার্য্য—মহা-কাপট্যময়ী হওয়ায় তাহাদের ও তাহাদের অনুচর, সাহায্যকারী ও অনুমোদনকারীগণের কখনও কাহারও কৃপা-লাভের আশা একেবারেই নাই বা হইবেই না। তাহারাই কপটতাশ্রয়ী বিধায় অচিকিৎস্য। অতএব উপেক্ষ্য। তাহাদের হতভাগা অপরাধী অন্যাভিলাষী অতি-গুরু-ভক্তের অভিনয়কারীগণ বৈষ্ণবাপরাধ করিয়া সর্প, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জানোয়ার হইয়া পরে অনন্তকালের জন্য মহাযন্ত্রণা-দায়ক নরকভোগ করিবেই। তাহাদের উদ্ধারের আর কোনপ্রকার উপায় বা মঙ্গল চিন্তাকারীগণও উপেক্ষা করিয়া চিন্তাও করিবেন না।

বর্ত্তমান ধর্ম্মসম্প্রদায় ও বিকৃত রাজনৈতিক :—নীতির মূল ভিত্তি হ'চ্ছে—দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। যাহার জন্য অনাদিকাল হইতে ধার্ম্মিক রাজন্যবর্গ প্রতি বর্ষে একবার সৈন্য-সামন্ত লইয়া 'মৃগয়া যাত্রা' করিতেন। ইহা হরিণ-মারার বা জীব-হত্যার তাণ্ডব নাট্য ভোগী রাজন্য বা

রাজকর্ম্মচারীর খেয়াল চরিতার্থ করিতে হিংসামূলক উৎসব নহে। সমস্ত নীতি-শাস্ত্রকে ক্রোড়ীভূত করিয়া শাসনতন্ত্রের মূল আকর। যাহা অন্যের দ্বারা সম্ভবপর নহে বা পালনে দোষ-স্পর্শ ও অত্যাচার, অনাচারের গন্ধও প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য রাজন্যবর্গ নিজে নায়ক হইয়া সুদুর্ল্লভ মানবজন্ম সার্থক করিতে সর্ব্বশক্তি নিযুক্ত করিয়া এবং সমস্ত নীতিশাস্ত্র যাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তজ্জন্য স্বয়ং অন্যের অবিচার দ্বারা দূষিত ও ক্ষিন্ন যাহাতে না হয়, তাহায় ব্যবস্থা। সকল জীবের পক্ষেই 'সাধুসঙ্গই একমাত্র মঙ্গল লাভের উপায় স্বরূপ'—ইহা দৃঢ়ভাবে জ্ঞাত হইয়া তাহার অনুশীলনই এই মৃগয়া যাত্রা। সাধু-সঙ্গ জীবের পক্ষে সুদুর্লভ। সাধুগণ যথায় তথায় ভক্তি প্রতিকূল স্থানে থাকিয়া নিজেদের অমূল্য ভজনের সময় নষ্ট করেন না। তাঁহারা সাধারণতর নির্জ্জনে কোন ভজনের অনুকূল স্থানে থাকিয়া জীবনযাপন করিতেন। সর্ব্বক্ষণ ভজন পরায়ণ থাকিয়া আত্ম ও পর মঙ্গলময় কার্য্যে রত থাকিতেন। ভাগ্যবান জীব তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া আত্ম-মঙ্গলের জন্য সেবা ও কৃপা লাভ করিতেন। তজ্জন্য সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাজন্যবর্গ আত্মপর মঙ্গলার্থে মৃগয়া-যাত্রা সপরিকরে গমন করিতেন। কিন্তু, "অসুর ও রাক্ষস-গণের মর্জ্জাগত স্বভাব—তাঁহারা এত বড় মঙ্গলময় কার্য্যে রত ও জগৎ হিতকারী সাধুগণের ভজনে বাধা প্রদান করা, স্থান কলুষিত, অপবিত্র করা ও যাহাতে ভজন প্রয়াসীগণ

মঙ্গল লাভার্থে আসিতে না পারে তজ্জন্য বিভিন্ন প্রকারে বাধা সৃষ্টি করা।" এজন্য সেই দুষ্টগণকে দমন করিয়া ও শিষ্ট-সাধুগণের জগন্মঙ্গলময় কার্য্যের সাহায্যার্থ ও নিজের সাধু-সেবা ও মঙ্গলার্থীগণের সুযোগ সুবিধা দিতে ইহার ব্যবস্থা। এজন্য সেই দুষ্টগণের দমন করিতে রাজ-শক্তির ব্যবহার জন্য সৈন্যসামন্তসহ মৃগয়া গমন। তাহাতে সমস্ত শাসনতন্ত্রের ভিত্তি নিহিত আছে। যতপ্রকার শাসনতন্ত্রের আইন এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করিয়া ব্যবস্থাপিত আছে। সূক্ষ্মভাবে সদুদ্দেশ্যে নিরপেক্ষভাবে বিচার ও চিন্তা করিলে এই মহা-সত্যের উপলব্ধি সকলেই অনায়াসেই করিতে পারিবেন। সমস্ত Civil ও Criminal Code সে সকল Rules and Section আছে সমস্তই এই নীতির দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত।

কিন্তু বর্ত্তমানে উক্ত মহৎ উদ্দেশ্য সন্ধান ও অনুধাবন করিতে অযোগ্য, অনুপযুক্ত শ্রেষ্ঠ অধিকারীগণ তাহার যে কি প্রকার বিরুদ্ধ ও বিদ্বেষ আচরণ করিতেছে তাহা বর্ণনাতীত। 'মৃগ+অয়া'=মৃগয়া নহে। 'মৃগ্যতি—ইতি' =মৃগয়া। তাহা কখনই হরিণ মারার, জীব-হত্যাকারী উৎসব বা আচরণ হইতেই পারে না। পূর্ব্বে রাজন্যবর্গ যাঁহারা রাজ্য-শাসন ও প্রজা-পালন করিতেন, তাহারা প্রায়ই ধার্ম্মিক, দয়ালু, সুবিচারক ও প্রজাবৎসল ছিলেন। তাহারা কখনই নীরীহ হরিণ জাতিকে মাত্র হত্যা করা রূপ হিংস্র বৃত্তির চরিতার্থ করিতে এই জঘন্যতম জীব-হিংসা-রূপ

পাপ কার্য্যের ব্যবস্থা কখনই তাঁহাদের চরিত্রে প্রকাশিত করিতে পারিতেন না। এক্ষণে সেই প্রকার সাধু চরিত্র, প্রজা বৎসল, সুবিচারক আইনজ্ঞ, সচ্চরিত্র ও উপযুক্ত রাজন্যবর্গের অভাব জন্য আজ ভারত অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত, বিপন্ন, উৎপীড়িত, দুষ্টগণের অত্যাচারে সর্ব্বদা ক্ষিন্ন হইতেছেন। মূল হইতে শিরোদেশ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই অর্থ-লোভী, স্বার্থপর, অযোগ্য ব্যক্তিগণ উচ্চস্থান অধিকার করিয়া তাহাদের সামান্য অপস্বার্থ-সিদ্ধির জন্য যে কি প্রকার অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, অসৎ আচরণ করিতেছে তাহা বর্ণনের ভাষাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এ কথার সত্যতা আজ উৎপীড়িত অত্যাচারিত ব্যক্তির অভাব নাই। ইহার অধিক বর্ণন নিষ্প্রয়োজন।

গণতন্ত্রের কুব্যাখ্যা—অধিক লোক যাহা আচরণ করে তাহার পক্ষ সমর্থন উদ্দেশ্যে গণতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। জগতের শতকরা-প্রায় শত সংখ্যক লোকই কোন না কোন প্রকারে দূষিত। তাহাদের সংখ্যাধিক্য লইয়া শাসনতন্ত্র বা সমাজ গঠিত হইতে পারে না। ধান্য ক্ষেত্রে ধান্য অপেক্ষা বহুগুণে অধিক ঘাস, কাঁটা ও আগাছা উঠিয়া ধান্য ক্ষেত্রকে নষ্ট করে। সুবিজ্ঞ কৃষক সেই আগাছা, ঘাসাদি বহু যত্নে নির্ম্মূল করিয়া তাহাদের জীবীকা-প্রদ ধান্য গাছকে রক্ষা করে ও তেজিয়ান করেন। যেহেতু "মাটীতে ধান্য বিরুদ্ধ আগাছার ও আশ্রয়" সেই বিচারে সংখ্যালঘু ধান্য গাছকে উৎপাটন করিয়া আগাছাকে সার-জলাদি দিয়া পুষ্ট

করেন না। সেই প্রকার সুবুদ্ধিমান কেহই বিচারক বা সমাজপতি বা নায়কগণ কখনই ধান্যরূপী সাধুগণকে উৎপীড়ন করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ, দুষ্টাচার গুণ্ডা, দস্যু ইত্যাদিকে প্রশ্রয় দেন না। ইহার ব্যাতীক্রম হইলে জগতে মহান অনর্থ ও দুর্নীতির দ্বারা সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে। বর্ত্তমান 'ভোট'— প্রথা দ্বারা দেশের যে কি প্রকার অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার ও অশান্তি হইতেছে, তাহা সুধী মাত্রেই বিশেষ-রূপে অনুভব করিতে পারিতেছেন। আবার ধর্ম্মনিরপেক্ষের ছলনায় অধর্ম্ম পক্ষপাতিত্ব প্রবলভাবে বর্দ্ধিত হইয়া অধর্ম্মের প্রবল প্রতাপে ভাল, মন্দ, সাধু-অসাধু, খল, দুর্ব্বল-বলবান্, ধনী-নির্ধনাদি সকলেই প্রবলভাবে আক্রান্ত হইয়া এরাজ্যে বাসের অনুপযোগী হইয়াছে। অধর্ম্মের প্রাবল্য ও ধর্ম্মজ্ঞানা-ভাবে, সকল প্রকার সম্প্রদায়, সমাজ, নীতি ও আইনাদি বিপুলভাবে আক্রান্ত হইয়াছে। ধর্ম্ম কাহাকে বলে, অধর্ম্ম কাহাকে বলে—বিচারকগণ, নায়কগণ, সমাজপতিগণ শ্রেষ্ঠ স্থানারূঢ় ধর্ম্মাধিকরণ ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইয়া ধর্ম্মের বিচার করিতে গিয়া অনুপযুক্ত, অনধিকারী ব্যক্তি-গণের উপর উচ্চপদ প্রদত্ত হওয়ায় এই মহানর্থ ও দুর্গতির চরম অবস্থা হইয়াছে। কেহ কেহ উদারতার ছলনায় আগাছাকে জল-সারে পুষ্ট করিয়া তাহাদের মঙ্গল বিধানে উপদেশে আগাছায় ধান্য ফল হইতে চেষ্টারূপ গুণ্ডা, দুষ্ট ও দুর্জ্জনের প্রশ্রয় ও সাহায্য করিয়া দেশের ও সমাজের এবং ধর্ম্ম জগতের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে।

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুততো বিভিন্না নামাবৃষির্যস্য মতং নভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥
(মঃ বঃ প ৩১৩।১১৭)

"তর্ক সহজেই প্রতিষ্ঠা-শূন্য, শ্রুতি সকলও ভিন্ন ভিন্ন, যাঁহার মত ভিন্ন নয়, তিনি 'ঋষি'ই হইতে পারেন না, এতন্নিবন্ধন ধর্ম তত্ত্ব গূঢ়রূপে আচ্ছাদিত আছে অর্থাৎ শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া ধর্ম তত্ত্ব পাওয়া কঠিন। সুতরাং যাহাকে 'মহাজন' বলিয়া সাধুগণ স্থির করিয়াছেন, তিনি যে পন্থাকে 'শাস্ত্র পন্থা' বলিয়াছেন, সেই পথেই অপর সকল ব্যক্তির গমন করা উচিত।

বাস্তবিক পক্ষে, প্রকৃত 'মহাজন' নির্ণীত না হইলে জীবের কোন চেষ্টাই সুফলপ্রসূ হইতে পারে না। শ্রীমদ্ ভাগবতে (৬।৩।১৯-২১)—'দ্বাদশজন' মহাজনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—স্বয়ম্ভূনারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ। প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্॥ কলিযুগে ভগবদ্ভক্তি প্রচারক শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের চারিজন আচার্য্যই 'মহাজন'। অস্মৎসম্প্রদায়ে গৌড়ীয়েশ্বর শ্রীদামোদর স্বরূপই মূল 'মহাজন'। তদ্ভিন্ন-কলেবর পরমতত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়তম শ্রীরূপ-সনাতন, বা শ্রীরূপানুগ সাধু-জনগণ, 'মহাজন'। শ্রীবিষ্ণু-স্বামীর অনুগত শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীধর-স্বামীও 'মহাজন'। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব, ইঁহারা সকলেই 'মহাজন'। কিন্তু যাহারা এই সকল মহাজনে ভোগ বুদ্ধি বিশিষ্ট হইয়া অর্থাৎ

ইহাদিগের 'সেবা' করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে স্ব-স্ব তুচ্ছ স্বার্থ-সিদ্ধির যন্ত্ররূপে 'মাপিয়া লইতে' বা 'গুরুর উপর গুরু-গিরি করিতে' ধাবিত হন, সেই সকল দুর্ভাগা ব্যক্তি ঐ সকল মহাজন হইতে বহু দূরে অবস্থিত। ইন্দ্রিয়-তর্পণ বা মায়াদাস্যই তাঁহাদের নিকট 'কল্পিত মহাজনে'র মূর্ত্তি লইয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাদিগকে ছলনা করিয়া তাহাদিগের ইন্দ্রিয়কে প্রকৃত সত্য পথ হইতে আবৃত করিয়া বিক্ষিপ্ত করে। সুতরাং শুদ্ধভগবদ্ভক্তের চেষ্টা কখনও তাঁহাদিগের প্রাকৃত-বুদ্ধির ধারণার বিষয় হয় না। (অনুভাষ্য ১৮৫-১৮৬)

এই মূল নীতিতে যে মহাজনের প্রদর্শিত পথই পালন ও গতি তাহার কেহই সন্ধান করিতেছে না। কেবল ধন, জন, ঐশ্বর্য্যকে ধর্ম্মের মহাজন বলিয়া ভ্রম করিয়া প্রকৃত মহাজন-গণের পথের কোন সন্ধান না করিয়াই অভিজ্ঞ, বিচারক, নায়কাদির আসন কলঙ্কিত করিতেছে। তাই আজ ভারত সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত, পতিত, অত্যাচারিত ও মহাপাপের উষরভূমিতে পরিণত হইয়াছে। বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্র যাহা সকলপ্রকার রাজনীতি, সমাজনীতি আদি সর্ব্বপ্রকার নীতির নিয়ামক, তাহার সন্ধানই কেহ না রাখিয়া দুষ্ট লোক কিছু অনুগত অজ্ঞ দুষ্ট লোককে সংগ্রহ করিয়া অধর্ম্ম নীতিরই প্রাবল্যে আজ দেশের, সমাজের; লোকের ও ধর্ম্মের যে কি প্রকার অপচয়, অন্যায় ও সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, তাহা বর্ণনের ভাষাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। হিরণ্যকশিপু, রাবণ, সহস্রবাহুধর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রবল ভাবে তীব্র তপস্যা

ও যজ্ঞাদি আচরণ, তদ্দ্বারা স্বর্গ, মর্ত্তাদি লোকের উপরও প্রভুত্ব করিতে সক্ষম হইলেও কেহই ধার্ম্মিক, বৈষ্ণব বা সাধু হইতে পারেন নাই। পরন্তু রাক্ষস, অসুর ও দুষ্ট মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। আজ একেবারেই অনভিজ্ঞ, অজ্ঞ, দুষ্ট, কপট, মাৎসর্য্য-পরায়ণ, ঘৃণিত, অপস্বার্থপর, মহাপাষণ্ডী পাপী ব্যক্তিগণকে তাহার আসনে আসীন হইয়া কি প্রকার অর্থ-লোভে অবিচার ও অত্যাচার করিয়া সৎলোকের উপর দুর্দ্দান্ত দুর্গতি প্রদান করিতেছে তাহা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন।

"পাপের প্রাবল্যে দ্রব্যমূল্য অধিক হয়"—ইহা নীতি-শাস্ত্রজ্ঞগণ বলিয়াছেন। সংখ্যাধিক্য হেতু খাদ্যদ্রব্যের অভাব বলিয়া রাজনীতিজ্ঞগণ সাধারণ অজ্ঞ লোককে বঞ্চনা করিতেছে। বেশী মূল্য দিলে সে অভাব কি প্রকারে দ্রব্যের সরবরাহ হইতে পারে? দ্রব্য যথেষ্ঠ পরিমাণ আছে, তাহা এক্ষণে অর্থ-লোভী, হিংস্র, অপস্বার্থপর ব্যবসায়ী ও রাজন্য-বর্গের দুর্নীতি-পোষক ও পরহিংসা কার্য্যে পূর্ণভাবে পূর্ণ-উদ্যমে চালাইতেছে। তৎস্থলে দরিদ্রগণই তাহার ফল ভোগ করিতেছে এবং ধনিগণেরদত্ত ধনবৃদ্ধির সহজ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়ে অবাধে চলিতেছে। মহাশক্তিশালী রাজন্যবর্গ এ বিষয়ের প্রতিকারের পরিবর্ত্তে অপস্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া ভারতের যে কি প্রকার সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন তাহা চিন্তা করিলেও অসম্ভব বলিয়াই জানা যায়। সকল উৎপীড়ন, অনাচার, দুরাচার, দুর্নীতি, অত্যাচারের দমনের

পরিবর্ত্তে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদানই বর্ত্তমান রাজন্যবর্গের মহৎ কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম কৃত্য ও ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। মূলনীতি-অপস্বার্থ-পরতা। সিনেমা, বায়স্কোপ, T.V., রেডিও, মাইক, মদ্য-মাংসাদি অসেব্য সেবনে উৎসাহ প্রদান, শিষ্টের প্রতি অত্যাচার, অপমানের প্রবল উৎসাহ, দুর্নীতির প্রতি প্রবল রাজশক্তির সাহায্য নিয়োগাদি সর্ব্বপ্রকার সর্ব্বনাশের সাধনই বর্ত্তমান রাজনীতি। সাহায্য প্রদানের মধ্যেও রাজন্যবর্গের বিপুল প্রাপ্তিযোগে কেহ সাহায্য করিলে তাহা যথাস্থানে না গিয়া অধিকাংশই অপব্যয় ও অপস্বার্থপরতা সৌজন্যের স্থান গ্রহণ করিতেছে। ঘর-ভাড়া, ভাগ-চাষ, বেকার সমস্যার সৃষ্টি, চুরি, ডাকাতি, ব্ল্যাক-মার্কেটিং, গুণ্ডামি, মাতলামি, পরদ্রব্য গ্রহণ, ঘুস গ্রহণ, পরস্ত্রী অপ-হরণাদি সর্ব্বপ্রকার দুষ্কর্ম্মের দমনের পরিবর্ত্তে পরোক্ষভাবে সাহায্য ও তন্মধ্যে নিজেদের অপস্বার্থপরতার অর্থ-লোভ-ময়ী সহায়তা, উৎসাহ দানই বর্ত্তমান রাজন্যবর্গের কাপট্য শিক্ষার সর্ব্বোচ্চ স্থান গ্রহণ করিয়াছে।

সমন্বয়বাদের ধূয়া উঠাইয়া প্রকৃত সমন্বয়ের বিরুদ্ধাচরণই হইতেছে। সমন্বয়বাদের ধূয়া উঠাইয়া মাৎসর্য্যের তাণ্ডব নৃত্য প্রবলভাবে সমাজের ও সাধুদিগের, মহৎদিগের বক্ষ বিদারণ করিতেছে। শিক্ষাগারে প্রবেশ না করিয়াই পারিশ্রমিকের দাবী ও তজ্জন্য অত্যাচার করিতেছে। জিহ্বার প্রতি হিংসা করিয়া হস্ত-পদ, জিহ্বার আস্বাদন

কার্য্য করিতে দাবী করিতেছে। কিন্তু সমন্বয় শব্দে—যথা-যোগ্য সন্নিবেশই লক্ষ্য ও ব্যবস্থা করে। যাহার যাহাতে যোগ্যতা ও যিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ তাহার দ্বারাই তাহা সম্পাদন ও সাধিত হয়। একের কার্য্য অন্যের যোগ্যতা না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার দ্বারা সম্পাদন করিতে গেলে মহান অনর্থের সৃষ্টি হয়। জিহ্বার কার্য্য অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কখনই সম্ভবপর নহে। দাবী ও অন্যায়ভাবে অধিকার করিতে গেলে সকলেরই সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। অনুকরণ করিতে নিজে আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন এবং পরবঞ্চনা করিতে গেলেও স্ব-পর সর্ব্বনাশ সাধন ব্যতীত আর কিছুতেই লাভবান হইতেই পারিবেন না। অনুপযুক্ত লোক নিজে উপযুক্ত মনে করিয়া যাহাই করিতে যাইবেন তাহাকেই কষ্ট, দুঃখ, যন্ত্রণা, হতাশ ও কার্যনাশ করিয়া শেষে মহা-দুঃখে পড়িয়া সর্ব্বনাশ সাধন ব্যাতীত আর কিছুই লাভবান হইতে পারিবেন না।

ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার শ্রীপরশুরাম যে এক-বিংশতিবার পৃথিবীর নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। তাহার কারণ ঋষিনীতি বা ভগবদ্বিদ্বেষী ক্ষত্রিয়গণ যখন তাহাদের নীতি বা শাসনতন্ত্র 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন' বৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আইনগুলিকে নিজমুখপর দুর্নীতির পক্ষ সমর্থন করিয়া ভগবদ্বিদ্বেষ, সাধুর বিদ্বেষ ও নির্য্যাতনে নিযুক্ত করিয়া নীতির মূল উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। "পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্ম-সংস্থাপ-

নার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" (গীতা ৪।৮) এই নীতি রক্ষা করিতে শ্রীভগবান্‌কেও অবতার গ্রহণ করিতে হয়। তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া পর পর একবিংশতি প্রকার দুর্নীতির প্রাবল্য লাভ করিয়াছিল, তাহা ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের দ্বারাই সম্পাদিত ও পালিত হওয়ায় তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া সাধুগণের পরিত্রাণ ও দুষ্টের দমন দ্বারা পুনঃ ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থে ক্ষত্রিয়কুল নিধন করিবার অত্যাবশ্যক হইয়াছিল। পরে নিজে শ্রীরামচন্দ্রের ক্ষাত্রধর্ম্ম ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার মধ্যে নিজে প্রবিষ্ঠ হইয়া রাজনীতির মর্য্যাদা, সুব্যবস্থা ও সংরক্ষণ করেন।

মন্বাদি বিংশতি ধর্ম্ম সংরক্ষক শাসনে শাসিত জনগণই প্রকৃত মানব। সেই বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্র কি? তাহার সন্ধান পর্য্যন্তও যাহারা অবগত নহেন, তাহারা যদি ধর্ম্ম-প্রচারক, শাসক, নিয়ামক, নায়ক ও সমাজ সংরক্ষক হয়েন তাহাদের উচ্চপদের অপলাপ, অবিচার ও অত্যাচারের দ্বারা জগন্নাশকর সর্ব্বনাশই সাধিত হইবেই।

সামান্য অর্থ-লোভে যে কি প্রকার নিজ-পর সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, তাহা অজ্ঞ কুনপাত্মবাদী, মূঢ়গণ কিছুতেই শুনিতেছে না বা বুঝিতেছে না। প্রতিষ্ঠাশা-শূকরী-বিষ্ঠা তাঁহাদের এত মুগ্ধ ও লুব্ধ করিতেছে যে, পরের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে গিয়া নিজেরও যে মহা-সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে—তাহা বুঝিবার যত্নও করিতেছেন না। অখাদ্যের অনুমোদন, ভেজাল, ঘুস অন্যায় কার্য্যের অনুমোদন

অবাধেই চালাইয়া গৌরবান্বিত। অগ্রপশ্চাত বিবেচনা ও দূরদর্শনের অভাবে যে কত অন্যায় ও দুর্নৈতিক আদেশ ও ব্যবস্থা করিতেছেন তাহা একটু স্থির মস্তিকে চিন্তা করিলে নিজেরাই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইবেন। বিচারকগণ অর্থ-লোভে অন্যায় আদেশ, বিচার, হুকুম-জারি করিয়া এবং আলস্য ও দায়িত্বহীনতা বা সামান্য অপস্বার্থ-সিদ্ধি বশবর্ত্তী হইয়া নিজ কর্ত্তব্য বুদ্ধি একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া জন-সাধারণের উপর যে কি ভীষণ অত্যাচার ও ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছেন, তাহা চিন্তা করিবার শক্তিও অপস্বার্থপরতার প্রবল বেগে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। আসবপান, সিনেমা, মাইক, জীব-হত্যাদির প্রশ্রয় ও অনুমোদনে জনসাধারণসহ নিজ-পরিবারভুক্ত জনগণেরও মহা-সর্ব্বনাশ সাধন করি-তেছেন। জড় বিজ্ঞান যত উন্নত হইবে ততই পরমার্থ-পথের সর্ব্বনাশ সাধিত হইবেই। জড় বিজ্ঞান কোনদিন সৃষ্টির উন্নতি বা ভাল কার্য্য করিতে পারেই না, তদ্দ্বারা ধ্বংস ও নাশ কার্য্যই সাধিত হয়। পরমার্থ বিদ্যায় অনুগত হইয়া বা তাহার অনুকূলে সমস্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিদ্যা, শিল্প, ভাষা, দর্শন, সাহিত্য, ঐতিহ্য, গীত, নাট্য, সমাজ, বাদ্য, আইন, শাসন, বিচার, দ্রব্য, অনুসন্ধান বা যাহা কিছুই করুন না কেন তাহাতে মঙ্গল সকলেরই হইবেই। আর পরমার্থের বিপরীত উক্তগুলি ব্যবহৃত হইলে, জীবের, জগতের, সমাজের ও নিজেরও মহা-সর্ব্বনাশ, দুঃখ, অভাব, ভয়, শোক, অনুশোচনা ও প্রাপ্তির-বাধক প্লাবনে সর্ব্বনাশ

হইবেই। বিজ্ঞানের উন্নতিতে এটম-বোম, বিষাক্ত গ্যাস, বিষাদি শস্য ক্ষতিকারক নাশক, সার, মাইক ইত্যাদি ব্যবহারে আপাততঃ কিছু উন্নতি মধুপুষ্পিত বাক্য ও লাভ দেখাইয়া পরিণামে কত যে মূলে সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। উচ্চ মাইকের শব্দে বা বোমের শব্দে প্রায় শতকরা শতজনের কর্ণ বধির করিয়া দিতেছে। তীব্র আলোকেও প্রায় সকলেরই দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ করিতেছে। "কালবুদ্ধীন্দ্রিয়ার্থানাং যোগো মিথ্যা ন চাতি চ। দ্বয়াশ্রয়াণাং ব্যাধীনাং ত্রিবিধো হেতু সংগ্রহ॥ (চরক সূত্রস্থান) অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক যত প্রকার ব্যধি আছে, কাল, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ার্থগণের মিথ্যাযোগ, অযোগ ও অতিযোগ তাহার কারণ। শরীর ও মন এই উভয়ই রোগ সমূহের ও আরগ্যের আশ্রয়স্থান তন্মধ্যে কাল-বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ার্থগণের সমযোগই আরগ্যের কারণ এবং উহাদের বিষমযোগ রোগেও কারণ, অর্থাৎ সর্ব্বকালের অযোগ, অতিযোগ ও মিথ্যাযোগ, বুদ্ধির অযোগ, অতিযোগ ও মিথ্যাযোগ এবং ইন্দ্রিয়ার্থের (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদির) অযোগ, অতিযোগ ও মিথ্যাযোগ হইতেই কি শারীরিক, কি মানসিক সকল প্রকার রোগই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

চরক ঋষির এই রোগোৎপত্তির নিদান পড়িলে ইহার সত্যতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া তজ্জন্য অনুশোচনা করিতেই হইবে। যদি একটু মনুষ্যতা, সহৃদয়তা ও সদ্বৃত্তি কাহারও হৃদয়ে একটুকুও লুক্কায়িত থাকে। ক্লাবের নামে

যত দুষ্ট, অসৎ, গুণ্ডা, চোর, মাতালেরও অসৎ শিক্ষা, আলোচনা ও কার্য্যের মহা দৌরাত্ম্যময়ী ব্যাপারের কারখানা খুলিতেছে, তাহা অযোগ্য উচ্চাসনে আরূঢ়গণের অযোগ্যতা ও দুর্ব্বলতার জন্য প্রশ্রয় ও সাহায্যদ্বারা যে কি সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে তাহা বর্ণনের ভাষা নাই। আবার সার্ব্বজনীন পূজার ছলনায়, জোরপূর্ব্বক চাঁদা-আদায়, আসব-সেবন, অনাচার, উৎপাত, অত্যাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রবল প্রতাপ—অযোগ্য, দুর্ব্বল উচ্চপদস্থগণের অনুমোদন ও সাহায্য মহা-সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে।

গুরুগিরি—আমরা 'তৃণাদপি সুনিচতা'র অভাবের আদর্শ দেখাইবার জন্য এই দেবীধামে বিষয় ভোগে ব্যস্ত আছি। শ্রীগুরুপাদপদ্মে পরের ছিদ্রানুসন্ধান হ'তে নিবৃত্ত থাকেন, অথচ আমার অমঙ্গল, আমার শতশত ছিদ্র সর্ব্বদা দেখিয়ে দেওয়া ছাড়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃত্য নেই। "আমি বড় বাহাদুর, খুব পণ্ডিত, বুদ্ধিমান, বক্তা, আর একজন মূর্খ, নির্ব্বোধ, কিছু বল্‌তে পারেনা, বা অধিক অর্থ সংগ্রহ কর্‌তে পারে না'—এরূপ পরচর্চ্চা কমিয়ে দিয়ে যদি হরিচর্চ্চা করি' তাহলে আমাদের মঙ্গল হবে। তাহলে ভগবদ্‌বৈমুখ্যকে কখনই আদর কর্‌ব না।" শ্রীগুরুদেব অনুপযুক্তকে সিদ্ধ-প্রণালী দেন না। সাধক ও সিদ্ধের কথা কখনও এক হয় না। কেহ যদি সিদ্ধ হয়ে থাকেন, তিনি যদি দয়া করে বলে দেন, কোন্‌টি তাঁর সিদ্ধ-স্বরূপ, তাহলে আমরা জান্‌তে পারি। শ্রীগুরুদেব মধুর রসে শ্রীবার্ষভানবী। বৎসল রসে

তিনি—শ্রীনন্দ-যশোদা, সখ্যরসে—শ্রীদাম-বসুদাম, দাস-রসে—চিত্রক-পত্রক। এই সকল বিষয়াশ্রয়ের আলোচনা গুরুসেবা কর্‌তে কর্‌তে হৃদয়ে উপস্থিত হ'বে। এ-সকল কথা কৃত্রিমভাবে হৃদয়ে উদিত হয় না। সেবা-প্রবৃত্তি উদিত হ'লে আপনা থেকে ভাগ্যবান্‌-জনে উদিত হয়ে থাকেন। আমাদের গুরুসেবা ব্যতীত অন্য কৃত্য নাই। জড় জগতের মিশ্রভাব নিয়ে শেষ-ব্রহ্মা-শিবাদির অগম্যা নিত্যলীলার কথা আলোচনা হয় না।" শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের অজ্ঞান-বিধ্বংসী, আলোক-প্রদানকারী ও সর্ব্বতোভাবে আমাদের আত্মমঙ্গলের সাহায্যকারী। সেই গুরুপাদপদ্মের সাহায্য ল'য়ে যদি আত্মভোগ-চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা পোষণ করি, তা'হলে গুরুপাদপদ্মকে ভৃত্যত্বে পরিণত কর্‌বারই চেষ্টা হয়। সেই জন্য অপস্বার্থপর-অন্যাভিলাষ, কর্ম্মবাদ, নির্ভেদ-জ্ঞানবাদ, প্রভৃতির মধ্যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম থাক্‌তে পারেন না। একমাত্র ভক্তিরাজ্যেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবিত হ'তে পারেন। অন্যাভিলাষীর, কর্ম্মীর, নির্ভেদ-জ্ঞানীর গুরু অনিত্য গুরু-মাত্র—তাঁদের গুরুত্ব নাই; তারা শিষ্যের ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানেরই কিঙ্কর। তাঁ'রা কখনও গুরু হ'তে পারেন না। যিনি পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ বস্তুকে সর্ব্বতোভাবে সংগ্রহ কর্‌তে না পেরেছেন, তিনি কিরূপে অপরকে সাহায্য কর্‌বেন? তাঁর সামান্য পুঁজিপাটা হ'তে একটুকু দিতে গেলেই স্বার্থহানি হয় এবং সঞ্চিত দ্রব্যের ক্ষয় হইয়া যায়। মহান্ত গুরু নির্ব্বাচনের একটা প্রধান বিষয়—অন্যাভিলাষ,

কর্ম্ম, জ্ঞান, হ'তে পৃথক্ হওয়া আবশ্যক। তদন্তর্ভুক্ত থাক্‌লে ধর্ম্মার্থকাম-এই ত্রিবর্গের তাড়নায় আধ্যক্ষিক হ'য়ে পড়্‌ব। আপবর্গিক-ধর্ম্মের অপব্যবহারে যে মুক্তির পথে চালিত হবার কথা উপস্থিত হয়, তা'তে আমাদিগকে আচ্ছন্ন না করুক। বর্ত্তমান বিপন্ন মানব জাতির একমাত্র মঙ্গলময় কৃত্য হচ্ছে এই যে সংসার—এই যে বোকামির-হাতে পড়েছি, তা' হ'তে উদ্ধারলাভ করে নিত্য কৃষ্ণসংসারে প্রবিষ্ট হওয়া। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌লেই সেই বোকামীর হাত হ'তে উদ্ধার-লাভ হয়। অন্য উপায়ে হয় না। সেই গুরু কি অন্যাভি-লাষী, কর্ম্মফলবাধ্য, কর্ম্মী জীব হ'তে পারেন? সেই গুরু দেব কি ছলনাময় প্রচ্ছন্ননাস্তিক নির্ভেদ-জ্ঞানী হ'তে পারেন? সেই গুরু কি অভক্ত, অনিত্য যোগী, হ'তে পারেন?—সমগ্র ভগবানে সর্ব্বতোভাবে ভক্তি বিশিষ্ট না হ'লে কি কেহ গুরু হ'তে পারেন?

জড়জগতের অন্যান্য কথায় প্রবিষ্ট হলে, তাতেই ভোগ বুদ্ধি করায় ভোগিরূপে ভোগেই আচ্ছন্ন হয়ে যাই। আচ্ছন্ন হওয়ার কার্য্য বা জড়জগৎকে ক্রোধ-ভরে তিরস্কার মাত্র করে' অন্য প্রকার কৃষ্ণ-বিমুখতা অর্জ্জন-কার্য্যও গুরু-কার্য্য নহে। ঐ সকল অভক্তির পথ। বহির্জ্জগতের নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়-তাড়নায় জীবজগৎ কৃষ্ণ-বিস্মৃত হ'য়েছেন। নানাপ্রকার বিরূপে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপস্বার্থে আচ্ছন্ন হ'য়ে যন্ত্রণার পথে ধাবিত হচ্ছে, তাকেই কর্ম্মের সিদ্ধি; জ্ঞানের সিদ্ধি, কেহ বা কপটতা করে তাকেই 'ভক্তিও' বল্‌ছেন। অক্ষজ পদার্থের

প্রতি প্রভুত্ব—ভক্তি নয়, জুয়াচুরি বা আত্মবঞ্চনা মাত্র। কিভাবে সুষ্ঠুরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে হয়, তা' ভাগবত-ধর্ম্মেই অকৃত্রিমরূপে প্রদর্শিত হ'য়েছে। শ্রীগৌর-সুন্দর তা' স্বয়ং আচরণ ক'রে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনিই পরমোপাস্যবস্তু। তিনিই জগদ্‌গুরু।"

যা'রা গুরুগিরি কর্‌তে ধাবিত হচ্ছেন। তাঁরা একবার বিচার করে দেখুন—উক্ত গুরু-লক্ষণ কি তাহাদের আছে? শুধু আত্মপর বঞ্চনার্থে কপটতা ক'রে ধনজন প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহার্থে উন্মত্ত হইয়া যাহাদের কোনপ্রকার শ্রদ্ধার লেশমাত্রও উদিত হয় নাই, সেইসকল অজ্ঞ, মূর্খ, বিদ্বেষী, বিমুখ, বিশ্বাসঘাতকদিগকে নিজ দলপুষ্টির ও জড় প্রতিষ্ঠা-শূকরী-বিষ্ঠা-ভোজী কৃমিকীটের নৃত্য করিতে উন্মত্ত হইয়া স্ব-পর বঞ্চনা কার্য্যে তীব্র উৎসাহী হইয়া কি প্রকার জগ-জঞ্জাল, বিশ্বাসঘাতকতা, ভগবৎ, ধাম, নাম, ভক্তি বিরোধী কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন। একটু দয়ার উদ্ভবও কি হইতেছে না? এই সকল অজ্ঞ, মুর্খ, অপরাধী, বিশ্বাসঘাতক জীবের শুদ্ধ ও উন্নতি সাধনের কার্য্যে যোগ্যতা না থাকায় তাহাদিগকে ভোগাদি দিয়া সর্ব্বনাশ সাধন করা কি প্রকার নিষ্ঠুরতা, বিশ্বাস-ঘাতকতা ও বঞ্চনাময় কার্য্য করিতে উন্মত্ত হইয়াছেন?

আমরা যতই জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করি না কেন, আমরা ভূত ও ভবিষ্যৎ জানি না। আমাদের উন্নতির বিচারে ভ্রান্তি আসিয়া পড়ে। পার্থিব উন্নতির বিচারে

অসদ্‌গুরু লাভ হয়। শিষ্যকে জাগতিক উন্নতির পরামর্শ দিলে পরামর্শদাতা 'শূদ্র' হইয়া যা'ন। নিত্যকাল নিত্য-জীবনের সুবিধালাভের পরামর্শ কে দিবেন? শ্রীচৈতন্যদেব জাগতিক বা ঐহিক প্রয়োজনীয় ব্যাপারের কথা বলেন নাই। তাঁহার উপদেশ—'হরিভজন কর'। জগতের সকলের নিত্যমঙ্গল হউক্—এমন দয়ার কথা, এমন মঙ্গলের কথা অখণ্ডকাল খুঁজিলেও পাওয়া যাইবে না। যাহারা সকলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁহারা মনুষ্য পদবাচ্য নহেন। অন্য-লোকের কথার সঙ্গে তাঁহার কথার তুলনা হইবে না। চৈতন্যের কথা কীর্ত্তনকারী ভক্তই গুরু। হরিভজনকারী ব্যতীত অন্য লোককে পরামর্শদাতা মনে কর্‌লে খুবই অসুবিধা হইবে। যে কোন ব্যক্তিকে গুরু বলিব না। পিতা-মাতা যদি হরি ভজন করেন, তবে গুরু হইতে পারেন। যিনি আমাদের নিত্যমঙ্গল দিতে পারেন না, তিনি গুরু নহেন। মহাপ্রভু বলেন—ভগবানের সকল প্রকার পরম উপাদেয় ভোগ আছে, সুতরাং যাবতীয় উত্তম ইন্দ্রিয় ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হউক। শ্রীরামানুজ-আচার্য্যের বিচার—ইহজগতের উপাদান দ্বারা ভগবানের সেবা সাধিত হয়,—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করিলে ভগবান্ প্রীত হন—এরূপ বিচার অসম্পূর্ণ। শ্রীরূপ প্রভু বলিয়াছেন—সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবা করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের এই সকল জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবা হয় না। বাহ্য জগতে ভগবান্ আপাততঃ

দৃষ্ট হন না বলিয়া আমরা ভগবান্‌কে জান্‌তে পারি না। তিনি আমাদের দৃশ্য নহেন অর্থাৎ তিনি আমাদের অক্ষজ-জ্ঞানগম্য নহেন বা ইন্দ্রিয়ের অধীন বা দৃশ্য চাকর নহেন। ভগবদ্ভক্ত প্রকৃতপক্ষে ভগবানের সেবা করেন। গ্রাম্য কথা হইতে অবসর পাওয়া আবশ্যক, দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে সৎসঙ্গ গ্রহণীয়।

হরিকথার শ্রবণ কীর্ত্তনেই পাপসমূহ যুপকাষ্ঠে বলি হয়। পাশ্চাত্ত্য দেশীয়দের পাপক্ষালনের প্রথা ভণ্ডামি মাত্র। গোপনে অত্যাচার প্রকাশ্য অপেক্ষাও অধিকতর ঘৃণ্য ও দণ্ডনীয়। কে কে গোপনে কি কি অন্যায় কার্য্য করেন শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণ তাহা সমস্তই অন্তর্য্যামী-সূত্রে সমস্তই জানেন। পাপকে কেহ গোপন রাখ্‌তে পারে না। লঘু ব্যক্তির নিকট বড় কথা শুনিলে পরচর্চ্চার বৃত্তির উদয় হয়। প্রকৃত গুরুর নিকট শ্রবণ না করিলে পরছিদ্রানুসন্ধান প্রবৃত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীগুরুদেব বলেন—"লোকের যে অজ্ঞতা আছে, সেটা দূর করা দরকার, যদি তাহা না করিয়া পরচর্চ্চা করি, তাহা গুরুর কার্য্য হইল না"। আমরা নিজে অজ্ঞ থাকাকালে বলি শ্রীগুরুদেব পরের দোষ দেখাইয়া ও অন্যকে শাসন করিয়া কেন পরচর্চ্চা করেন? কিন্তু গুরুদেব যে শিষ্যের প্রতি অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করিতে পারেন। তিনি শিষ্যের বা অন্যের দোষ দেখাইয়া দেন, ইহার সংশোধনের জন্য। তবে নিজে নির্দ্দোষ না হইয়া অপরের দোষ দর্শন নিষিদ্ধ।

কৃষ্ণভক্তই তাহার ও অন্যের নিত্যমঙ্গল করিতে তাহা করিবেন। গুরুর কার্য্য করিতে গিয়া অপরের মূর্খতা-নিরসন করিতে হইলে তাহার ভ্রমজনক কার্য্যের দোষ প্রদর্শন করিতেই হইবে। যাঁহারা ভবিষ্যতে ভগবদ্ভক্ত হইবেন, তাহাদের দোষ বর্ণন করিতে হইবে না। যিনি বৈষ্ণব, তিনি ত' গুরু—তিনি নিন্দার অতীত। মহাভাগ-বতের নিকট গিয়া তাঁহার সেবার ছলনা করিতে গেলে তিনি "আমার অন্যায় কার্য্যের সমর্থন করিবেন—এরূপ বিচার মূর্খতা মাত্র।" কনিষ্ঠাধিকারী থাকিতে মহাভাগবতাভিমান নিরয়প্রাপক দম্ভ মাত্র। নিজে অপক্ক বা সাধকাবস্থায় থাকিয়া পরিপক্ক বা সিদ্ধের অভিমান করিতে হইবে না। যাঁহারা সেবাগত প্রাণ, তাঁহাদের বিধিভক্তি একান্ত দরকার। শ্রীগুরুদেবের পদাশ্রয় পূর্ব্বক বৈধ ভক্তি যাজন আবশ্যক। সাধন ভক্তি ব্যতীত ভাবভক্তি হয় না—এবং ভাবভক্তি না হইলে প্রেমভক্তি লাভ হয় না। বিধিভক্তি যাহা সেবা-প্রগতির প্রথমার্দ্ধের কথা, তাহাতে অবজ্ঞা করিলে গুরু-পদাশ্রয় হয় না। গুর্ব্ববজ্ঞার ফলে অনর্থের হাত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। ক্ষুদ্রজীব নিজের সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধির বাহাদুরী দেখাইতে গিয়া যতই ঊর্দ্ধে উঠুক না কেন, গুর্ব্ববজ্ঞা করিলে তাহার পতন অবশ্যম্ভবী। যে কাল পর্য্যন্ত না শ্রীগুরুদেবের শাসন কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করি এবং গুরুদেবের সাধনপথ অনুসরণ করি, সেইকাল পর্য্যন্ত পরম মঙ্গললাভের পথে চলাই শুরু হ'ল না। সিদ্ধের ভূমিকায়

আরোহণের ভানে সাধন পরিত্যাগ করা পাষণ্ডতা ও গুরু-দ্রোহ ব্যতীত কিছুই নহে। বদ্ধাবস্থায় থাকিয়া পরম-হংসের অধিকার লাভ হইয়াছে মনে করা পাষণ্ডতা মাত্র। শ্রৌতবাণীর কীর্ত্তন না হইলে স্মরণ হয় না। বদ্ধজীব অস্থির-চঞ্চল-মনের দ্বারা কৃষ্ণের বা নারায়ণের পাদপদ্ম ধ্যান বা স্মরণ করিতে যাইয়া জড়ের ধ্যান করিয়া বসিলে কৃষ্ণসেবা বাধাপ্রাপ্ত হইল। পূর্ণ বৈধমার্গে থাকিয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণ চিন্তা করা দরকার। মহাপ্রভু সেই জন্য সন্ন্যাস-লীলায় বৈধভক্তির নিয়ম অটুটভাবে পালন করিয়াছেন।

দুর্ব্বলতাবশতঃ পাপাচরণকারীর বরং নিষ্কৃতি আছে, কিন্তু যাহারা জ্ঞাত-সারে পাপ করে তাহারা অত্যন্ত পাষণ্ড। যে মনে মনে বা গোপনে পাপ করে; সে মিথ্যাচারী। জানিয়া শুনিয়া পাপ করিলে Excuse করা ত' উচিত নয়ই অধিকন্তু Capital Punishment হওয়া উচিত। প্রথমে নামের শ্রবণের দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে সেই শুদ্ধ অন্তঃ-করণে রূপশ্রবণের ও তদুদয় যোগ্যতা হয়। শ্রবণ কীর্ত্তন বাদ দিয়ে নিজেই গুরু হইব, সাধন পথটা ছাড়িয়া দিয়া সিদ্ধের ন্যায় আচরণ করিব—এ সকল পাষণ্ডতা মাত্র। অপসম্প্রদায়িকগণ শ্রীক্ষেত্রে হরিবাসরে একাদশীর দিনে জগন্নাথদেবের প্রসাদের নামে বেশী করিয়া অন্নগ্রহণ করে। হরিবাসর পালন, ধাম পরিক্রমণ ও সংখ্যা-নামকীর্ত্তন অবশ্যই করিতে হইবে। আমরা সাধন রাজ্যের যত উন্নত স্তরেই উঠি না কেন; কোন অবস্থাতেই ঐ সকল ভক্ত্যঙ্গ

ছাড়িতে হইবে না। "মালা জপে শালা, মন্‌মে জপে ভাই" প্রভৃতি নরকযাত্রী কপট, ভণ্ড ব্যক্তিগণেরই উক্তি। মহা মহা অধিকারী হইলেও কখনও নির্জ্জনে কোন স্ত্রীলোকের সহিত অষ্টাঙ্গ মৈথুনের কোন একটীও করিবে না। ইহাতে ভাগবত পরমহংসকুল-শিরোমণি শ্রীল রায়রামানন্দেরই একমাত্র অধিকার। মহাপ্রভুর পথ পরিত্যাগ করিয়া তের প্রকার ব্যভিচারী অপসম্প্রদায় হইয়াছে। নবদ্বীপে বসিয়া কেহ যেন ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার না করে। শ্রীধামে যেন কোনপ্রকার আত্মদ্রোহিতা না ঢুকিতে পারে। পরহিংসাই আত্মদ্রোহিতা। ধামে যেন কোন ভোগিলোকের বাস না হয়। কেবল হরিভজনকারী সদ্‌গৃহস্থ ও ত্যক্তগৃহস্থদের স্থান এই নবদ্বীপে হইবে। অন্য কোন বহির্ম্মুখদের স্থান হইবে না। এইটী অন্তর্দ্বীপটী ব্রহ্মার আত্মনিবেদনক্ষেত্র। ব্রহ্মার হৃদয়েই বেদবাণী প্রকাশিত হইয়াছিল। ছোট হরিদাসের প্রকৃতির লোক এখানে থাকিতে পারিবে না। তাহাদের স্থান ধামে নহে—গ্রামে। ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার চলিতে থকিলে ভগবদবতার বা ভক্তগণ তাহা রোধ করেন। ছোট হরিদাসেরও দেহত্যাগের পর মঙ্গল হইয়াছিল, কিন্তু তাহার অনুকরণকারীগণের ত্রিবেণীর জলে নিমজ্জন হইতে আর কখনও উঠিতে হইবে না। আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুবর্গ ষড়্‌-গোস্বামী প্রভু বৃন্দাবনে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার—এবং তথায় থাকিয়া শাস্ত্র গ্রন্থ প্রনয়ণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন সময়ে ব্রজের-দ্বাদশ বনে বাস করিয়া কৃষ্ণলীলা

শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি করিতেন। নববিধা ভক্তির পীঠ-স্বরূপ শ্রীনবদ্বীপের প্রতি দ্বীপে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির যাজন চলচ্চক্রের ন্যায় নিরন্তর অনুষ্ঠিত হইলে কৃষ্ণ-পদারবিন্দের অবিস্মৃতির উদয় হইবে। প্রত্যেক দ্বীপে সেই সেই ভক্তি যাজনের অনুকূল ও উপযোগী দ্রব্য, গুণ, জাতি ও কালাদির আনুকূল্য ভাবের উদয়ে পরিক্রমার ভক্তি যাজনের সুষ্ঠুতা লাভ করিতে পারিবেন। এই মায়াপুর—যোগপীঠ সকলের আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র। মহাপ্রভুর জন্মস্থান ও অভিন্ন মথুরাপুরী। আমাদের মহাপ্রভু কাঙ্গালের ঠাকুর, আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরম নিরপেক্ষ ও পরম নিষ্কিঞ্চণের সর্ব্বোত্তম আদর্শ ছিলেন। তিনি কোনও ধনীব্যক্তির তোষামোদকারী ছিলেন না। তাঁহার সেবক সূত্রে আমিও বিশেষ কাঙ্গাল। ভগবদ্ভক্তগণ কখনও ধনীর দ্বারে বিষয় সংগ্রহের জন্য কাঙ্গাল হন না। নামাপরাধীর শিষ্যেরা ব্যভিচারীও অপরাধী হইয়া যাইবে। তাহারা বৈষ্ণবের সহিত বিরোধ করিয়া সর্প, শৃগাল ও শূকর যোনি লাভ করিবে। অসৎ গুরুর শিষ্যেরা গুরুর প্রতি অতিভক্তি দেখাইতে গিয়া বৈষ্ণবের সহিত গুরু-নিন্দাকারী জ্ঞানে অপরাধ করিয়া অনন্তকালের জন্য ভীষণ কষ্টপ্রদ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবে। তাহারা প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, সদুপদেষ্টা সাধুগণকে প্রকৃত বৈষ্ণব নিন্দুক বলিয়া অসৎ, কপটী ও অপরাধীর দুষ্ট মন্ত্রণা ও নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য শত্রু জ্ঞানে মহা অপরাধ করিয়া অচিকিৎসিত অপরাধী ও অপসম্প্র-

দায়ের মধ্যে পরিগণিত হইবে। তাহাদের আর কোনকালে কোনপ্রকারে মঙ্গলের সম্ভাবনা না থাকায় প্রকৃত সাধুগণ তাহাদের মঙ্গল চিন্তা করাও অন্যায় কার্য্য জানিয়া চির-কালের জন্য উপেক্ষাই করেন। আজকাল প্রায় সর্ব্বত্রই মিছা ভক্তির দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও মিছাভক্ত—ইহারা দুঃসঙ্গ। ইহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে বলিলে আদৌ পরচর্চ্চা বা পরনিন্দা হয় না। প্রাকৃত সহজিয়াদের সহিত বিষয় গন্ধযুক্ত দ্রব্যাদির আদান-প্রদান করিলে হরিভজন খর্ব্ব হয়। তোতাপাখীর বুলির মত হরিনামাক্ষর উচ্চারণ করিলে বহু জন্মেও কোন সুবিধা হইবে না। অভ্যাস করিয়া নামাপরাধময়ী নামাক্ষর বহু জন্ম ধরিয়া জপ, কীর্ত্তন বা নৃত্যাদি করিলে "আমি বেশ হরিনাম ও নাম-ভজন করিতেছি" বলিয়া প্রতিষ্ঠাশা আসিয়া সর্ব্বনাশই করিবে। যাহারা আচার্য্যকে বরণ করিবে না বা সাধুবঙ্গ বাদ দিয়া নিজে নিজেই হরিনামাক্ষর উচ্চারণ করে তাহাদের পতন ও অপরাধ ফলে নরক গমনই হইয়া থাকে। তাহারা চিরতরে অমঙ্গলের গর্ত্তে পড়িয়া যাইবে। দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎসঙ্গ গ্রহণীয়। যোষিৎ-সঙ্গীর কোন কথা শুনিতে হইবে না। যোষিৎসঙ্গী ও অভক্তের কোনও সদ্‌গুণ থাকিতেই পারে না। যাবতীয় সদ্‌গুণ হরি-ভক্তকেই আশ্রয় করে। যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ। হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

যাহারা সচ্চিদানন্দ ভগবান্ অধোক্ষজের কথা স্বীকার বা শ্রবণ-কীর্ত্তন করে না, তাহাদের মঙ্গল হইবে না। মৎসরতার দ্বারা হরিসেবা হয় না। জগতের তথাকথিত পরোপকারী ব্যক্তির কার্য্যও প্রশংসনীয় নহে। তাহাদের দয়া—'গুরু মেরে জুতা দান'। কিন্তু ভগবদ্ভক্তের কোন প্রকার সিদ্ধান্ত বিরোধ ও অমঙ্গল হয় না। অভক্ত অসৎ বলিয়া হরিভক্তির ও হরিভক্তের বিদ্বেষী। অভক্ত পরমার্থী নহে, সে প্রাকৃত অর্থী। অভক্ত স্মার্ত্ত নানা দেব-দেবীর পূজা করিয়া তাহাদের নিকট হইতে ফল আদায় করে। পঞ্চোপাসক পাষণ্ডী হিন্দু কাজীর নিকট মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিত। মহাত্মা চাঁদকাজী তাঁহার বংশধরগণকে হরিসঙ্কীর্ত্তনে বাধা-প্রদানে নিষেধাজ্ঞা দান করিয়া গিয়াছেন। অনর্থ থাকিতে—নাম ও নামীতে ভেদবুদ্ধি অর্থাৎ এককথায় নামাপরাধ থাকিতে হরিভজন হইবে না। বহির্ম্মুখ-সম্প্রদায় শ্রীমদ্ভাগবতের বিরোধী। শ্রীমদ্ভাগবত-বাণী নির্ভীকভাবে কীর্ত্তন করিলে ভারতের বহু লোক বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে। হরিভক্তির কথাই আমাদের আলোচ্য ও প্রচার্য্য। হরিভক্তি ব্যতীত পঞ্চোপাসনার কথায় লোক পাষণ্ডী হিন্দু হইয়া পড়িতেছে। তাহাদের মঙ্গলের কোন উপায় নাই। চাঁদকাজীর প্রেরিত পাইকগণেরও নামাভাসে মুক্তি হইয়াছিল ; কিন্তু পাষণ্ডী হিন্দু গৌর-নিত্যানন্দ ও তাহাদের ভক্তগণের চরণে অপরাধী হওয়ায় তাহাদের মঙ্গল হয় নাই। হরিভক্তির কথা প্রবল হইলে সকল দিকেই সুবিধা হইবে।

ধামবাসী সকলেই হরিকথা আলোচনা করুন। বহির্ম্মুখ দেবতা, মানুষ, পশু ও পক্ষী কেহই হরিভজন করেন না। নাস্তিক ভোগীদিগের বিচার—"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" অর্থীরা কৃষ্ণভজন করে না। পরমার্থীরাই হরিভজন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রত্যেক ভক্তকে প্রচারক রূপে Turn করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও সকলে মিলিয়া হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু বহির্ম্মুখ বংশবৃদ্ধির জন্য বাঙ্গালাদেশে আসেন নাই। মহাপ্রভুর কিরূপ সুন্দর প্রচার প্রণালী। পশ্চিমদেশে শ্রীরূপ-সনাতনকে, বঙ্গদেশে শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে শ্রীহরিনাম-প্রেম প্রদান করিতে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি নিজে দক্ষিণ দেশে গৃহে গৃহে হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু অনুপযুক্ত নামাপরাধী অভক্তকে শ্রীহরিনাম-প্রেম প্রচারের ভার অর্পণ করেন নাই। চতুর্ব্বর্গকামী নিশ্চয়ই অভক্ত। যাহারা শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ রূপচন্দ্র-সূর্য্যের আলোক সহ্য করিতে পারে না, তাহারা উলূক হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। যাহারা হরিভজনে বাধা দিবে, তাহারা ক্রমশঃ অধঃপতিত হইবে। অভক্তেরা পাষণ্ডিতাকে হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া চালাইতেছে। যাহারা শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-কার্য্যে বাধা দিবে, তাহাদের ভোগবুদ্ধি বৃদ্ধি হইয়া মৃত্যুকালে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। যিনি ভক্ত, সাধু বা বৈষ্ণব, তিনি প্রকৃত দয়ালু; বাদবাকী সকলেই নির্দ্দয় বা নিষ্ঠুর। আপনারা কি ধামবাসী, কি

ধামপ্রবাসী—সকলেই শ্রীমায়াপুর-শশধর, সীমন্ত-বিজয়, গোদ্রুম-বিহারী, মধ্যদ্বীপ-লীলাশ্রয়, কোলদ্বীপ-পতি, ঋতু-দ্বীপ-মহেশ্বর, জহ্নুদ্বীপ-মোদদ্রুমদ্বীপ-রুদ্রদ্বীপের ঈশ্বর শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচুরভাবে আলোচনা করুন। শ্রীনৃসিংহ-দেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। নবদ্বীপে নয়প্রকার ভক্ত্যঙ্গ-যাজনকারী নিত্যসেবকগণের আনুগত্যে নববিধা-ভক্তির-যাজন করুন। এই নবদ্বীপ বলি মহারাজের আত্ম-নিবেদন-ক্ষেত্র এবং ব্রহ্মার দিব্যজ্ঞান-লাভের স্থান। শ্রীচৈতন্যদেব এই শ্রীমায়াপুরে আবির্ভূত হইয়া নববিধা-ভক্তির কথা বলিয়াছিলেন। কেবলমাত্র হরিকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনকারীর ও আলোচনাতেই জীবমাত্রেরই নিত্যমঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে।

শ্রীচৈতন্যমঠের ত্রিদণ্ডিগণ সর্ব্বক্ষণ আত্ম-নিবেদন করিয়া হরিকীর্ত্তন করেন। তাঁহারা কনক-কামিনী প্রতি-ষ্ঠাশায় বা স্বজনাখ্য-দস্যুর সহিত কথায় ব্যস্ত থাকেন না। নববিধা ভক্তির মধ্যে আত্মনিবেদন-পূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনের সাহায্যেই অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ-অনুষ্ঠেয়। তাহাদের কার্য্য সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন। অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে শ্রীনামের মাধুর্য্য-আস্বাদন হয়। কীর্ত্তন প্রভাবেই স্মরণের উদয় হয়। "হে হরে মাধুর্য্যগুণে হরি' লবে নেত্র মনে, মোহনমূরতি দরশাই," ইত্যাদি বিচার স্বয়ংস্ফূর্ত্তি হয়। বদ্ধাবস্থায় সিদ্ধের অনুকরণ করিতে নাই। আগে সাধন হউক—আগে কাচা চাউল সিদ্ধ হউক, তত্ত্বজ্ঞানাভাব-দূর হউক, ক্রিয়াদক্ষের বাহাদুরীর পরমভাব (অহঙ্কার)

চলিয়া যাউক, তারপর সিদ্ধ অন্নই (নির্ম্মল আত্মাই) কৃষ্ণ-সেবায় আপনা হইতেই উপায়ন হইবে। "নৈতৎসমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরণ্মৌঢ্যাদ্ যথাঽরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥" রুদ্র না হইয়া বিষপান করিলে যেরূপ আত্মবিনাশ হয়, তদ্রূপ বদ্ধ ও অনধিকারী অবস্থায়, মুক্ত ভাগবত পরমহংসগণের আলোচ্য রাসলীলাদি শ্রবণ-কীর্ত্তন বা স্মরণ করিলে সর্ব্বনাশ হইবে। আবার উচ্চ স্তরে অর্থাৎ মুক্ত-ভূমিকায় অবস্থিত হইয়াও যদি রাসলীলা বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলেও সর্ব্বনাশ অর্থাৎ বদ্ধ বা অনর্থযুক্ত-অবস্থায় বিচ্যুতি লাভ হইবে। এখন আমি যদি দণ্ড বা বেষমাত্র গ্রহণ করিয়া নিজেকে গুরু বা নমস্য মনে করি, তাহা হইলে আমি অভক্ত মায়াবাদি হইয়া পড়িলাম। মায়াবাদীদের বিচার—"দণ্ডগ্রহণ মাত্রেন নরো নারায়ণো ভবেৎ।" অনর্থ মুক্ত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের গীতি কীর্ত্তন করিতে হইবে। বাস্তব গুরু অন্যকে শিষ্য জ্ঞান করেন না। শিষ্যকে গুরু করিতে না পারিলে সুবিধা হয় না। নিজেই নিজের মনে গুরু গুরু করিলে অর্থাৎ 'হাম বড়া' ভাব পোষণ করিলে গুড়্‌গুড়ে নদীতেই স্নান হইবে। কিন্তু গঙ্গা স্নান হইবে না। অর্থাৎ অন্তরের মলিনতা বা অনর্থের নিবৃত্তি হইবে না। লঘু ব্যক্তি হরিভজন রহিত হইয়া নিজেকে গুরু বলিয়া জাহির করিতে গিয়া বলে—'আমি গুরু, অতএব আমায় নমস্কুরু'। অর্দ্ধোদয়-যোগে গঙ্গা-স্নানাদি ভক্তের নিকট তুচ্ছ। রজোগুণ বৃদ্ধি হইলে ব্রহ্মার

অনুকরণে জীব বংশবৃদ্ধি করে, আবার জীবের বহির্ম্মুখতা বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি হইলে শিব তাহাদিগকে তমোগুণাচ্ছন্ন জানিয়া সংহার বা নির্ব্বিশেষ গতি প্রদান করেন। শিবের কার্য্য মঙ্গলময়। কাজেই তিনি বিনাশ কার্য্য-দ্বারা ভগবদ্-বহির্ম্মুখতা বা গুর্ব্ববজ্ঞারূপ অপরাধ অধিক পরিমাণে বাড়িবার সুযোগ প্রদান করেন না। গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি থাকিলে গুরু পদাশ্রয় হয় না। কিন্তু শাস্ত্র তারস্বরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"আদৌ গুরুপদাশ্রয়স্ততঃ কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষণম্। বিশ্রম্ভেন গুরোঃসেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনন্॥" বর্ত্তমান সময়ে আমরা গুরুর কার্য্য অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি পন্থার ও মিছাভক্তির অকর্ম্মণ্যতা শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রদর্শন করিতে বসিয়াছি। অতএব সর্ব্বপ্রকারে Devotional truth-এর অনুসন্ধান হউক॥ (গৌ ১৫।৪৫।৬৬, ১৪।৬৭।২)।

ঝুলন বা হিন্দোলক্রীড়া—একটী সম্ভোগময়ী লীলা। সম্ভোগময় বিগ্রহ রাধাকান্ত কৃষ্ণেই এই লীলার পূর্ণ সমন্বয়। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণকে হিন্দোলে আরোহণ করাইয়া শ্রীরাধানুগা ব্রজদেবীগণ রাধাকৃষ্ণের সম্ভোগ করাইয়া থাকেন। ইহা চন্দ্রাবলী-প্রমুখ ব্রজদেবীগণেরও কোন প্রকারে রসপোষণোপভোগীকৃতা দৃষ্ট হয় না। পরমমুক্তগণেরও মধ্যে যাঁহাদের শ্রীরাধা বা তদনুরক্তা ব্রজদেবীগণের পূর্ণ কৃপা লাভ হইয়াছে, তাহাদেরই এইরূপ হিন্দোল তথা শ্রীরাধাকুণ্ড-তটে, কুঞ্জে দোল-লীলার উপযোগীতা আছে। অনর্থযুক্ত জীব এই সকল লীলার অনুকরণ করিতে গেলে

প্রাকৃত সহজিয়া-শ্রেণীতে গণ্য হইবেন। বিপ্রলম্ভ বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের ঐরূপ সম্ভোগ লীলা সমন্বিত হইতে পারে না, ইহাতে রসাভাস-দোষ উপস্থিত হইবে। বিষয় ও মূল আশ্রয়-বিগ্রহকে তদনুগ আশ্রিতগণ হিন্দোল-লীলায় সম্ভোগ করাইয়া রসপুষ্টি বিধান করেন। শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-বৈশিষ্ট্যে ও চিত্তবৃত্তিতে সেইরূপ সম্ভোগ চেষ্টার উপদেশ নাই, কাজেই সম্ভোগময়ী হিন্দোল-লীলা—যাহা কৃষ্ণলীলায় সম্ভব, তাহা গৌরলীলায় আরোপিত হইতে পারে না। তবে কোথাও কোথাও প্রাচীন পদাবলীতে গৌর-গদাধরের ঝুলনের কথা পাওয়া যায়, তাহা সম্ভোগময়ী হিন্দোল-ক্রীড়া নহে। যেস্থানে গৌরশক্তিগণ পূর্ব্ব কৃষ্ণলীলার ঝুলন-লীলার ভাবে বিভাবিত হইয়া গৌর-গদাধরের বিপ্র-লম্ভরসের পরিপুষ্টি করিয়া থাকেন। সেইস্থানে সকলেরই কৃষ্ণলীলার উদয় হয়। গৌরকে নাগর বা সম্ভোগ-বিগ্রহ সাজাইবার কোন চেষ্টা দেখা যায় না যেখানে গৌরকে নাগর সাজাইয়া এবং আপনাদিগকে নাগরী কল্পনা করিয়া সম্ভোগময়ী হিন্দোল-ক্রীড়া, রাস-ক্রীড়া প্রভৃতি অবৈধ-চেষ্টা দৃষ্ট হয়, তাহা লীলা-বিপর্য্যয় করিবার অপরাধময়ী ও অনর্থময়ী প্রচেষ্টা মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণের রথ, রাস ও ঝুলনাদি অনুষ্ঠান—শ্রীকৃষ্ণ সম্ভোগময় বিগ্রহ, আর বিপ্রলম্ভ বিগ্রহ। উভয়ের লীলার বৈশিষ্ট্য নিত্য বর্ত্তমান। তাহাদের বিপর্য্যয় উপস্থিত করিয়া লীলাকে অনিত্য ও মায়িক ব্যাপার বিশেষে

পর্য্যবসিত করিবার দুর্ব্বুদ্ধি করিলে অপরাধে পর্য্যবসিত হয়। সম্ভোগময়ী শ্রীকৃষ্ণলীলার যে নিত্য বৈশিষ্ট্য, তাহা কৃষ্ণ-লীলামৃত-তরঙ্গে নিত্য প্রকাশিত; আবার বিপ্রলম্ভময়ী শ্রীগৌরলীলার যে নিত্য বৈশিষ্ট তাহাও শ্রীগৌরলীলামৃত-সিন্ধুতে নিত্য উদ্বেলিত। সিদ্ধগণের জন্য শ্রীকৃষ্ণলীলার উপযোগিতা এবং সাধকগণের অধিকার অনুসারে গৌর-লীলার অধিকতর উপযোগিতা, তাহা ঔদার্য্যময়ী। প্রাকৃত সহজিয়াগণ অতত্ত্বজ্ঞ ও ইন্দ্রিয়-তর্পণ-পরায়ণ প্রতিষ্ঠা-কামনায় ঐরূপ সাধক ও সিদ্ধের অধিকারে-বিপর্য্যয় এবং লীলা-বিপর্য্যয় করিতে ধাবিত হয়। (গৌঃ ৯।১৩।১৩)।

বর্ত্তমানে মূঢ় অপরাধী ক্ষুদ্র জীবগণ যে উক্ত রথ, রাস, হিন্দোল, দোললীলার বিপুল সমারোহে উৎসব ও মেলাদির প্রবর্ত্তন করিতেছে, তদ্দ্বারা ভক্তি, ভক্ত ও শ্রীভগবানের চরণে মহা-অপরাধ করিয়া নরকের পথ সুলভ করিতেছে। ভক্ত-নামধারী ও শুদ্ধ বৈষ্ণবের অনুকরণকারী ইহার দ্বারা নিজ-দিগকে প্রচাররূপ প্রতিষ্ঠা শুকরী-বিষ্ঠা-ভোজী কৃমিকীটের-দল শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলামৃতকে জগতের ভোগী আত্মে-ন্দ্রিয়-তর্পণপর বিষয়ীগণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করাইতে শ্রীবিগ্রহকে সুসজ্জিত ও বিদ্যুৎযোগে চলচ্চিত্র করাইয়া ব্যবসায় করিয়া অর্থোপার্জ্জনের পণ্যদ্রব্যরূপে পরিগণিত করাইতেছে। উপেয়, সেব্য-শ্রীবিগ্রহকে উপায়ের পণ্যদ্রব্যরূপে ব্যবহার যে কতটা অপ্রাকৃত বস্তুকে প্রাকৃতভাবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-তম নিন্দায় পর্য্যবসিত করিয়া স্ব-পর অমঙ্গল ও অপরাধ

করিতেছে তাহা বর্ণনাতীত। যে অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণলীলাতে যে কেবলমাত্র মাধুর্য্য-উন্নত-উজ্জ্বলরসের মূল আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীবার্ষভানবীর একান্ত বিশ্বস্ত অনুগাগণের অধিকার; সেই মহা অমূল্য গুপ্তরত্ন যাহা চন্দ্রাবলীগণের পক্ষেও দুষ্প্রাপ্য তাহা আজ হাটে, বাজারে, রাস্তায়, ঘাটে, মেলায়, মন্দিরে মন্দিরে ভক্তের ভক্তি সাধনের উৎসবের ছলনায় যে কি-প্রকার অপরাধ করিতেছে, তাহা চিন্তা করিলে শুদ্ধ গৌড়ীয় ভক্তগণের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইতেছে। তাহার প্রতিবাদ ও প্রতিকার করিবার লোকও সুদুর্লভ। যাহা মহামুক্ত পরম-হংস-কুল চুড়ামণিগণও সহজ সমাধিযোগে দর্শন করিতেও অক্ষম। যাহা ব্রহ্মা, শিব, নারদ ও শ্রীঅনন্তদেবও সুদুর্লভ বিচারে সুদুর্ব্বিজ্ঞেয় বলিয়া বর্ণন করিতে "অযোগ্য" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই আজ ভোগী, অনর্থযুক্ত, অপরাধী, বিশ্বাসঘাতক দুষ্ট ক্ষুদ্র জীব-কীটের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে সাধু, বৈষ্ণব নামধারীগণ প্রবল উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া নরকের পথে সদলে যাইতে সমুৎসুক। যাহা কেবলমাত্র শ্রীরাধা-কুণ্ড-তটে কেবল শ্রীবার্ষভানবীর পরম-প্রিয়তমা সখীগণের দ্বারা স্বানুষ্ঠিত-সেই মহানর্ঘ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরম পরাকাষ্ঠা প্রেম-বৈচিত্ত্য নামক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রস প্রকাশক—তাহা আজ মহাঅপরাধী অহংগ্রহোপাসক বৈষ্ণবব্রুব ও সাধারণ নরকের কীটগণদ্বারা সুসজ্জিত ও অভিনয় করিয়া যে কি সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে তাহা বর্ণনাতীত। যে রথে কেবল রথো-লোকের মেলা বা যাহাতে কোন ভাল লোকও যাইতে ও

যোগদান করিতে সঙ্কুচিত; তাহা আজ ভক্ত নামধারী কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা লাভেচ্ছায় মহাসমারোহে বহু অর্থ-ব্যয় ও শিল্প সৌন্দর্য্যে ভোগী-নারকী বিষয়ীর ইন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশ্যে ধর্ম্মের ছলনায়, রজ্জু-আকর্ষণে মহাপুণ্য-লাভের লোভ দেখাইয়া আত্মপর বঞ্চনাতে উন্মত্ত হইয়া মহা-অপরাধ-ময়ীকার্য্যকেও ধর্ম্মের দোহাই দিয়া চালাইতেছে। যে রথযাত্রা শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত হইয়া স্বগণে নানাপ্রকার ভজনের গূঢ় রহস্য প্রকাশ্যে কেবল নিজগণের সহিত তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই মহা-গুপ্তরত্ন-সম্পদ ও ভজন পদ্ধতি আজ রাস্তা, ঘাটে, সহরে, গ্রামে, বালক, চেষ্টায় পর্য্যবসিত হইতেছে। আবার বালকগণের সেই অপরাধময়ী ছুঙ্কাকার্য্যকেও ভাবী মহান্তের সঙ্কেত বলিয়া কল্পনা ও সাধুনামধারী বঞ্চক অর্থলোভী, হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও কংশের অনুগগণ দ্বারা মহা সমারোহে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া নরক-যাত্রী সংগ্রহে প্রবল বেগে প্রধাবিত। ধন্য কলি, ধন্য মায়া, ধন্য অপরাধের তাণ্ডবনৃত্য, ধন্য ধর্ম্ম-ধ্বজী, কপটীগণের বঞ্চনাময়ী তাণ্ডব নাট্য।

রথযাত্রা—মহাভাগবতের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলে জগদ্বাসীকে দর্শনদান করিয়া কৃপা করিতে রথারোহণ করাইয়া রথযাত্রার ব্যবস্থা। কিন্তু যিনি শ্রীভগবান্‌কে এজগতের জীবকে কৃতার্থ করিতে প্রকটিত করিতে পারেন, তাহাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহই দর্শন-দানে কৃপা করিতে পারেন। কিন্তু স্মার্ত্ত বা অযোগ্য বিষয়ীগণ

ব্যবসায়ের জন্য বা জড়-প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহার্থে বা অপরাধময়ী বিগ্রহকে নিজের উদর-ভরণের পণ্যদ্রব্য-বিচারে যে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা—তাহা পুতুল পূজা বা অপরাধময়ী নরকগমনোপ-যোগী মায়ার একটী লোভময়ী ব্যবস্থা। তাহা সম্পূর্ণ অভক্তি। যে প্রকার রথযাত্রা বঞ্চনাময়ী ও মায়ার বিমুখ-মোহিনী কাপট্য কৃপার নিদর্শনরূপ লৌকিক পার্ব্বণ-মধ্যে পরিগণিত; তাহা ভক্তি-বিরোধী ও অপরাধময়ী উৎসব। সে পার্ব্বণে কোন ভক্ত যোগদান ক'রে দড়ি টানিয়া বা রথে বামনদেবকে দেখিয়া পুনর্জ্জন্ম-নিরোধ-কার্য্যের বিরুদ্ধ জেনে ঐ প্রকার লৌকিক মেলায় যোগদান করিতে কখনই যান না। "সে রথ দেখ্‌তে যত রথোলোক যায়। কেউবা কলা-বেচতে এসে রথও দেখ্‌ছে মনে করে। এরূপ রথোলোক প্রকৃত-প্রস্তাবে রথ দেখ্‌তে আসে না।—কলা খেয়ে যায়, বঞ্চিত হয়ে যায়—স্ব-স্ব প্রেয় সাধনকেই 'রথ দেখা মনে করে'। কিন্তু "রথে চ বামনং দৃষ্টা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।" রথে বামন দর্শন করা চাই—বলির ন্যায় আত্মবলি অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করা চাই। শুক্রাচার্য্যের শিষ্যগণ এসে বাধা দিবে; কিন্তু গুরু-কৃপা-বলে—বলদেবের বলে বলী হ'য়ে আত্মবলি দিতে হবে—সর্ব্বস্ব সমর্পণ কর্‌তে হবে, তবে বামনদেবের কৃপা হ'বে—বামন দর্শন হ'বে। হরির কীর্ত্তন হ'লে সমস্ত কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয়।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-লীলা—তাহাতে শ্রীগৌর-

সুন্দরের লীলা বৈশিষ্ট্য—সম্ভোগ বিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দন গোকুল-বাসিনীদিগকে ত্যাগ করিয়া পৌরলীলায় মত্ত হইয়াছিলেন। পরে কুরুক্ষেত্রে ব্রজ-ললনাগণের সঙ্গ লাভ করেন। সম্ভোগ-বিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীজগন্নাথকে রাধাভাব সুবলিত শ্রীগৌরসুন্দর ঐশ্বর্য্যলীলাক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র-নীলাচল হইতে মাধুর্য্য লীলাভূমি সুন্দরাচল গুণ্ডিচার দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। নীলাচল হইতে সুন্দরাচলে যাইবার সময় সম্ভোগ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা এবং গোপীগণের ভাবে বিভাবিত বিপ্রলম্ভ বিগ্রহ গৌরসুন্দরের সহিত নানা-প্রকার প্রেমাভিনয় হইয়াছিল। শ্রীগৌরসুন্দরকে রথে চড়াইয়া সেই সকল উক্তি করিতে গেলে ভয়ানক সিদ্ধান্ত বিরোধ ও রসাভাষ-দোষ উপস্থিত হয়। তাহাতে গৌর-নাগরীবাদের পুতিগন্ধ আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরলীলার নিত্য-বৈশিষ্ট্য বিপর্য্যস্ত হয়। সেজন্য রূপানুগ শুদ্ধ গৌর-ভক্তগণ কখনও লীলা-বিপর্য্যয় করিয়া সম্ভোগময়ী শ্রীকৃষ্ণ-লীলার ও শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভরস পরিপোষক মহা-প্রভুর রথযাত্রা করিতে ধাবিত হন না। তাঁহারা রথযাত্রা-কালে গৌরলীলানুসরণে শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রা উৎসব করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণাভিমান ঃ—ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিত তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ ॥

(অত্রি সংহিতা ৩৭২ শ্লোক)

"যে ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভুতব্যক্তি বেদ বা ভগবত্তত্ত্ব-বিষয়ে

অনভিজ্ঞ থাকিয়া কেবলমাত্র যজ্ঞোপবীতের-বলে অতিশয় গর্ব্ব প্রকাশ করে, সেই পাপে সেই ব্রাহ্মণ 'পশু' বলিয়া খ্যাত হয়।

যথা কাষ্ঠময়োহস্তী যথা চর্ম্মময়োমৃগঃ। যশ্চবিপ্রো-ঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥ (মনু ২।১৫৭) কাষ্ঠনির্ম্মিত-হস্তী এবং চর্ম্মনির্ম্মিত মৃগ যেমন,—বেদহীন ব্রাহ্মণও তদ্রূপ। ইহারা তিনজনই কেবল নামমাত্র ধারণ করে॥

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্। স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥ (মনু ২।১৬৮)—যে দ্বিজ বেদাধ্যায়ন না করিয়া অন্য বিষয়ে (লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি ভগবদিতর-বিষয়ে) শ্রম স্বীকার করেন, তিনি তাঁহার জীবিতাবস্থাতেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।

কল্লূকভট্ট টীকা—যো ব্রাহ্মণঃ ক্রিয়া-রহিতঃ আত্মানং-ব্রাহ্মণংব্রবীতি স ব্রাহ্মণব্রুবঃ॥—যে ব্রাহ্মণ-কূলোদ্ভুত ব্যক্তি ক্রিয়া-রহিত হইয়াও নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় প্রদান করে, সে ব্রাহ্মণব্রুব নামে সংজ্ঞিত হয়।

আগমপ্রামাণ্য :—"দেবকোশোপজীবীয়ঃ স দেবলক উচ্যতে। বৃত্ত্যর্থং পূজয়েদ্দেবং ত্রীণিবর্ষাণি যো দ্বিজঃ। স বৈ দেবলকো নাম সর্ব্বকর্ম্মষু গর্হিতঃ॥"—যে ব্যক্তি দেব-সেবায় প্রদত্ত সম্পত্তি দ্বারা নিজ জীবিকা নির্ব্বাহ করে; সে 'দেবল' নামে কথিত হয়। যে দ্বিজ, বৃত্তির নিমিত্ত তিন বৎসর যাবৎ দেব-পূজা করেন, সেই দেবলক সর্ব্বকর্ম্মে অত্যন্ত নিন্দিত॥ আপদ্যপি চ কষ্টায়াং ভীতো বা দুর্গতোঽ-

পিবা। পূজয়েতএব বৃত্ত্যর্থং দেব দেবং কদাচন॥—(পরম-সংহিতা-বাক্য)—বহু কষ্ট-দশাতেও অথবা ভীত, দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন হইয়া কখনও বৃত্তির নিমিত্ত দেব-পূজা করিবে না॥

রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু। উৎপন্না ব্রাহ্মণকুলে বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান্ কৃশান॥ (বরাহপুরাণ)—পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে দেবদ্বিজদ্রোহী যে সকল অসুর বর্ত্তমান ছিল, তাহারাই কলিযুগে ব্রাহ্মণ কূলে উৎপন্ন হয় এবং সেই কুলে উৎপন্ন হইয়া যাহাদিগের দশ-সংস্কার বিদ্যাভ্যাস প্রভৃতি ক্ষীণ হইয়াছে সেইসকল শ্রোত্রীয়-কুলকে বাধা প্রদান করে॥ এই সকল রাক্ষস 'ব্রাহ্মণ'—নাম-মাত্র। এইসব লোক যম-যাতনার পাত্র॥ কলিযুগে রাক্ষস সকল বিপ্র ঘরে। জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে। এসব বিপ্রের স্পর্শ, কথা, নমস্কার। ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বথা নিষেধ করিবার॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬৷৩০-৩১)

ব্রহ্মচর্য্য ঃ—বেদে অর্থাৎ পাণ্ডিত্যে বা ব্রহ্মে যিনি বিচরণ করেন, তিনি ব্রহ্মচারী। যদি পাণ্ডিত্যের উপদিষ্ট বস্তু ভগবদ্ভক্তি না হয় তা'হলে অন্ধ হ'য়ে তাদৃশ্য বিচরণের পথ-স্বরূপোদ্বোধক ব্রহ্মচর্য্য নহে, সে-রূপ ব্রহ্মচর্য্য হ'তে বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। স্বরূপে ব্যবস্থিত হচ্ছে—অন্যথা-রূপের পরিত্যাগ। বর্ত্তমানে "আমি স্পষ্ট প্রাকৃত পুরুষ, আমি প্রাকৃত স্ত্রী"—"মানবজাতিকে এই দুর্ব্বুদ্ধি আক্রমণ করেছে; এরূপ দুর্ব্বুদ্ধিযুক্ত 'অহংমম'—বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মুখে

হরিনাম কীর্ত্তিত হন না, ইহা বুঝিয়ে দিলে জীবের প্রকৃত মঙ্গল হবে। অভক্তি ও ভক্তি কখনই এক নহে। আমরা নানাবিধ ভাবে জগতের বস্তু সমূহের দ্বারা বঞ্চিত হ'লে, যখন দুর্ব্বুদ্ধিযুক্ত হই, তখন শ্রীগুরু-পূজা কৃপা পূর্ব্বক প্রকটিত হন। সেই গুরুপূজাই আমাদের নিত্য-কৃত্য। ব্যাসেরগণ যে গুরু-পূজা করেন, সেই গুরু-পূজার মন্ত্র "সত্য পরং ধীমহি।" এই শুদ্ধ বিচার ছাড়িয়া দিয়া অর্থ সংগ্রহের ও লোকবঞ্চনার উপায়ণ-স্বরূপ ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় বা গুরুকূল স্থাপন করিয়া জীবকে জড়ৈকসর্ব্বস্ববাদী প্রাকৃত দেহ রক্ষার্থ ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার উপদেশ কেবল বঞ্চনা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য বিরোধী চেষ্টা হইতেছে মাত্র। ব্রহ্মচারী সর্ব্বক্ষণ সদ্‌গুরুর শ্রীচরণ সেবা দ্বারা অপ্রাকৃত ব্রহ্মে বিচরণের উপদেশও একমাত্র পন্থা যে দৃঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া বিশ্রম্ভেন গুরুসেবার বিপরীত জড়দেহকে শক্তিশালী ও দৃঢ় করিতে যে বীর্য্যধারণাদির ব্যবস্থা ও তৎসহ পাঁচমিশালি শিক্ষার প্রচার কেবল স্ব-পর বঞ্চনার একটী দুর্দ্দৈব ব্যবস্থা। তাহাতে আবার ভক্তি-বিরোধী পণ্ডিত রাখিয়া ভক্তির বিরুদ্ধ শিক্ষাদান যে জগতের কি প্রকার সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে তাহা সুধীব্যক্তি একটু স্থির চিত্তে বিচার করিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন। এবং তাহার ফল সেই গুরুকুলের ছাত্রবৃন্দ যে কি প্রকার দুষ্ট ও দুর্নৈতিক হইয়া নিজের ও পরের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে তাহা প্রত্যক্ষে অনুভব করেন।

ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য :—দ্বিতীয়ং প্রাপ্যাপূর্ব্ব্যজন্মো-

পনয়নং দ্বিজঃ। বসন্ গুরুকুলে দান্তো ব্রহ্মাধীয়ীত চাহূতঃ॥
(ভাঃ ১১।১৭।২২)

মানবক আনুপূর্ব্বিক গর্ভাধানানাদি সংস্কারক্রমে উপনয়নাখ্য দ্বিতীয় জন্ম প্রাপ্ত হইয়া গুরু-কর্ত্তৃক আহূত হইলে গুরুকুলে বাস ও **দমগুণ**-সম্পন্ন হইয়া বেদাধ্যয়ন করিবেন। (দম-ব্যাহ্যেন্দ্রিয় সংযম)

সায়ং প্রাতরুপানীয় ভৈক্ষ্যং তস্মৈ নিবেদয়েৎ।
যচ্চান্যদপ্যনুজ্ঞাতমুপযুঞ্জীত সংযতঃ॥ (ভাঃ ১১।১৭।২৮)

সায়ং এবং প্রাতঃকালে ভিক্ষালব্ধ বস্তু এবং ভিক্ষাব্যতীত অপর ও যাহা কিছু লব্ধ হয়, ব্রহ্মচারী তাহা সমস্তই শ্রীগুরুদেবকে অর্পণ করিবেন, এবং তিনি যাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন, সংযত হইয়া তাহাই ভোজন করিবেন।

শুশ্রূষমাণ আচার্য্যং যদোপাসীত নীচবৎ।
যানশয্যাসন স্থানৈর্নাতিদূরে কৃতাঞ্জলিঃ॥ (ভাঃ ১১।১৭।২৯)

গমন, শয়ন, উপবেশন ও বিশ্রাম-কালে আচার্য্যকে শুশ্রূষা-করণান্তর-অনুজ্ঞা-লাভের নিমিত্ত তৎসমীপে কৃতাঞ্জলি হইয়া সর্ব্বদা দীনভাবে তাঁহাকে উপাসনা করিবেন।

এবং বৃত্তো গুরুকুলে বসেদ্ভোগবিবর্জ্জিতঃ।
বিদ্যা সমাপ্যতে যাবদ্বিভ্রদ্ব্রতমখণ্ডিতম্॥ (ভাঃ ১১।১৭।৩০)

ব্রহ্মচারী বিদ্যা-সমাপ্তি পর্য্যন্ত এইরূপ আচরণ করিয়া অখণ্ড-ব্রহ্মচর্য্যব্রত-ধারণপুর্ব্বক ভোগ-বিবর্জ্জিত হইয়া গুরুকুলে বাস করিবেন।

এবংবৃহদ্ব্রতধরো ব্রাহ্মণোঽগ্নিরিব জ্বলন্।

মদ্ভক্তস্তীব্রতপসা দগ্ধকর্ম্মাশয়োঽমল ॥ (ভাঃ ১১।১৭।৩৬)

এইরূপ বৃহদ্ব্রতধারী অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত ব্রাহ্মণ যদি **নিষ্কাম হয়েন,** তিনি তীব্র তপস্যা দ্বারা দগ্ধকর্ম্মাশয় হইয়া মদীয় **ভক্তরূপে** পরিগণিত হয়েন ॥

সাবিত্রং প্রাজাপত্যঞ্চ ব্রাহ্মঞ্চাথ বৃহৎ তথা ।
বার্ত্তা সঞ্চয়শালীনশিলোঞ্ছ ইতি বৈ গৃহে ॥ (ভাঃ ৩।১২।৪২)

সাবিত্র (উপনয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া গায়ত্রী অধ্যয়নকারীর ত্রিরাত্রব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য), প্রাজাপত্য (সংবৎসর পর্য্যন্ত উক্ত প্রবৃত্তিপর ব্রতাচারী), ব্রাহ্ম (বেদগ্রহণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য), বৃহদ্ব্রত (আমরণ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য), প্রথম তিনটী 'উপকুর্ব্বাণ' ও শেষটী নৈষ্ঠিক নামে পরিচিত। বার্ত্তা (অনিষিদ্ধ কৃষ্যাদি, বৃত্তি), সঞ্চয় (যাজনাদি-বৃত্তি), শালীন (অযাচিত বৃত্তি), শিলোঞ্ছ (পতিত কণিকা-ভক্ষণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ-বৃত্তি) এই সকল গৃহস্থের কর্ত্তব্যানুষ্ঠান ও সৃষ্টি করিলেন।

আচার্য্য ঃ—উপনীয়তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ ।
সকল্পং স রহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে ॥ (মনু ২।১৪০)

যে ব্রাহ্মণ শিষ্যকে উপনয়ন প্রদান করিয়া যজ্ঞবিদ্যা ও উপনিষদের সহিত সমগ্র বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করান, মুনিগণ তাহাকে "আচার্য্য" নামে অভিহিত করেন ॥

আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি ।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্য স্তেন কীর্ত্তিতঃ ॥ (বায়ুপুরাণ)

শাস্ত্রার্থ অর্থাৎ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সম্যগ্‌রূপে সংগ্রহ করিয়া

অপরকে আচারে স্থাপন এবং স্বয়ং শাস্ত্রাদেশ পালন করেন বলিয়া আচারবান্ তত্ত্ববিৎ পুরুষ 'আচার্য্য' নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্ নৈবাভ্যসেদ্বহূন্।
ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ॥ (ভাঃ ৭।১৩।৮)

প্রলোভন দ্বারা বলপূর্ব্বক অনধিকারী কাহাকেও শিষ্য করিবে না, বহুগ্রন্থের (বিভিন্ন ভক্তি বিরুদ্ধ শাস্ত্রাদি) অভ্যাস করিবে না; শাস্ত্রাদিব্যাখ্যা-দ্বারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ ও মহারম্ভাদির উদ্যম পরিত্যাগ করিবে।

ফলভোগাভিলাষীকে কর্ম্মী বলে। যদি সেই কর্ম্মী কথঞ্চিদ্ ধনাদি-কামনা-বশতঃ বক্তা বা শ্রোতা হয়, তাহা হইলেও সে শ্রবণ কীর্ত্তন হইতে বিরত হইবে। কারণ কর্ম্মীর ফল-ভোগের ব্যাঘাত হইলেই কীর্ত্তন বন্ধ হইয়া যায়। অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্। শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ। (পদ্মপুরাণ)

পরিচর্য্যা-যশোলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্ গুরুর্ন হি। (বিষ্ণুস্মৃতি)

শিষ্যের পরিচর্য্যা ও যশোলিপ্সু গুরুপদবাচ্য নহেন।

স্নেহাদ্বা লোভতো বাপি যো গৃহ্লীয়াদ্ দীক্ষয়া।
তস্মিন্ গুরৌ সশিষ্যে তদ্দেবতাশাপ আপতেৎ॥
(হঃ রিঃ ২।৫)

স্নেহবশতঃ ও লোভবশতঃ যে গুরু দীক্ষা দেন, এবং ভাল বাসার খাতিরে বা কোনরূপ লোভের আশায় যিনি দীক্ষা

গ্রহণ করেন, তাঁহারা উভয়েই দেবতার অভিশাপ প্রাপ্ত হন।

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥
(মঃ ভাঃ উঃ পঃ ১৭৯৷২৫)

ভোগাবিষয়লিপ্ত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেক-রহিত মূঢ় এবং শুদ্ধভক্তি ব্যতীত ইতরপন্থানুগামী ব্যক্তি নামে-মাত্র গুরু হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করাই বিধি। গুরু, বৈষ্ণব-বিদ্বেষী হইলে অবলিপ্ত হইলেন, সেই গুরুর বৈষ্ণবতার অভাবজনিত গুরুত্ব থাকিতে পারে না। ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক, অযোগ্য গুরুব্রুব পরিত্যাগ করিয়া পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। গুরু কখনই অর্থ-লোভী, ভোগী, প্রতিষ্ঠার্থে বহু আড়ম্বরী হইবেন না। উক্ত দোষে দুষ্ট অসদগুরু পরিত্যাগ না করিলে অসৎসঙ্গী হইয়া সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে ও নরকে যাইতে হইবে।

শিষ্যের পক্ষে আচার্য্যের কৃপা-লাভের জন্য Eligeble হওয়া দরকার। সমিধ সংগ্রহ করিয়া আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইতে পারিলে তিনি উপনয়ন দিবেন। 'উপ'-অর্থাৎ বেদ-সমীপে। শিষ্যের পক্ষে সদ্‌গুরুপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করিবার ঐকান্তিক চেষ্টাকে যোগ্যতা বলে। ব্রাহ্মণ-বটুর Intelligence ও Ingredients এবং অভাব হইলে উপনয়ন দেওয়া হইবে না তদ্বিজ্ঞানার্থং—অর্থাৎ 'তৎ' যে পূর্ণবস্তু, তাঁহার বিশেষ জ্ঞান লাভের জন্য। অভিগচ্ছেৎ—

সর্ব্বতোভাবে গমন করিবেন। গুরুগৃহে গমন আর ফিরিবার জন্য নহে। শাস্ত্র ছত্রিশ বৎসর গুরুগৃহে বাসের পর গৃহে সমাবর্ত্তনের বিধি দিয়েছেন। বেদে বার বৎসর অধ্যয়নের ব্যবস্থা। সমাবর্ত্তনের বুদ্ধি থাকিলে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যায় না। যাহারা পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে উৎকণ্ঠিত তাঁদের পক্ষেই অভিগচ্ছেৎ বাক্য। নৈষ্ঠিকগণ মৃত্যুর পূর্ব্বপর্য্যন্ত হরিভজন করিবেন। উপকুর্ব্বাণ ভবিষ্যতে গৃহস্থের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সমাবর্ত্তন করেন। শাস্ত্রমতে প্রত্যেক ব্রহ্মচারীরই গৃহস্থ হওয়ার আবশ্যক নাই। অতএব গুরুকুল কেবলমাত্র হরিভজনকারীর জন্যই বিহিত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকার অনর্থ নিবৃত্তির বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীগুরু-সেবাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সহজপন্থা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। যাহারা সেই পথ উল্লঙ্ঘন করিয়া নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করেন বা তাহাদের আনুগত্য স্বীকার করেন, তাহাদের সঙ্গক্রমে ভজনে অবনতি অবশ্যম্ভবী। তাহারা নিজে পতিত ও তদনুগজনকেও পতিত করে। সেইসকল ভক্তিনাশক অপরাধীর সঙ্গ প্রভাবে বালিশগণের সর্ব্বনাশ হয়।

কোথায় সেই আচার্য্য ও কোথায় সেই ছাত্র? বর্ত্তমানে গুরুকুল খুলিয়া মহাজন ও শাস্ত্রানুমোদিত সকল বিধান, ব্যবস্থা, শিক্ষা, শাসন ও আচরণকে দূরীভূত করিয়া অযোগ্য গুরুর দ্বারা জাগতিক অসদুপায়ে কি প্রকারে জীবন-যাপনও ঘৃনিত, জঘন্য চরিত্র শিক্ষা করা যায় তাহারই কারখানা ও পণ্যদ্রব্য পরিপুর্ণভাবে জগন্নাশকর অপরাধময়ী

কারখানা প্রস্তুত হইতেছে। অর্থ সংগ্রহই মূল বিষ ভিতরে লুকাইয়া বাহিরে সাধুর সজ্জায় যে কতপ্রকার বঞ্চনাময়ী কার্য্য ধর্ম্মের দোহাই দিয়া জগতে চলিতেছে তাহাতে সহৃদয় সুধীজনের হৃদর বিদীর্ণ হইতেছে। তাহাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া যদি একটীকেও উহাদের কবল থেকে উদ্ধার করা যায় তজ্জন্য চেষ্টাই দয়ালু সাধুর কৃত্য।

আবির্ভাব ও বিরহ মহোৎসব—শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথিতে তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য-শ্রীর চরণার্চ্চনই বিধি। প্রত্যেক বৈষ্ণবের ও গুরুর কিছু না কিছু সেবা ও গুণের বৈশিষ্ট্য আছেই। উৎসবে সেই-গুলিই আলোচ্য। তাহাদের নামের পুর্ব্বে ওঁ বিষ্ণুপাদ, অষ্টোত্তর শতশ্রী, পরমহংস, আচার্য্যপাদ, প্রভুপাদ শব্দ প্রয়োগে তাহাদের অপ্রাকৃতত্ব প্রকাশকারক। সমাধি—ভক্তিযোগে সিদ্ধ মহাপুরুষেরই হইয়া থাকে। উক্ত অপ্রাকৃত মহোৎসবে তাহাদের অপ্রাকৃত গুণাবলি যদ্দ্বারা তাঁহারা শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের ইন্দ্রিয়তোষণ কার্য্যে দক্ষতা ও সেবা সৌন্দর্য্য বিধান করেন; তদ্দ্বারা সেই গুণগণ শ্রোতার ও বক্তার মধ্যে কর্ণদ্বারে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয়স্থ হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রিত হইয়া মহাকল্যাণ বিধানে সামর্থ্য। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে অতত্ত্বজ্ঞ মূর্খ অপরাধীগণ প্রতিষ্ঠাশায় ৫-১০ মিঃ করিয়া নিজপাণ্ডিত্য জাহির করিতে সে সকল অপ্রাকৃত গুণাবলীর ত্রিসীমায়ও না যাইয়া তাহাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয় ও জ্ঞান গোচরে যে সকল বাহ্যতঃ কার্য্য তাহাদের

প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত ও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন তাহাই বর্ণন করিয়া—প্রাকৃত করিয়া বৈষ্ণবের গুণ ও কর্ম্মাদি বর্ণনে মহানিন্দাই করিয়া উৎসবের ছলনায় অপরাধ করিয়া নরক পথ সুগম করিতেছেন।

'বৈষ্ণবের গুণগান শুনিলে জীবের ত্রাণ' হইবার পরিবর্ত্তে মহান অপরাধ করিতেছে। প্রতিষ্ঠাশায় ও ইন্দ্রিয়-তর্পণ-উদ্দেশ্যে কেবল পুষ্পান্ন, ছানার ডাল্না ও মিষ্টাদি খাওয়াই বিরাট উৎসব বলিয়া ঘোষণা হইতেছে। শ্রোতা ও উৎসবে যোগদানকারীগণ জিহ্বা-লাম্পট্যের জন্য হরিকথা শুনার সময় না আসিয়া প্রসাদে অতিভক্তি প্রদর্শন করিয়া রাবণের সীতাহরণ কার্য্যই উৎসবের নামে অপরাধ করিয়া নরক-গমনই উৎসব বলিতেছে।

শরণাগত না হইলে বিমুখ অবস্থায় সকলপ্রকার মহা-শক্তিশালী সধেন চেষ্টা ও ভক্ত্যঙ্গ পালনের সকলই বৈমুখ্য গতিতে সাহায্য করিয়া তাহাকে নরক গমনের পথে দ্রুত-গতিতে পতনের মহাবল প্রদান করিয়া সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। তখন অশরণাগতের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন, পাদসেবন, অর্চ্চন, সেবনাদি ভক্ত্যঙ্গ সাধন, দ্রুতগতিতে নরক গমনের সাহায্যই করিবে। 'তাং বিনা তদীয়ত্ব অসিদ্ধেঃ'। এবং "ষড়ঙ্গ-শরণাগতি হইবে যাহার। তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার॥" শরণাগতির নামই উন্মুখতা। উন্মুখ না হইলে বিমুখতা-বশতঃ সকল চেষ্টাই ক্ষিন্ন করিবে। অতএব সাধকের সর্ব্বপ্রথমেই শরণাগতির অত্যাবশ্যকীয়তাই

সর্ব্বশাস্ত্রে ও সর্ব্ব-সাধুগণ দৃঢ়ভাবে বর্ণন করিয়াছেন। সেই শরণাগতি মায়িক কোনপ্রকার যত্ন, চেষ্টা, শিক্ষা, দীক্ষা, উপদেশ, ব্যবস্থা ও আচরণাদি দ্বারা সম্ভব নহে। কেবলমাত্র কোন পরমস্বতন্ত্র মহাশক্তিশালী ভগবদ্ভক্তের কৃপা ও সাধকের কৃপালাভের জন্য প্রবল ব্যাকুলতা ও আর্ত্তি সংযুক্ত হইলেই সেই ভাগ্যবান্ জীব শরণাগতি লাভে কৃতার্থ হইয়া ভক্তি সাধনে যোগ্যতা লাভ করিতে সক্ষম হন। প্রথমে লৌকিক শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট হইয়া শাস্ত্রাদির শক্তিশালী মহাবীর্যবতী বাণীতে বিশ্বাস হয়। এবং সাধুসঙ্গে প্রবৃত্তির উদয় হয়। তখন অন্তর্য্যামী ভগবানের কৃপালাভে সাধুসঙ্গে বল লাভ করিতে সক্ষম হয়। সাধুসঙ্গ বল-লাভ করিতে পারিলে সেই লৌকিক শ্রদ্ধা শুদ্ধ ও পুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ নিষ্কপট সাধকের পূর্ব্ব প্রসূত কর্ম্মের ক্ষয় হইতে থাকে। ক্রমে শাস্ত্রের দৃঢ় ও মহাশক্তিশালী বাণীতে যত দৃঢ়তা আসিবে ও বিশ্বাস সুদৃঢ় হইবে ততই শ্রদ্ধা শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধায় পর্য্যবসিত হইবে। ক্রমশঃ সাধু, গুরু ও গৌর নিত্যানন্দের কৃপালাভের যোগ্যতা লাভে ভক্ত্যঙ্গ সাধনে যোগ্যতা লাভ হইবে। তৎ পূর্ব্বে কোন সাধনই সুফল প্রদান না করিয়া কুফলই প্রদান করিবে। কারণ তখন কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণপর সুষ্ঠু ও শুদ্ধ না হইয়া আত্মেন্দ্রিয় তর্পণপর কামনা গন্ধ পরিপূর্ণ থাকাতে কুফলই প্রদান ও অসংখ্য দুঃখ ও দুর্গতিই প্রদান করিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যদি অসাধুকে সাধু বলিয়া তাহার কপটতাময়ী বঞ্চনা বাক্য ও শাসন গ্রহণ ও

স্বীকার করিয়া তাহার আনুগত্য করে, প্রকৃত সাধুর প্রতি অবজ্ঞা ও অপরাধ করে, তবেই সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। আবার কেহবা স্বয়ং ভগবান অখিল রসামৃত সিন্ধু, শ্রীকৃষ্ণের মহাবদান্য অবতার শ্রীগৌরহরির রথাগ্রে নর্ত্তন ও অদ্ভুত প্রেম বিকারের প্রকাশ মহামাহাত্ম্যের অনুকরণে রথাগ্রে নর্ত্তনাদিতে প্রেমোন্মত্ততাও সাত্ত্বিক ভাবাদি প্রকটনের অনুকরণ করিতে গিয়া প্রতিষ্ঠাশা শুকরী বিষ্ঠা-ভোজী কৃমি-কীটের ভাবকেলির অনুকরণ চেষ্টায় অহংগ্রহোপাসনা ও প্রাকৃত সহজিয়াদি অসংখ্য অপরাধময়ী চেষ্টা করিয়া নিজের ও হতভাগা অনুগগণের মহাঅপরাধ সঞ্চার করিয়া নিজপর সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। পতনের পথ সুগম ও পিচ্ছিল হওয়ায় দ্রুতগতিতে মহারৌরবে পতিত হইতে চলিল। তখন দুশ্চিকিৎসিত হইয়া সাধুগণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত আমার পরম বন্ধুর কার্য্য করিতে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টিত, তাহার চরণে অপরাধ করাতে সেই বিশ্বাসঘাতক, বেইমান, কপট, আনু-করণিক অপরাধীর সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বনাশই হয়। তবে যদি কোন প্রাক্তন-সুকৃতি বলে নিজ দোষ ও অপরাধের বিষয় বুঝিতে পারে ও তজ্জন্য তীব্র অনুশোচনা দ্বারা তপ্ত হইয়া আহার নিদ্রাদি পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া যাঁহার চরণে অপরাধ করিয়াছে তাহার সন্ধান করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা ও তাঁহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে তুষ্ট করিতে সেবাদি করিয়া সন্তুষ্ট করিয়া শরণাগত হয় এবং তাহার নিষ্কপটতাও অনুশোচনাময় প্রার্থনায় কোমল হৃদয় সাধুর-চিত্ত বিগলত হইয়া যদি ক্ষমা

করেন তবেই মঙ্গল। তাহা জ্ঞাতসারে স্বেচ্ছায় সাধিত হয় তবে তাহার কপটতা ধরিতে পারিয়া সর্ব্বজ্ঞ সাধু ক্ষমা করেন না। দুর্ব্বলতা ও নিষ্কপটতা দেখিলে কৃপা করেন। সাধু ক্ষমা করিলে তখন শাস্ত্রের বিধানমত—"অধিকারি-বৈষ্ণবের না বুঝি' ব্যবহার। যে-জন নিন্দয়ে, তা'র নাহিক নিস্তার॥ অধমজনের যে আচার, যেন ধর্ম্ম। অধিকারী-বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম্ম॥ কৃষ্ণ কৃপায়ে সে ইহা জানিবারে পারে। এসঙ্কটে কেহ মরে, কেহ তরে॥ সবে ইথে দেখি এক মহাপ্রতিকার। সবারে করিব স্তুতি বিনয় ব্যবহার॥ অজ্ঞ হই' লইবেক কৃষ্ণের শরণ। সাবধানে শুনিবেক মহান্ত-বচন॥ তবে কৃষ্ণ তা'রে দেন হেন দিব্যমতি। সর্ব্বত্র নিস্তার পায়, না ঠেকয়ে কতি॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।৩৮৭-৩৯২)

আর যদি কখনও অপরাধ না করে ও তাহার সরলতা, নিষ্কপটতা, অননুকরণতা ও তীব্র অনুশোচনা দেখিয়া কোমল-হৃদয় সাধু ক্ষমা করিলে অব্যাহতি। নচেৎ অচিকিৎস্য অপসম্প্রদায় মধ্যে পরিগণিত হইয়া উপেক্ষিত হইয়া নিত্য-কাল নরক-ভোগই হইবেই। তথা হইতে ফিরিবার কোন ব্যবস্থা কোথাও হয় নাই। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামীপাদ ভক্তি-সন্দর্ভে—অত্যন্ত অপরাধে যাহাদের কোনও প্রতিকার হইবে না, তাহাদের বিষয়—"জ্ঞানলবদুর্ব্বিদগ্ধাস্ত্বচিকিৎস্যত্বাদুপেক্ষা" অর্থাৎ যাহারা অজ্ঞ তাহারাও মহতের অনুগ্রাহ্য—"কিন্তু জ্ঞান লেশ-লাভেই উদ্ধত দাম্ভিক ব্যক্তিগণ অচিকিৎস্য-হেতু-পাত্র"—গুরুবর্গের বাহ্য অনুকরণে অধিকতর দৌরাত্মময় অপরাধে পতিত ব্যক্তিগণের মঙ্গলের ও উহাদের কবল হইতে উদ্ধারের জন্য এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।

ইতি—গ্রন্থ সমাপ্ত।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪	১২	ভগবদাশের	ভগবদাদেশের
২৭	১৬	গুণাগণ	গুণাগণ
৩৯	৫	স্ফীত	স্ফীত
৪৭	৭	করবে	করে
৫৩	৯	কুব্যাখ্য	কুব্যাখ্যা
৫৭	৮	তাহাতো	তাহাতে
৬১	২৩	পার্‌ছে না	পার্‌ছে
৭২	১	নামা	নাসা
৭৪	১৮	ধনিগণের দও	ধনিগণের দলও
৭৭	৯	প্রবিষ্ঠ	প্রবিষ্ট
৮০	১২	পাদপদ্মে	পাদপদ্ম
৯০	২২	সর্ব্বে	সর্ব্বৈ
৯৪	৩	ম্লেচ্যাদ্	ম্লেচ্যাদ্
৯৬	২১	আর বিপ্রলম্ভ	আর গৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভ
৯৭	৪	বৈশিষ্ঠ	বৈশিষ্ট্য
১০২	৫	হেনধীয়া	হনধীয়া
১০৪	২৩	প্রাপ্যাপুর্ব্ব্য	প্রাপ্যানুপূর্ব্ব্যা
১০৫	৭	ভক্ষ্যং	ভৈক্ষ্যং
১০৬	১	মল ॥	মলঃ ॥
১০৬	১৭	স রহস্যঞ্চ	সরহস্যঞ্চ
১১১	১৪	সধেন	সাধন